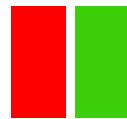


# ফরেক্স বিগেনার টু প্রো

এম.হাফিজ জয়



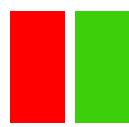
[www.bdforexpro.com](http://www.bdforexpro.com)

ফরেক্স ট্রেডিং যেমন লাভবান তেমনি অনেক ঝুঁকিপূর্ণ একটি ব্যবসা, ভালো না বুঝে এই বাজারে বিনিয়োগ সম্পূর্ণরূপে অনিরাপদ। কিংবা একটুখানি জেনে অতিউৎসাহী মন ও কিন্তু আপনাকে লোকসানে ফেলে দিতে পারে অনেকটুকু। তাই ফরেক্স বাজার সঠিকভাবে বুঝতে এবং এই ব্যবসার সঠিক ধারনা পেতে সম্পূর্ণ বিষয়ভিত্তিক এই কোর্স এবং বাংলাদেশের প্রথম লেসন ভিত্তিক ফরেক্স শেখার সম্পূর্ণ কোর্স ‘**ফরেক্স বিগেনার টু প্রো**’।

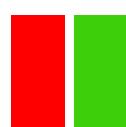
ফরেক্স ট্রেডিং করার অনেক অভিপ্রায় থাকলেও অনেকেই সঠিক গাইডের অভাবে কিছুদুর এগনোর পর নানা রকম প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে সঠিক সমাধান না পেয়ে কনফিউসড হয়ে ফিরে যান এবং আশাহত হন। কিন্তু ইচ্ছেটা রয়ে যায় একজন সফল ফরেক্স ট্রেডার হওয়ার। ফরেক্স প্রেমিদের সেই উপলক্ষ্মি এবং উৎকর্থাকে শৃঙ্খলা করে নিজের ফরেক্স অভিজ্ঞতার জালকে এক সুতোয় বুনে প্রকাশ করলাম ফরেক্স বিগেনার টু প্রফেশনাল ট্রেডিং নামক বইটি।

ভুল হলে শুন্দি করে, আর কোন অভিপ্রায় থাকলে জানাবেন। সেই প্রত্যাশায়।

**সৌজন্য: এম.হাফিজ জয়**



© Copyright ® Registered by [bdforexpro.com](http://bdforexpro.com)  
2012-2015



ফরেক্স বিগেনার টু প্রফেশনাল ট্রেডিং বইটি [www.bdforexpro.com](http://www.bdforexpro.com) এর নিজস্ব সম্পত্তি। যা শুধুমাত্র PDF (অনলাইন ভার্সন) আকারে ফরেক্স ট্রেডিং শেখার অভিপ্রায়ে বিনামূল্য অনলাইনে শেয়ার করা যাবে। যা কোন ভাবেই কোন ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য ব্যাবহার করা যাবে না। কোন ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি এই বইয়ের কোন কনটেন্ট তাদের নিজের স্বার্থে কিংবা তাদের নাম দিয়ে প্রকাশ করে তবে কপিরাইট দণ্ডবিধি মোতাবেক দণ্ডিত হবেন।

## সংক্ষিপ্তভাবে ফরেক্স - আন্তর্জাতিক মুদ্রা বিনিময় বাজার

- : -

**ফ**রেক্স এমন একটি বাজার যেখানে আপনার ঝুঁকি রয়েছে ১০০% আর লাভ রয়েছে ১০০০%+। কি বিষয়টা বুঝলেন না? আচ্ছা ধরুন আপনি বিনিয়োগ করেছেন ১০০০ ডলার তাহলে আপনার লস হলে ১০০০ ডলার ই তো লস হবে মানে ১০০% কিন্তু এই ১০০০ ডলার দিয়ে আপনি ১০০০০০ ডলার বা আনলিমিটেড আয় করার সুযোগ পাবেন। হ্যাঁ, এটাই সত্যি, একটুও মিথ্যা নয়।

তাহলে বুঝতেই পারছেন এই মার্কেট কতটা জনপ্রিয়। কারণ এখানে আছে আনলিমিটেড আয়ের সুযোগ। আর এই সুযোগটা নিয়মিতভাবেই নিচ্ছেন লক্ষ লক্ষ ট্রেডার। যে যার দক্ষতায় ও মেধায় আয় করে নিচ্ছেন সেই পরিমাণ। ফরেক্স ট্রেডিং নিয়মিত, অনিয়মিত কিংবা পার্ট টাইম বা ফুল টাইম উভয়ে করা যায়। এই মার্কেটে আপনি কখনই বাঁধা নন। ২৪ ঘন্টা সপ্তাহে ৫ দিন নন-স্টপ এই মার্কেটে আছে সব পেশাজীবীদের সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ। সপ্তাহে ৫ দিন একটানা বিরতিহীনভাবে এই মার্কেট চালু থাকে বলে যেকোন সময়েই যেকোন অবস্থান থেকেই ট্রেড করার সুযোগ পাবেন। ট্রেডিশনাল স্টক মার্কেট এর সাথে কিছুটা মিল থাকলেও ফরেক্স মার্কেট বহুগুণে এগিয়ে ট্রেডিশনাল স্টক মার্কেট থেকে। শুধু একটাই শর্ত আপনাকে ট্রেডিং পদ্ধতি জানতে হবে, শিখতে হবে এবং থাকতে হবে অভিজ্ঞতা। নচেৎ ১০০% লস-ই আপনার জন্য প্রয়েজ্য হয়ে যেতে পারে।

ব্যবসাটি সম্পূর্ণরূপে অনলাইন ভিত্তিক হওয়াতে স্বয়ংক্রিয় প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি নিজেই বায/সেল ইত্যাদি করে থাকবেন। আর বাজারটির দৈনিক টার্ন ওভার ৫ ট্রিলিয়ন ডলার এর বেশি হওয়াতে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিশেষ এই বাজারের বিন্দু মাত্র প্রভাব ফেলার কোন সুযোগ পান না। তাই আপনি স্বাধীনভাবে কোন রকম প্রভাবিত না হয়ে নিজেই নিজের ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারেন। ব্যবসা শুরুর ক্ষেত্রে বিনিয়োগে কোন বিশেষ শর্ত নেই বলে নিজের সামর্থ্য মত মূলধন ৫ ডলার দিয়েও শুরু করতে পারেন। স্পট ট্রেডিং পদ্ধতির এই বাজারে মুহূর্তেই বায/সেল করতে পারেন কোন রকম মেচিউরিটির জন্য অপেক্ষা করতে হয়না। সর্ব সাময়িক অবস্থা তথা বিশেষ বর্তমান অর্থ তারল্যর অবস্থার সাথে নির্ভরশীল এই মার্কেটে নিজের জ্ঞানের প্রতিফলনে হতে পারেন হিরো।

ধ্যর্য, বিন্দুতা, শিক্ষা এই তিনটি বিষয়ের সঠিক সম্বিশেনে আপনি সফল হতে পারেন এই বিশ্ব অর্থ বাজারে, পরিবর্তন করতে পারেন নিজেই নিজের ভাগ্য, হতে পারেন আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী।

- : -

## সূচীঃ

অনুশীলনী # ১	বৈদেশিক মুদ্রার বাজার	
অধ্যায় ১.১	ফরেক্স কি, ফরেক্স মার্কেট সূচনা	
অধ্যায় ১.২	ফরেক্স ট্রেডিং সুবিধা, প্রধান অংশগ্রহণকারী।	
অধ্যায় ১.৩	ত্রোকারের ধরন	
<b>অনুশীলনী # ২</b>		
<b>কারেন্সি ট্রেডিং বেসিক কনসেপ্ট</b>		
অধ্যায় ২.১	কারেন্সি পেয়ার, মেজর/ক্রস, ডিরেক্ট/ইন্ডিরেক্ট	
অধ্যায় ২.২	পিপস, পিপেটিস, লট এবং স্প্রেড	
অধ্যায় ২.৩	মার্জিন, রোলওভার	
অধ্যায় ২.৪	অর্ডার টাইপ, প্রফিট	
অধ্যায় ২.৫	ডেমো একাউন্ট ট্রেডিং	
<b>অনুশীলনী # ৩</b>		
<b>ফান্ডামেন্টাল এনালাইসিস</b>		
অধ্যায় ৩.১	ফান্ডামেন্টাল এনালাইসিস, ইকোনমিক ডাটা	
অধ্যায় ৩.২	গোল্ড অ্যান্ড অরেং ফান্ডামেন্টাল ফেষ্টের	
অধ্যায় ৩.৩	ইকোনমিক ক্যালেন্ডার	
<b>অনুশীলনী # ৪</b>		
<b>টেকনিকেল এনালাইসিস</b>		
অধ্যায় ৪.১	সূচনা, চার্ট এবং ট্রেন্ড, সাপোর্ট এবং রেসিস্টেন্স	
অধ্যায় ৪.২	ট্রেন্ডস এনালাইসিস	
অধ্যায় ৪.৩	চার্ট প্যাটার্ন এনালাইসিস(কন্টিনিউশন প্যাটার্ন)	
অধ্যায় ৪.৪	চার্ট প্যাটার্ন এনালাইসিস(রিভার্সেল প্যাটার্ন)	
অধ্যায় ৪.৫	ইন্ডিকেটর, মুভিং এভারেজ	
অধ্যায় ৪.৬	বলিঙ্গার বেন্ড এবং আর. এস. আই ট্রেডিং	
অধ্যায় ৪.৭	ADX এবং Pi vot Point ট্রেডিং	

অনুশীলনী # ৫	ট্রেডিং সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট	
	অধ্যায় ৫.১	শর্ট টাইম ট্রেডিং
	অধ্যায় ৫.২	লং টাইম ট্রেডিং
	অধ্যায় ৫.৩	ট্রেডিং ফেইজ, ট্রেডিং কী-পয়েন্ট
অনুশীলনী # ৬	ট্রেডিং প্ল্যান	
	অধ্যায় ৬.১	একটি কার্যকারী ট্রেডিং প্ল্যান
অনুশীলনী # ৭		
	অধ্যায় ৭.১	ব্রোকার রেগুলেশন

## অধ্যায় ১.১

### ফরেক্স কি, ফরেক্স মার্কেট সূচনা

#### ফরেক্স কি:

Foreign Exchange এর সংক্ষিপ্ত রূপ হল Forex। এটি একটি আন্তর্জাতিক বিকেন্দ্রিত মুদ্রা বিনিয়ময় বাজার। এই মার্কেটে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় এর মাধ্যমে আয় করা যায়। অর্থাৎ আপনি একটি দেশের মুদ্রার বিপরীতে আরেকটি দেশের মুদ্রা ক্রয় বা বিক্রয় এর মাধ্যমে আয় করতে পারবেন। আপনি যখন একটি দেশের মুদ্রা দিয়ে আরেকটি দেশের মুদ্রা ক্রয় করবেন সেই দেশের মুদ্রার দাম আপনার ক্রয়কৃত দামের উর্ধ্বগতিক পার্থক্যই হচ্ছে আপনার লাভ। এই বাজারটি এত বড় যা নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ মার্কেটের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি ভলিয়াম এ দেনিক ট্রেড হয়। যার দৈনিক টার্ন-অভার এর পরিমাণ প্রায় ৩ ট্রিলিয়ন ইউ। এস ডলার এরও বেশি। বর্তমানে বিশ্বের ১৫-২০ ভাগ মানুষ ফরেক্সকে পেশা হিসেবে নিয়েছেন কেউ পার্টটাইম কেউবা ফুলটাইম পেশা হিসেবে। মূলত ফরেক্সও একধরনের আউটসোর্সিং বিজনেস। যেখানে প্রফিট করতে হয় একটি ভালো এবং সুশিক্ষার মাধ্যমে। না জেনে না বুঝে এই মার্কেটে নেমে পড়া মানে হচ্ছে নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারা।

আশা করি এতক্ষণে কিছুটা আন্দাজ পেয়ে গেছেন যে সঠিক শিক্ষা ছাড়া আপনি এই মার্কেটে নিতান্তই একজন দর্শক। তাই প্লেয়ার মানে ট্রেডার যদি হতে চান তাহলে আগে ভালোভাবে শিখে নিন তারপর শুরু করুন। তব কিংবা নেগেটিভ করছি না, কারন অল্প শিখে নেমে পড়ে যখন কোন কিছু বোঝার আগেই সব হারাবেন তখন হয়ত আপসোস ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না।

#### ফরেক্স মার্কেটে কি ট্রেড হয় এবং কিভাবে হয়ঃ

এক কথায় অর্থ, মুদ্রা বা কারেন্সি ট্রেড করা হয়। মুদ্রা ক্রয় এবং অবাধে বিক্রয় এর মার্কেট হল ফরেক্স। এখানে আপনাকে মাথায় রাখতে হবে আপনি যে দেশের মুদ্রা ক্রয় করছেন এবং যে পরিমান ক্রয় করছেন মূলত সেই দেশের অর্থনীতির কিছু শেয়ার ক্রয় করছেন। ধরণঃ কোন দেশের অর্থনীতির উন্নতি হচ্ছে বলে আপনি তাদের কিছু শেয়ার ক্রয় করলেন এবং আপনি তা বিক্রয় করে দিবেন যখন আপনার ক্রয়কৃত শেয়ারগুলোর দাম বৃদ্ধি পাবে। মূলত এটায় আপনার কাজ হবে ফরেক্স মার্কেটে। আমরা জানি প্রত্যেক দেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামোর উপর ভিত্তি করে ঐ দেশের মুদ্রার মান প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হয়। কখনো ইউরো'র বিপরীতে ইউ. এস. ডি শক্তিশালী হচ্ছে আবার কখনো ইউ. এস. ডি'র বিপরীতে ইউরো শক্তিশালী হচ্ছে, এইরকম সব দেশের মুদ্রা একটি আরেকটির বিপরীতে শক্তিশালী এবং দুর্বল হয়।

অর্থাৎ পেয়ারের একটি মুদ্রার দাম বাড়লে অপরটির দাম কমে। তাই দাম বাড়লেও আপনি প্রফিট করতে পারবেন আবার দাম কমলেও আপনি প্রফিট করতে পারবেন, অর্থাৎ মার্কেট আপ হলে ও প্রফিট নিতে পারা যায় এবং ডাউন হলে ও, আর ফরেক্সের এই সুবিধাটিই হল অনন্য সব ব্যাবসা থেকে আলাদা। যা ফরেক্সকে আরো বেশি জনপ্রিয় করে তুলছে। অন্যান্য বাজারে আপনার ক্রয়কৃত পণ্যের দাম যদি কমে যায়

তাহলে আপনাকে অপেক্ষা করতে হয় দাম বাড়ার জন্য, বিষয়টি ঠিক আছে যেখানে দাম কমলে আপনার আর লাভ করার সুযোগ থাকে না, অথবা আপনাকে অপেক্ষা করতে হয় কখন দাম কমবে যখন আপনি কম দামে ক্রয় করে তা বেশি দামে বিক্রি করবেন, ট্রেডিশনাল মার্কেটে ব্যবসায়ীরা অপেক্ষা করে কখন দাম সর্বনিম্ন পড়বে যাতেকরে তারা কম দামে কিনে বেশি দামে সেল করতে পারে কিংবা দাম সর্বোচ্চ বাড়ার পর অপেক্ষা করে দাম কমার। কিন্তু ফরেক্স মার্কেটে দাম সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন এই কনসেপ্ট কোন ভিত্তি নেই। কারণ মুদ্রার অবস্থা অনুসারে তা সর্বনিম্ন কি পরিমাণ কমবে বা সর্বোচ্চ কি পরিমাণ বাড়বে এর কোন পরিধি নেই। এই বাজারের মজার বিষয়টি হল দাম কমলে ও আপনি প্রফিট করতে পারবেন এবং দাম বাড়লেও পারবেন।

### ফরেক্স মার্কেটের সূচনা:

ফরেক্স মার্কেট সাধারণ কোন মার্কেটের মত একদিনে তৈরি হয়নি। বরং একটি ধারাবাহিক যুগ-যুগান্তরি অনেকগুলো ইভেন্ট এর ফলাফল আজকের এই ফরেক্স মার্কেট। এটির সূচনা হয় ১৯৭১ সালের Bretton Woods চুক্তির পরিক্ষিণতায় এবং পুরপুরি স্বতন্ত্রতা লাভ করে যখন ১৯৯৭ সালে অনলাইন ট্রেডিং ক্ষমতা সহ ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারী এবং ব্যবসায়ীদের জন্য মার্জিন ট্রেডিং সুবিধা সহ নানা রকম বহুমুখী সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে ফরেক্স মার্কেট হল বিশ্বের সবচেয়ে তারল্য অর্থনৈতিক বাজার।

### ট্রেডগুলো কোথায় ঘটেঃ

অনন্য আর্থিক বাজার থেকে এই বাজার ভিন্ন কারণ এই বাজারের কোন শারীরিক অবস্থান নেই। যেখানে সমস্ত লেনদেন ব্যাংক, বৃহৎ প্রতিষ্ঠান, বিনিয়োগকারী, ব্যবসায়ী, ইত্যাদির মধ্যে টেলিযোগাযোগ (ফোন, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, ইত্যাদি) মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এটিকে কাউন্টার বাজার (Over The Counter) বা OTC বলা হয়।

## অধ্যায় ১.২

### ফরেক্স ট্রেডিং সুবিধা, প্রধান অংশগ্রহণকারী।

#### ফরেক্স মার্কেটের সুবিধাঃ অনন্য আর্থিক বাজার থেকে এই বাজারের কিছু বহুমুখী সুবিধা আছে।

- ✓ ফরেক্স মার্কেট পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মুদ্রা বাজার, এই বাজারে মুদ্রার দাম বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে প্রতিনিয়ত নিজেই পরিবর্তন হয়। এই বাজারের মুদ্রার দামের উপর নির্ভর করে পৃথিবীর সব দেশের ব্যাংক সহ সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মুদ্রার দাম।
- ✓ একক কারো প্রতিনিধিত্ব এই বাজারে কোন রূপ প্রতিফলন তৈরি করতে পারে না। স্বয়ং বিল গেটস এর পুরো অর্থের সামর্থ্য নাই এই বাজারকে পরিবর্তন করার।
- ✓ দামের উর্ধ্বগতি বা নিম্নগতি উভয় গতিতে প্রফিট করা যায়।
- ✓ এখানে মধ্য কোন স্বত্ত্বাধিকারী নেই তাই আপনি সরাসরি ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবেন।

- ✓ ইহা একটি গ্লোবাল মার্কেট তাই আপনি বিশের যেকোন স্থান থেকে আপনার ট্রেড পরিচালনা করতে পারবেন।
- ✓ ইহাই একমাত্র বাজার যা সপ্তাহের সোম থেকে শুক্রবার ২৪ ঘন্টায় খোলা থাকে চারটি ভিন্ন ভিন্ন সেশন এ। ফলে যে কোন পেশার মানুষ তাদের সুবিধা মত দিনে কিংবা রাতে যে কোন সময়ে ট্রেড করতে পারে। এবং শনি ও রবিবার এই মার্কেটের সকল লেনদেন বন্ধ থাকে বা ছুটি পালন করা হয়।
- ✓ এই মার্কেট এ আপনি স্বাধীন ইনভেস্টর অর্থাৎ এই মার্কেটে সর্ব নিম্ন কিংবা সর্বোচ্চ কোন ইনভেস্টমেন্ট বাধ্যবাদকতা নেই। ফলে আপনি আপনার সামর্থ্য মত যে কোন পরিমাণ ইনভেস্ট করে ট্রেড শুরু করতে পারেন।
- ✓ মূল ট্রেড শুরু করার পূর্বে আপনি ট্রেড করার জন্য প্রস্তুত কিনা সে প্রস্তুতিটা ও আপনি সেরে নিতে পারবেন ডেমো ট্রেড এর মাধ্যমে ভার্চুয়াল মানি দিয়ে।
- ✓ এই বাজারে আপনি আপনার সীমিত টাকা দিয়ে বিশাল পরিধিতে ট্রেড করার জন্য লিভারেজ সুবিধা পাবেন।
- ✓ এটি একটি স্পট ট্রেড বা কন্টিনিয়াস ফ্লো মার্কেট যেখানে আপনাকে কোন শেয়ার ক্রয় করে তা বিক্রির জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে না। অর্থাৎ আপনি মুহূর্তের মধ্যে আপনার ট্রেড সম্পূর্ণ করতে পারবেন।
- ✓ আপনার সকল লেনদেন আপনার ব্যক্তিগত একটি একাউন্ট এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে যেখানে অন্য কারো এক্সেস এর কোন সুযোগ নেই। তাই আপনি ১০০% সিকিউর।
- ✓ আপনি আপনার ডিপোজিট বা ইউথেক্স যে কোন আন্তর্জাতিক বৈধ মাধ্যম ব্যাবহার করে আপনি নিজেই করতে পারেন। কারো যদি আন্তর্জাতিক কোন মাধ্যম না থাকে সেই ক্ষেত্রে ব্রোকারদের পদত্ব ভিত্তিন অপশনের মাধ্যমে ও সম্পূর্ণ করতে পারবেন।

#### বিশেষ নোটঃ

পরবর্তী আলোচনায় যাওয়ার আগে দুটি উপদেশ দেই বিশেষ করে নতুনদের জন্য। ধারাবাহিকভাবে বিডি ফরেক্স প্রফেশনাল কোর্সের অধ্যায় গুলো শেষ করলে কারন আমি অধ্যায়গুলো এমন ভাবে সাজিয়েছি যাতে করে শেখার ক্ষেত্রে মিসগাইড না হোন অর্থাৎ কোন বিষয়গুলোর পর কোন বিষয়গুলো জানতে হবে, সেটি মাথায় রেখে আমি কোর্সটি সাজিয়েছি। পাশাপাশি বিভিন্ন রকম ফরেক্স রিসোর্স সাইট ভিজিট করার অভ্যাস গড়ে তুলুন। কারন যত বেশি রিসোর্স আপনি টাচ রাখবেন তত ভালো ট্রেডার রূপে গড়ে উঠবেন। তাড়াহুড়ো করার কোন দরকার নাই, আস্তে আস্তে অগ্রসর হোন, একটু সময় নিয়েই এগুতে থাকুন আপনি অবশ্যই ভালো করবেন, কারন তাড়াহুড়ো কিংবা অতি মাত্রার উৎসাহ আপনার ক্ষতির মূল কারণ হতে পারে। তাই বারবারই একটা কথার উপর বেশি বেশি নজর দিচ্ছি, তা হল প্রথমে শিখুন, শিখুন এবং শিখুন! আর প্রশ্ন করতে চাইলে কিংবা যদি ট্রেডারদের সাথে আপনার কোন সমস্যা বিষয়ক আলোচনা করে সমাধান নিতে চান তাহলে [www.bdforexpro.com](http://www.bdforexpro.com) এ নিবন্ধন হয়ে আপনার আলোচনা শুরু করুন।

### ফরেক্স মার্কেটের মূল অংশগ্রহণকারীরা:

প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং লেনদেনের সহজলব্ধতার কারনে বিভিন্ন আর্থিক/অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠান সহ বৈদেশিক মুদ্রার বাজারের প্রধান অংশগ্রহণকারীরা হল: ব্যাংক, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীরা ও ব্যবসায়ী। এবং ব্রোকার প্রতিষ্ঠানগুলো নানা রকম সুবিধা প্রধান এর মাধ্যমে ব্যাপকভাবে লাভবান।

### মার্কেট তলিটুম অনুসারে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ব্যাংক:

Rank	Bank Name	% of Volume
1	Deutsche Bank	19.30%
2	UBS AG	14.85%
3	Citi Bank	9.00%
4	Royal Bank of Scotland	8.90%
5	Barclays Bank	8.80%
6	Bank of America	5.29%
7	BSBC	4.36%
8	Goldman Sachs	4.14%

### সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় যে সব ব্যাংকের ফরেক্স সম্পত্তি:

- ❖ The Federal Reserve (US central bank)
- ❖ The Bank of Japan
- ❖ The Bank of England
- ❖ The Bank of Canada
- ❖ The Swiss National Bank
- ❖ The European Central Bank
- ❖ The Reserve Bank of Australia

### অধ্যায় ১.৩

#### ফরেক্স ব্রোকারের ধরণ

**ব্রোকার টাইপ:** ব্রোকার কোম্পানিদের মূল উদ্দেশ্য হল ক্রেতা এবং বিক্রেতার সম্বিশেষনে স্প্রেড এর মাধ্যমে কমিশন আয় করা।

ফরেক্সে ২ প্রকার ব্রোকার বিদ্যমানঃ

১। ডিলিং ডেক্স ব্রোকার (Market Maker Broker)

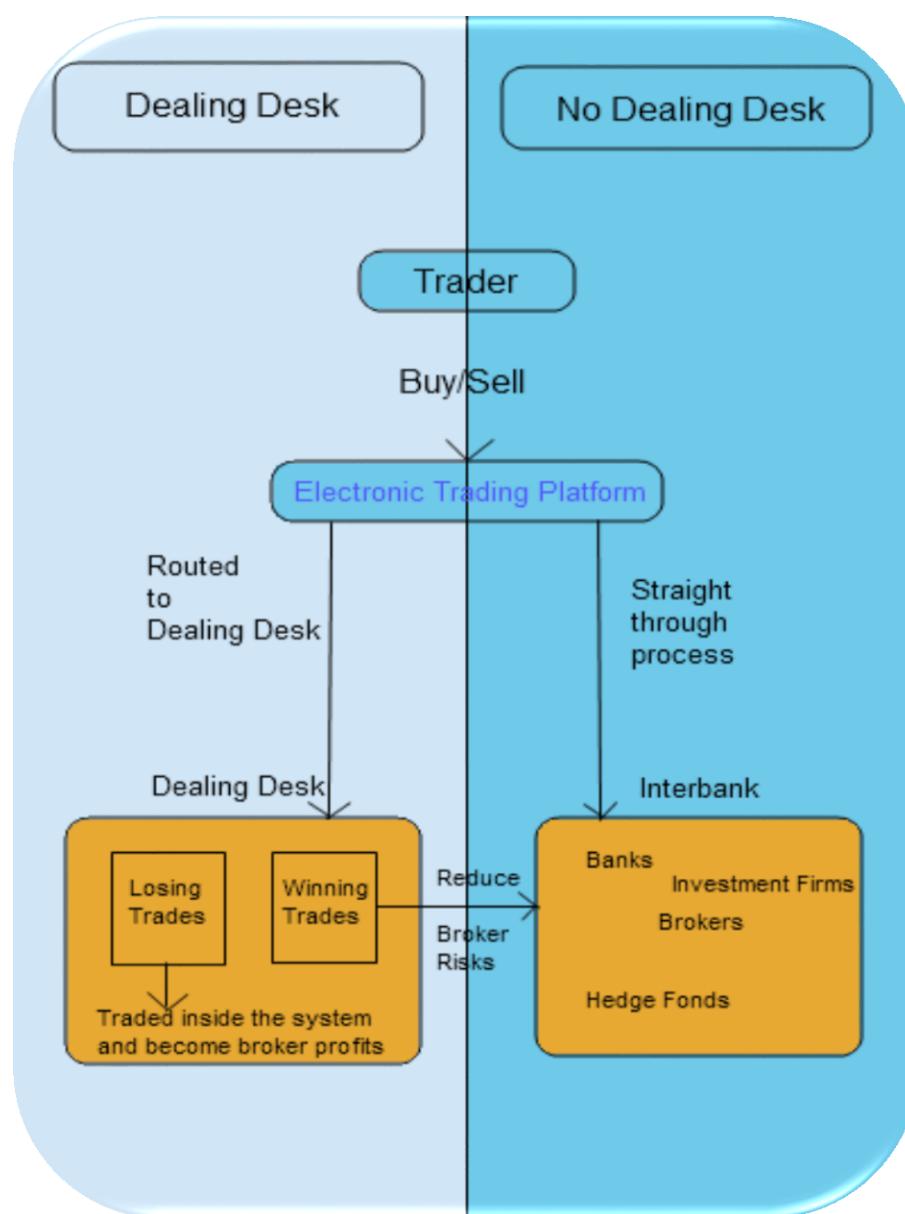
২। নো-ডিলিং ডেক্স ব্রোকার (NDD Broker)

**ডিলিং ডেক্স (Market Maker) ব্রোকারঃ**

এই প্রকার ব্রোকার Route 'র মাধ্যমে আপনার ট্রেডটি ওপেন করে এবং তাদের স্প্রেড সিস্টেম সাধারণভাবে ফিল্ড করা থাকে। ডিলিং ডেক্স ব্রোকার মূলত স্প্রেডের মাধ্যমে ইনকাম করে এবং ট্রেডারদের প্রত্যেকটি ট্রেড ওপেন এর বিপরীতে নিজেরা আরেকটি ট্রেড ওপেন করে থাকে। এই ব্রোকারকে Market Maker Broker ও বলা হয়ে থাকে কারন তারা 'মার্কেট মেইক' করে অর্থাৎ যদি কোন ট্রেডার কোন কারেন্সি বায় অর্ডার করে তখন ব্রোকার ঐ কারেন্সির আরেকটি সেল (বিপরীত) অর্ডার করে এবং ট্রেডার যখন সেল অর্ডার করে তখন ব্রোকার তার বিপরীত বা বায় অর্ডারটি করে।

এই নিয়মে ট্রেডাররা প্রতিনিয়ত একটা প্রাইস চেঞ্জ এর মধ্যে থাকে বা ট্রেডাররা বেশিরভাগ সময়ে রিয়েল কৌণ্টে অর্ডার করতে পারে না। তাই অর্ডার এর ক্ষেত্রে অনেকে হয়ত লক্ষ্য করেছেন যে, Re-Quote কথাটি আসে। মূলত এরা হল রিটেইল ব্রোকার আর এই সকল ব্রোকার আমাদেরকে কম ইনভেস্টমেন্টে ট্রেড করার সুবিধা দিচ্ছে বলে ওরাও বিনিময়ে কিছু নিয়ে যাচ্ছে। তবে এইসব ব্রোকাররা সব সময় চেষ্টা করে ট্রেডারদের রিয়েল কৌণ্টে অর্ডার মেইক করে দিতে। এই নিয়মে অর্থাৎ Hedge এর মাধ্যমে ট্রেডার এবং ব্রোকার উভয় সুবিধা লাভ করে থাকে।

চিত্রটি দেখুন আশা করছি বিষয়টা আরো পরিষ্কার হবে .....



### নো-ডিলিং ডেস্ক (NDD) ব্রোকারঃ

এটা সাধারণ নিয়ম যেখানে ব্রোকাররা ট্রেডার এর ট্রেড এর বিপরীতে কোন ট্রেড ওপেন করে না শুধুমাত্র ওপেনকৃত ট্রেড থেকে কমিশন লাভ করে থাকে। তাই এইসকল ব্রোকারের ট্রেড অর্ডারে অতিরিক্ত কোন সময় লাগে না এবং Re- Quot e করতে হয় না ট্রেডার রিয়েল কৌণ্টে অর্ডার মেইক করতে পারে। অনেকের মনে এখন প্রশ্ন জাগছে তাহলে আমরা NDD ব্রোকারে কেন ট্রেড করি না। আসলে NDD ব্রোকারগুলোর ট্রেডিং ইনভেস্টমেন্ট মোটামুটি হাই থাকে যার কারনে আমাদের মত লো-ইনভেস্টমেন্ট যাদের তারা ডিলিং ডেস্ক ব্রোকার ছাড়া কিছু চিন্তা করি না। তবে বিষয়টাতে খুব চিন্তার কিছু নেই কারণ আপনি ভালো ট্রেডার হয়ে গেলে এই সব পার্থক্য আপনাকে খুব একটা ভাবাবে না।

নো-ডিলিং ডেস্ক ব্রোকারের মধ্যে আবার ২ ধরণের ব্রোকার আছেঃ

- ✚ Electronic Communications Network(ECN)
- ✚ Straight Through Processing (STP)

**ECN:** নো-ডিলিং ডেস্ক ব্রোকারের একটি টাইপ হল ECN ব্রোকার। আসলে ট্রেডিং মেকানিসম এর পার্থক্যের কারনে এইসব ব্রোকারের সৃষ্টি, এই প্রকার ব্রোকার অর্ডার মেইক করে ডিরেক্টলি ক্লায়েন্ট টু ক্লায়েন্ট রিস্পন্স করে দেয়।

**STP:** আর এই প্রকার ব্রোকার অর্ডার মেইক করে ইন্টারব্যাংক প্রাইস এক্সিস্টিং লেভেলের মাধ্যমে সরাসরি ক্লায়েন্ট টু ব্যাংক তথা লিকুডিটি প্রোভাইডারদের মাধ্যমে।

### অধ্যায় -২.১

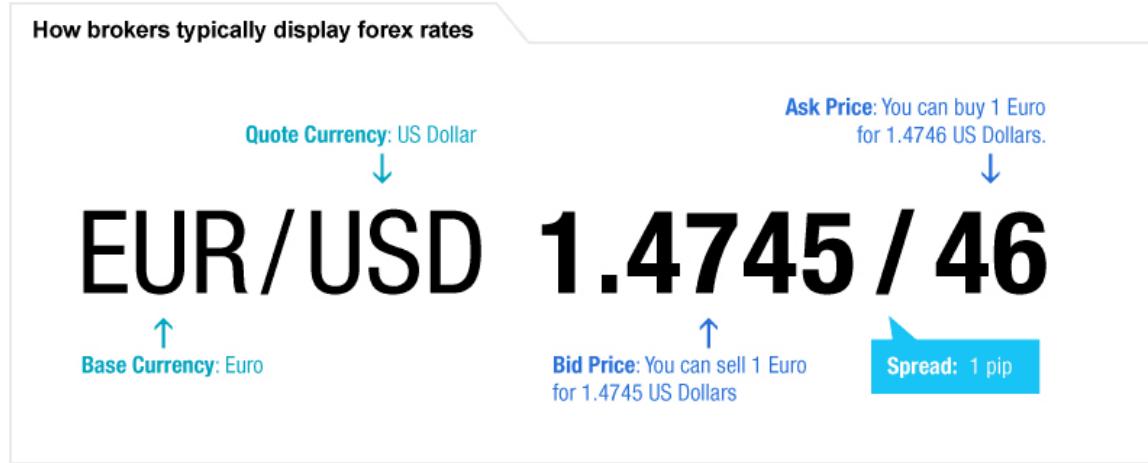
#### কারেন্সি পেয়ার, মেজর/ক্রস, ডিরেক্ট/ইন্ডিরেক্ট

### কারেন্সি ট্রেডিং বেসিক কনসেপ্ট

কারেন্সি ফরেক্স এ আপনি যেসব শেয়ার/স্টক ক্রয় করছেন তা মুদ্রায় পূর্ণ নামে ডাকা হয় না, প্রত্যেকটি কারন্সিকে তিনটি রেফারেন্স কোড (ISO Code) এর মাধ্যমে ডাকা হয়। এইক্ষেত্রে প্রথম দু'টি কোড

হল ঐ দেশের নামের সংক্ষিপ্ত রূপ এবং তায় কোডটি হল ঐ দেশের মুদ্রার/কারেন্সির প্রথম অক্ষর। যেমনঃ  
**United (U) States (S) Dollar (D)** = **USD**. **Great (G) Britain (B) Pound (P)**= **GBP**

ফরেক্স মার্কেটে প্রত্যেকটি কারেন্সি এককভাবে না থেকে জোড়ায় জোড়ায় থাকে তার কারণ একটির  
বিপরীতে আরেকটি এক্সচেঞ্জ করার জন্য।



জোড়ার প্রথম কারেন্সিকে Base কারেন্সি এবং দ্বিতীয় কারেন্সিকে Quote/Counter/Ref/Term  
কারেন্সি বলা হয়।

কারেন্সির ধরন এর উপর ভিত্তি করে এগুলোকে দুটি ভাগে ভাগ করে হয়েছেঃ

**Major** কারেন্সিঃ বলা হয় ঐ সকল কারেন্সি জোড়াকে যেসকল কারেন্সি জোড়ার সাথে USD কারেন্সিটি  
থাকবে এবং সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ট্রেড হয় যেসকল কারেন্সিতে। মেজর কারেন্সি Base অথবা  
Quote যেকোন ভাবে থাকতে পারে। যেমনঃ

EUR/USD	GBP/USD
USD/CHF	USD/JPY
USD/CAD	AUD/USD
NZD/USD	

তবে ৩টি কারেন্সি আছে যেগুলোকে মেজর কমোডিটি (Major Commodity) কারেন্সিও বলা হয়,  
কারেন্সিগুলো হলঃ

১। USD/CAD

২। AUD/USD

৩। NZD/USD

**ক্রস কারেন্সি:** আর যেসকল কারেন্সি পেয়ার এর সাথে USD কারেন্সিটি থাকবে না সেসকল কারেন্সি  
পেয়ারকে ক্রস কারেন্সি বলা হয় এবং এ কারেন্সি গুলোতে ট্রেড এর পরিমান ও মেজর কারেন্সির তুলনায়  
কিছুটা কম। যেমনঃ

EUR/GBP	GBPCHF
AUD/CAD	AUD/JPY
CHF/JPY	GBP/JPY
And More others	

**ডিরেক্ট কৌওট (Direct Quote):** আপনি যেদেশের ট্রেডার সেই দেশের কারেন্সি হল আপনার জন্য  
লোকাল কারেন্সি, হোম বা ডোমেস্টিক কারেন্সি। ডিরেক্ট কৌওটে বেস কারেন্সিই হল লোকাল বা ডোমেস্টিক  
কারেন্সি। এইক্ষেত্রে ১ ইউনিট ফরেন/ইন্টারন্যাশনাল কারেন্সি ক্রয়ের জন্য আপনার কত ইউনিট লোকাল  
কারেন্সি দরকার তা-ই বোঝায়। যেমন একজন ইউ.এস ট্রেডার যদি কানাডিয়ান ডলারের সাথে ট্রেড করে  
তাহলে পেয়ারটি হবে USD/CAD. তাহলে ১ ইউনিট কানাডিয়ান ডলারের জন্য ০.৮৫০৫ ইউ.এস  
ডলারের প্রয়োজন।

**ডিরেক্ট কৌওট কারেন্সি:**

- USD/JPY
- USD/CAD
- USD/CHF

**ইন্ডিরেক্ট কৌওট (Indirect Quote):** হল ১ ইউনিট লোকাল কারেন্সি ক্রয়ের জন্য কত ইউনিট ফরেন  
কারেন্সি দরকার। ইন্ডিরেক্ট কৌওটে ফরেন কারেন্সি হল বেস কারেন্সি। অর্থাৎ CAD/ USD হল ইউ.এস  
ট্রেডারের জন্য ইন্ডিরেক্ট কৌওট তাহলে ১ ইউনিট ইউ.এস ডলারের জন্য ১.১৫০০ ইউনিট কানাডিয়ান  
ডলার প্রয়োজন।

## ইনডিরেন্ট কৌণ্ট কারেন্সি:

- EUR/USD
- GBP/USD
- AUD/USD

## কারেন্সি পেয়ারঃ

একটু আগে বলেছি যে ফরেক্স মার্কেট এ প্রত্যেকটি কারেন্সি জোড়ায় থাকে, আসুন এইবাবে পরিষ্কার হওয়া যাক কেন ?

আমাদের বাংলাদেশের শেয়ার মার্কেট এর যেকোন শেয়ার এর মূল্য টাকায় নির্ধারিত হয়, অর্থাৎ যেকোন দেশের শেয়ার এর মূল্য সেদেশের মুদ্রার বিপরীতে নির্ধারিত হয়। কিন্তু ফরেক্স মার্কেটে কোন শেয়ার এর মূল্য সেদেশের মুদ্রার বিপরীতে নির্ধারিত হয় না। ফরেক্স মার্কেটে এটা সন্তুষ্ট নয়। ফরেক্স মার্কেটে একটি মুদ্রার অনেক গুলো দেশভিত্তিক অনেক রকম হবে, যেমন 1 USD ক্রয় করতে হলে বাংলাদেশে বর্তমানে ৮০ টাকা লাগবে, ইউরো দিয়ে ক্রয় করলে প্রায় .৮০ ইউরো লাগবে অথবা ১.১৫ অস্ট্রেলিয়ান ডলার লাগবে। এখন তাহলে বলুন ডলারের মূল্য আসলে কোনটি ? এই জন্য ফরেক্স মার্কেট কারেন্সি পেয়ার এর মাধ্যমে ট্রেড হয়ে থাকে যাতে করে যেদেশের মানুষ সে দেশের মুদ্রার মূল্য শেয়ার পেতে পারে।

## উদহারণ সরুগঃ

যদি EUR/USD = 1.3035 থাকে তাহলে বুঝতে হবে, ১ EUR ক্রয় করতে আপনার 1.3035 USD প্রয়োজন হবে।

যদি USD/JPY = 77.87 থাকে তাহলে বুজতে হবে, ১ USD ক্রয় করতে আপনার 77.87 JPY প্রয়োজন হবে।

## অধ্যায় -২.২

### পিপস, পিপেটিস, লট, স্প্রেড

## পিপসঃ

পিপস এর বিস্তৃত রূপ হল পারসেন্টেজ ইন পয়েন্ট (Percentage in Point)। ফরেক্স মার্কেটে কারেন্সি রেইট এর ক্ষুদ্রতম পরিবর্তনই হল পিপ। আরো সহজ করে বললে দশমিক এর পরে চতুর্থ সংখ্যার প্রতি একক এর পরিবর্তনই হল পিপ। অর্থাৎ কোন কারেন্সি রেইট যদি ১.২৫০০ থেকে পরিবর্তন হয়ে ১.২৫১০ এ যায় তাহলে খেয়াল করুন,  $1.2500 - 1.2510 = 10$  পয়েন্ট এর একটি ব্যাবধান ঘটেছে আর এই ১০ পয়েন্টের পরিবর্তনই মানে হলে ১০ পিপস।

**উদহারন ১ – EUR/USD বর্তমান পাইস 1. 3550 কিছুক্ষণ পর তা হল 1. 3555  
 তাহলে কি দাঢ়াল ? = 1.3550 to 1.3555 = 5 , মানে 5 পয়েন্টস বা পিপস বৃদ্ধি পেল।**

**উদহারন ২ – GBP/CHF বর্তমান পাইস 1. 5245 কিছুক্ষণ পর তা হল 1. 5240  
 তাহলে কি দাঢ়াল ? = 1. 5245 to 1. 5240 = 5 , মানে 5 পয়েন্টস বা পিপস কমে গেল।**

### পিপেটিঃ

মাইক্রো লট ব্রোকারে ট্রেড করার সময় খেয়াল করবেন সেখানে কারণ্সি রেইট এর ক্ষেত্রে দশমিক এর  
 পরে ৫ সংখ্যা পাবেন, এইরূপ ক্ষেত্রে ৫ম সংখ্যাটি হল পিপেটি। কনফিউসড হওয়ার কোন কারন নাই।  
 পরবর্তী লট আলোচনায় তা পরিষ্কার বুজতে পারবেন।

ছবিটি লক্ষ্য করুন দশমিক এর পড়ে ৫ম ডিজিট হল ফ্রেকশনাল পিপস বা পিপেটিস



যেমনঃ ১.২৫৫০১ থেকে যদি পরিবর্তন হয়ে ১.২৫৬০১ হয় তাহলে বুজতে হবে ১০০ পিপেটিস পরিবর্তন  
 হয়েছে। অর্থাৎ ১০ পিপস এর পরিবর্তন হয়েছে।

### লটঃ

ফরেক্স লট হল আপনার ট্রেডের সাইজ বা আপনার কারেন্সির পরিমাণ যা দিয়ে আপনি বায় অথবা সেল  
 করবেন। অর্থাৎ আপনি যখন ট্রেড আরম্ভ করবেন তখন আপনার ট্রেড ওপেন এ পিপস ভেলু যে হারে  
 নির্ধারিত হবে তাই লট। ফরেক্স ট্রেড এর সুবিধা অনুযায়ী ৩ ধরনের লট নির্ধারণ করা হয়েছে।

- স্ট্যান্ডার্ড একাউন্ট
  - মিনি একাউন্ট
  - মাইক্রো একাউন্ট
- |      |                               |
|------|-------------------------------|
| 1 লট | = \$১০ ডলার প্রতি পিপস ভেলু   |
| 1 লট | = \$১ ডলার প্রতি পিপস ভেলু    |
| 1 লট | = \$০.১০ ডলার প্রতি পিপস ভেলু |

অর্থাৎ আপনি যদি স্ট্যান্ডার্ড লট সাইজে ট্রেড করেন তাহলে প্রাইস যদি আপনার অনুকূলে ১০ পিপস যায় তাহলে আপনার লাভ হবে  $10 \times \$10 = \$100$ । অনুরূপ পাইস আপনার প্রতিকূলে ১০পিপস গেলে আপনার লস ও হবে \$ 100।

মিনি লট এ যদি ট্রেড করেন প্রাইস যদি আপনার অনুকূলে ১০ পিপস যায় তাহলে আপনার লাভ হবে  $10 \times \$1 = \$10$ । অনুরূপ পাইস আপনার প্রতিকূলে ১০পিপস গেলে আপনার লস ও হবে \$ 10।

এবং মাইক্রো লট এ যদি ট্রেড করেন প্রাইস যদি আপনার অনুকূলে ১০ পিপস যায় তাহলে আপনার লাভ হবে  $10 \times \$0.10 = \$1$ । অনুরূপ পাইস আপনার প্রতিকূলে ১০পিপস গেলে আপনার লস ও হবে \$ 1।

### ব্রোকার ভিত্তিক লট সাইজ এবং পিপস ভেলুঃ

ফরেক্সে যেমন বড় ইনভেস্টর আছে তেমনি আছে ক্ষুদে ইনভেস্টর ও , সকল শ্রেণীর মানুষ তথা যার কাছে যে পরিমান মূলধন আছে ট্রেড করার জন্য সে যাতে সে পরিমান মূলধন দিয়ে নিরাপদে ট্রেড করতে পারে সে জন্য ব্রোকাররা বিভিন্ন রকম একাউন্ট টাইপ এর মাধ্যমে ট্রেডারদের জন্য সে সুবিধা নিশ্চিত করেছে।

ব্রোকারদের লট সাইজ হিসেবে একাউন্টগুলো হলঃ

### স্ট্যান্ডার্ড লট ব্রোকারঃ

- ১      স্ট্যান্ডার্ড লট = \$10/ পিপস
- ০. ১    স্ট্যান্ডার্ড লট = \$1/ পিপস
- ০. ০১   স্ট্যান্ডার্ড লট = \$0. 10/ পিপস

### মিনি লট ব্রোকারঃ

- ১      মিনি লট = \$1/ পিপস
- ০. ১    মিনি লট = \$0. 10/ পিপস
- ০. ০১   মিনি লট = \$0. 01/ পিপস

### মাইক্রো লট ব্রোকারঃ

- ১      মাইক্রো লট = \$0. 10/ পিপস
- ০. ১    মাইক্রো লট = \$0. 01/ পিপস
- ০. ০১   মাইক্রো লট = \$0. 001/ পিপস

**স্প্রেডঃ**

বিড এবং আক্ষ রেইট এর মধ্যবর্তী পরিবর্তনই হল স্প্রেড। এটি মূলত ব্রোকারের কমিশন বা চার্জ। বিভিন্ন কারণে পেয়ার এবং ব্রোকার ভেদে স্প্রেড কম-বেশি হতে পারে। তবে কমন কারণে এবং এভারেজ স্প্রেড সাধারণত ২-৩ পিপস এর মধ্যে থাকে।

খেয়াল করবেন আপনি যখন কোন একটা রেইট এ অর্ডার মেইক করেন, দেখবেন সাথে সাথে ৩ (কারন্সি ভেদে কম বেশি ) পিপস মাইনেস এ থাকে।



**উদহারনঃ** ধরি আপনি \$১ পিপ ভেলু দিয়ে ১.২৫৫০ এ একটি বায অর্ডার করেছেন এখন যদি এই ট্রেড থেকে আপনি \$৫ লাভ করতে চান তাহলে আপনার অর্ডার রেইট থেকে ৮ পিপস বেড়ে (৩ পিপস স্প্রেড) ১.২৫৫৮ তে আসতে হবে। এভাবেই আপনার ট্রেড গুলো সম্পূর্ণ হবে বিভিন্ন কারন্সি ভেদে বিভিন্ন স্প্রেড রেইটে।

## অধ্যায় ২.৩

### মার্জিন, রোলওভার

**লিভারেজ বা মার্জিনঃ**

এর সহজ অর্থ হল লোন। ট্রেড করার জন্য আপনার মূলধন এর উপর কত গুন লোন আপনি ব্রোকার থেকে পাবেন অর্থাৎ আপনার ছোট এমাউন্ট দিয়ে বড় পরিসরে ট্রেড করতে পারার সুবিধাই হল লিভারেজ। লিভারেজ ব্রোকার দ্বারা নির্দিষ্ট করা থাকে এবং একেক ব্রোকার একেক অনুপাতে লিভারেজ প্রদান করে থাকে।

লিভারেজ এর কমন অনুপাতগুলো হলঃ

- 1:1
- 1:2
- 1:10
- 1:20
- 1:50
- 1:100 থেকে 1:1000।

এই অনুপাতের বাম অংশটি হল আপনার মূলধন এবং ডান অংশটি হল আপনার লিভারেজ।

এখন আপনি যদি 100 ডলার দিয়ে ট্রেড শুরু করেন এবং 1:500 লিভারেজ নেন তাহলে  $\$100 \times 500 = \$50000$  পরিমান ট্রেড করার সামর্থ্য বা ক্ষমতা আপনার চলে আসবে \$100 দিয়ে।

ফরেক্স মার্কেটে লিভারেজ এর ব্যবহার যেমন আপনার জন্য সুবিধাদায়ক তেমনি ক্ষতিকারকও। আপনি \$100 একাউন্টে তো ৫০০ লিভারেজ দিয়ে যেমন ৫০০ গুণ লাভ এর চিন্তা করলেন তেমনি এটাও ভুলে গেলে চলবে না যে ট্রেড যদি আপনার প্রতিকূলে যায় তাহলে সেই পরিমান লস ও আপনাকে বহন করতে হবে। এখন প্রশ্ন করতে পারেন আপনার তো ৫০০ গুণ লস হওয়ার মত মূলধন নেই। হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন, ট্রেড আপনার প্রতিকূলে গিয়ে যখনই আপনার মূলধন পরিমান লস স্পর্শ করবে তখনি আপনার ট্রেড ক্লোজ হয়ে যাবে। এইবার আপনার লিভারেজ যাই থাকুক না কেন।

তাই ট্রেড করার পূর্বে চিন্তা করে নিন আপনার মূলধন কত এবং সেই অনুপাতে কত লিভারেজ নিলে আপনি নিরাপদে ট্রেড চালিয়ে যেতে পারবেন। (উল্লেখ্য এই বিষয়টি বোঝার জন্য আপনাকে মানি ম্যানেজমেন্ট লেসনটি পড়তে হবে)।

### রোলওভার:

হল কোন একটা পজিশন (অর্ডার) এর একদিনের বেশি মেয়াদকালে পরবর্তী সময়ের প্রাণ্ট বা পদত্ব লাভ। ফরেক্স মার্কেটে প্রতিটি মুদ্রা একটি নির্দিষ্ট ইন্টারেন্স হারের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। আপনার ট্রেড গুলো শুধুমাত্র দুটি কারেন্সির মাধ্যমেই ঘটে না বরং এর ভেতর দুটি ভিন্ন ভিন্ন ইন্টারেন্স রেইট ও কাজ করে। এই ইন্টারেন্স রেইটে আপনাকে ইন্টারেন্স দেওয়া বা নেওয়া হবে (১ বছর) ৩৬৫ দিন হিসেবে আপনার ট্রেডটি যতদিন রোলভার হবে ততদিনের জন্য।



#### বায় রোলওভারঃ

আপনি ইন্টারেস্ট লাভ করবেন যদি আপনি হায়ার ইন্টারেস্ট রেইট এর কারেন্সি ক্রয় করেন।

আর আপনাকে ইন্টারেস্ট দিতে হবে যদি আপনি লাওয়ার ইন্টারেস্ট রেইট এর কারেন্সি ক্রয় করেন।

#### সেল রোলওভারঃ

আপনি ইন্টারেস্ট লাভ করবেন যদি আপনি হায়ার ইন্টারেস্ট রেইট এর কারেন্সি বিক্রয় করেন।

আর আপনাকে ইন্টারেস্ট দিতে হবে যদি আপনি লাওয়ার ইন্টেরেস্ট রেইট এর কারেন্সি বিক্রয় করেন।

**উদহারনঃ** যখন আপনি EUR/ USD কারেন্সি পেয়ার এ USD এর বিনিময়ে EUR বায় করেন। EUR এর ইন্টারেস্ট রেইট যদি 4. 00% হয় এবং USD এর ইন্টারেস্ট রেইট যদি 2. 25% হয় তাহলে আপনি হাই ইন্টারেস্ট রেইট এ বায় করার মাধ্যমে ইন্টারেস্ট পাচ্ছেন।

ঠিক একইভাবে আপনি যখন EUR সেল করছেন তখন হাই ইন্টারেস্ট রেইট এ সেল এর কারণে আপনাকে ইন্টারেস্ট দিতে হবে বাংসরিক হারে যতদিন রোলওভার করবেন ততদিনের জন্য।

## অধ্যায় ২.৪

### অর্ডার টাইপ, প্রফিট

#### অর্ডার টাইপ:

ফরেক্সে যত আলোচনা বা যত শিক্ষা সবই কিন্তু ট্রেড করে প্রফিট এর উদ্দেশ্যে। আর এই ট্রেড মানে হল বায় অর্ডার অথবা সেল অর্ডার। ফরেক্স মার্কেটে ক্রয়-বিক্রয় এর ক্ষেত্রে বায় অর্ডার এবং সেল অর্ডার কথাগুলো বেশি রিলেভেন্ট। আমরা কখনও বায় অর্ডার করব কখনও বা সেল অর্ডার করব এটাইতো আমাদের মূল কাজ। আসুন এইবার জেনে নেয় এই অর্ডার গুলো আসলে কিভাবে কাজ করেঃ

ফরেক্সে অর্ডার বলতে বোঝায় আপনি কখন ট্রেডে চুকবেন এবং কখন ট্রেড থেকে বের হবেন। কত প্রফিট করবেন এবং কতটুকু লস মেনে নিবেন ইত্যাদি।

<b>EUR / USD</b>	
Bid	Ask
1.4502	1.4505
Sell	Buy

উপরের কারেন্সি পেয়ারটি খেয়াল করুন,

$$\text{EUR সেল/বিড} = 1.4502 \text{ এবং } \text{USD বায়/আক্ষ} = 1.4505$$

ফরেক্স মার্কেটে প্রত্যেকটি অর্ডার এর মানে হল তার বিপরীত আরেকটি ট্রেড সয়ংক্রিয়ভাবে ওপেন হওয়া। যা আপনার পরিলক্ষিত হবে না। এটাই ফরেক্স এর সিস্টেম। আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি যে আপনি বায় এবং সেল এর মাধ্যমে মূলত একটি কারেন্সি দিয়ে আরেকটি কারেন্সিই সবসময় এক্সচেঞ্জ/বিনিময় করছেন। যেখানে আপনি এবং ব্রোকার দুটি পক্ষ।

#### বিড়:

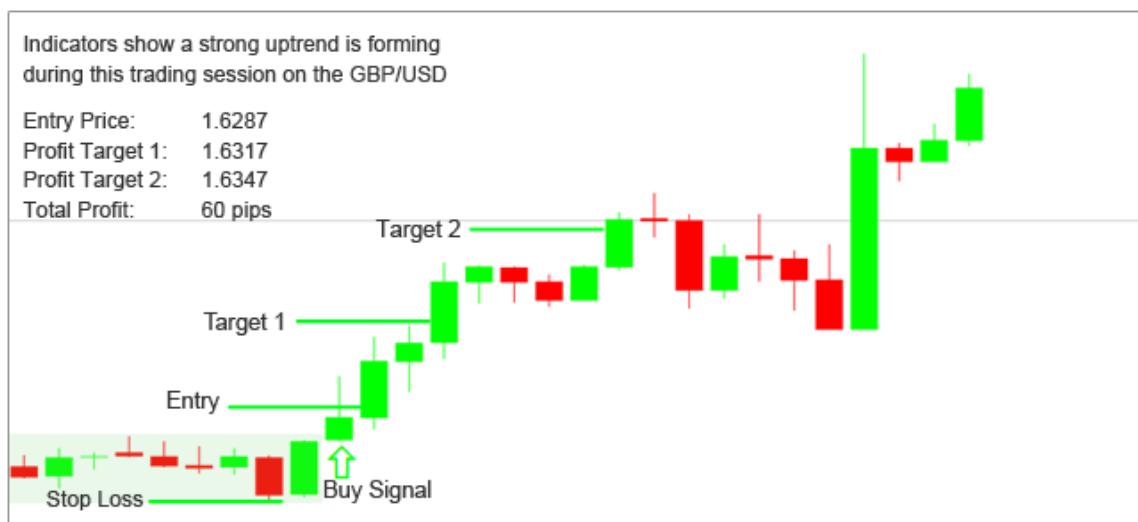
হল বায়ার পয়েন্ট অব ভিউ এবং সেল হল আপনার (ট্রেডারের পয়েন্ট অব ভিউ) অর্থাৎ বায়ার এই রেইটে বায় করতে রাজি আছে আপনি চাইলে এই রেইটে সেল করতে পারবেন।

### আক্ষঃ

আবার আক্ষ হল বায়ার পয়েন্ট অব ভিট এবং বায হল আপনার (ট্রেডারের পয়েন্ট অব ভিট) অর্থাৎ বায়ার এই রেইটে সেল করতে রাজি আছে আপনি চাইলে এই রেইটে বায করতে পারবেন।

### বায অর্ডার প্রফিটঃ

আপনি যখন বায অর্ডার দেন তার মানে হল কৌণ্ট কারেন্সি সেল করে বেস কারেন্সি ক্রয় করছেন। বিষয়টি নিপুনভাবেই ঘটবে। উপরের কারেন্সি পেয়ারটি মতে, আপনি বায অর্ডার দিয়েছেন অর্থাৎ, ১ ইউনিট বেস কারেন্সি কেনার জন্য আপনি ১.৪৫০৫ পরিমান কৌণ্ট কারেন্সি (ডলার) দিচ্ছেন।



পরবর্তীতে দেখলেন প্রাইস ভেলু বেড়ে ১.৪৬০৫ উঠেছে তখন আপনি ট্রেডটি ক্লোজ করে দিলেন অর্থাৎ আপনি বেস কারেন্সি সেল করে ঐ পরিমান কৌণ্ট কারেন্সি ক্রয় করছেন। ১ EUR ১.৪৫০৫ ডলারে কিনে ১.৪৬০৫ ডলারে ক্রয়কৃত দামের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করলেন এবং ১০০ পিপস প্রফিট করলেন।

### সেল অর্ডার প্রফিটঃ

আপনি যখন সেল অর্ডার দেন তার মানে হল বেস কারেন্সি সেল করে কৌণ্ট কারেন্সি রিসিভ করছেন। এখানেও বিষয়টি নিপুনভাবে ঘটে। ধরি, এই মুহূর্তে EUR/ USD মার্কেটে প্রাইস ১.৪৫০২, আপনি বুঝতে পারলেন আগামী কয়েক ঘন্টার মধ্যে এই প্রাইস আরো কমবে। এখন আপনি লাভ করতে চান, তাহলে EUR/ USD সেল মোডে অর্ডার করুন, সেল এর মানে হল আপনি EUR সেল করে USD ক্রয় করছেন, তাহলে ১ EUR সেল করে আপনি পাচ্ছেন ১. ৪৫০২ ডলার।



পরবর্তীতে যখন প্রাইস কমে গিয়ে ১.৮৪০২ এ নেমে আসলো তখন আপনি ট্রেড ক্লোজ করে দিন। ট্রেড ক্লোজ করার মানে হল আপনি আপনার ডলারগুলো সেল করে সেই পরিমাণ EUR কিনে নিলেন। তাহলে পতন হল ১০০ পিপসের অর্থাৎ আপনি কয়েক ঘণ্টা আগে ১ EUR সেল করে পেলেন ১.৮৫০২ ডলার আর এখন সেই ১ EUR কেনার জন্য আপনাকে দিতে হল তার চেয়ে কম ১.৮৪০২ ডলার।

### টেইক প্রফিট (TP)/স্টপ লস(SL):

আপনি যদি কোন ট্রেড ম্যানুয়াল ক্লোজ না করে আটোমেটিক ভাবে ক্লোজ করতে চান তখন আপনি টেইক প্রফিট বা স্টপ লস ব্যাবহার করতে পারেন।

মনে করুন আপনি একটি বায় ট্রেড ওপেন করেছেন ১.৩৫০০ এই ট্রেড থেকে যদি আপনি ৫০ পিপস প্রফিট করেন তাহলে আপনাকে ১.৩৫৫০ আসার পর ক্লোজ করতে হবে, এখন এমন অবস্থা যে আপনি ট্রেডের সামনে ও বসে থাকার মত সময় নাই ঠিক তখন আপনাকে ট্রেডটি মডিফাই করে ১.৩৫৫০ তে সেভ করে দিতে হবে, ব্যাস এইবার আপনাকে আর ম্যানুয়াল ট্রেডটি ক্লোজ করতে হবে না, প্রাইস যখন ই আপনার টার্গেট রেইট টাচ করবে ট্রেডটি ৫০ পিপস প্রফিট নিয়ে নিজে ক্লোজ হয়ে যাবে।

ঠিক একই ভাবে আপনি চিন্তা করলেন যে আপনার ট্রেডটি যদি লস এ যায় তাহলে ৩০ পিপস লস করে তা আটোমেটিক ক্লোজ হয়ে যাক, সেইক্ষেত্রে ও আপনাকে ট্রেডটি মডিফাই করে আপনার ওপেন রেইট থেকে কমিয়ে অর্থাৎ ১.৩৪৭০ তে সেইভ করে দিতে হবে।

আপনার সেল অর্ডার এর ক্ষেত্রে একইভাবে প্রফিট এর জন্য ওপেন প্রাইস এর নিয়ে টেইক প্রফিট সেট করুন এবং ওপেন প্রাইস এর উপরে স্টপ লস সেট করুন।

### পেন্ডিং অর্ডারঃ

হল পুরপুরি স্বয়ংক্রিয় ভাবে আপনার ট্রেড টি ওপেন সহ টেক প্রফিট, স্টপ লস এবং ক্লোজ সবকিছুই আটোমেটিক ভাবে করা।

বেসিক কনসেপ্ট তো পেয়ে গেলেন আসুন এইবার একটু প্রাকটিকেল ফিল্ড থেকে ঘুরে আসি। এখন দেখাবো কিভাবে একটি ডেমো আকাউন্ট ওপেন করে এতক্ষণ যা শিখলেন তার বাস্তব রূপটা দেখে নেওয়া।

ও বলতে ভুলে গিয়েছি, ডেমো আকাউন্ট হল পুরোপুরি আপনার একটা রিয়েল আকাউন্ট এর সমরূপ পার্থক্যটা হল ডেমো আকাউন্টে আপনি ভার্চুয়াল মানি দিয়ে ট্রেড করতে পারবেন। আর রিয়েল একাউন্টে আপনাকে রিয়েল মানি দিয়ে ট্রেড করতে হবে।

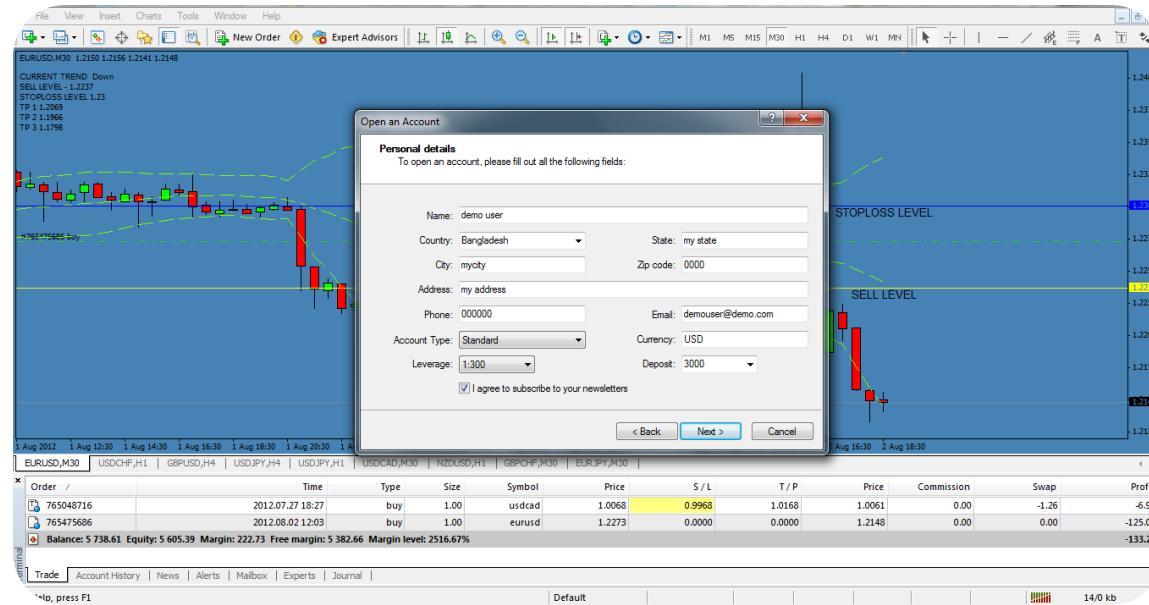
তবে যারা ফরেক্সে নতুন পা দিয়েছেন তাদের প্রতি অনুরোধ ভুলেও প্রথম অবস্থাই রিয়েল মানি দিয়ে ট্রেড করতে যাবেন না। ভালো ভাবে বিষয়টি জেনে মিনিমাম ৩ মাসের একটা ভালো অনুশীলন এবং প্র্যাকটিকেল অভিজ্ঞতা না নিয়ে রিয়েল ট্রেড করবেন না। মোটকথা যতক্ষণ বা যতদিন পর্যন্তও আপনি ডেমো একাউন্টে এভারেজে প্রফিট রাখতে পারছেন না ততদিন পর্যন্ত রিয়েল মানি দিয়ে ট্রেড করা থেকে বিরত থাকুন।

## অধ্যায় ২.৫

### ডেমো একাউন্ট ট্রেডিং

ডেমো ট্রেড আর রিয়েল ট্রেড যে ট্রেডই করুন না কেন আপনার ট্রেডিং ফ্লাটফর্ম বা মেটা ট্রেডার সফটওয়্যার টি লাগবেই। মেটা ট্রেডার হল ট্রেডের মূল হাতিয়ার। আপনার সবকিছুই এই সফটওয়্যারের একটা একাউন্ট এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে। যে কোন ব্রোকারের মেটা ট্রেডার সফটওয়্যারটি ডাউনলোড করে ইন্সটল করে নিন।

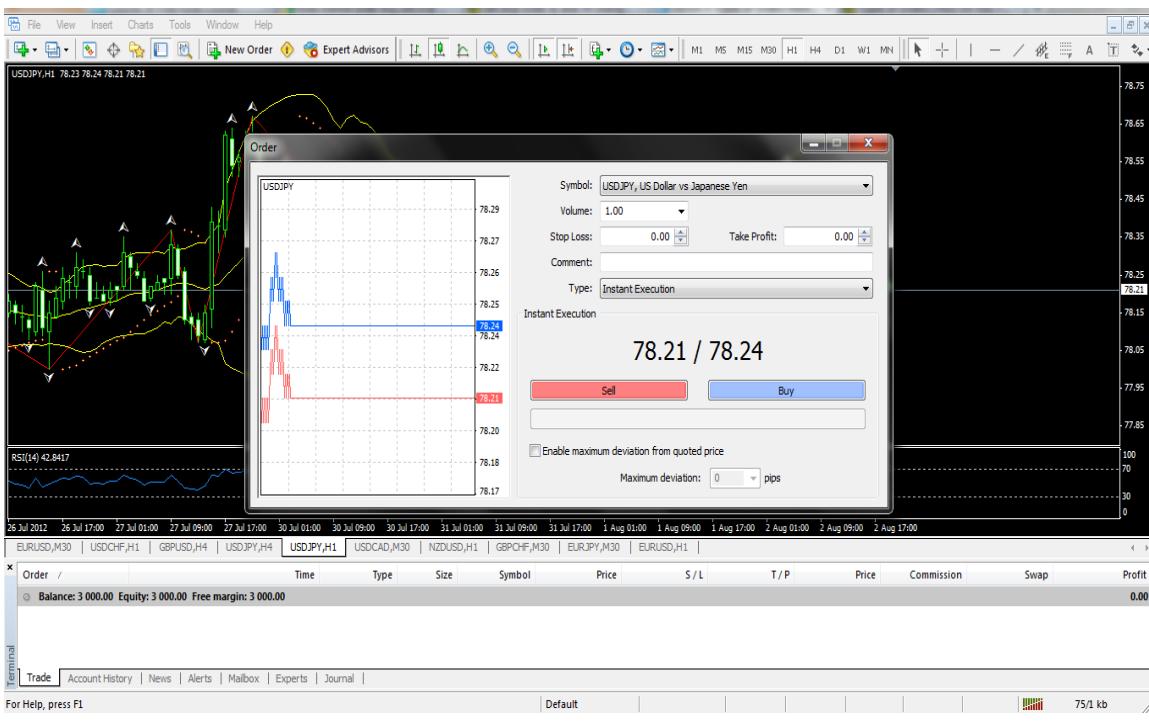
মেটা ট্রেডার সফটওয়্যার টি ওপেন করার পর ফাইল মেনু থেকে Open An Account এ ক্লিক করে আপনার personal Details সহ প্রয়োজনীয় ইনফরমেশন দিন



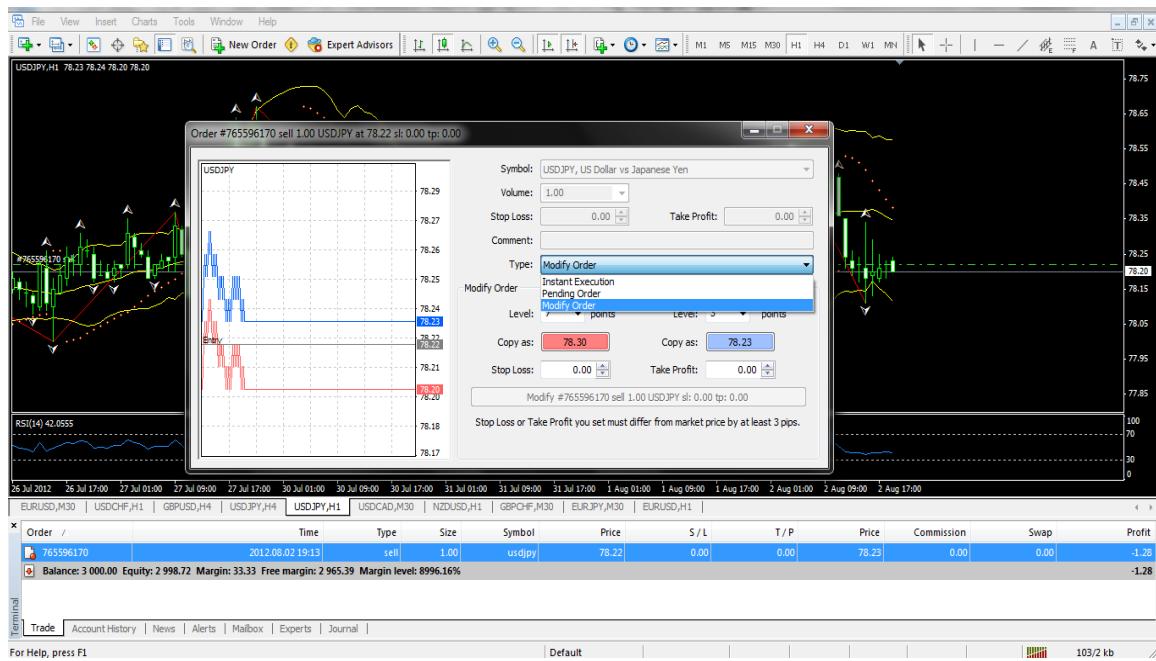
Next ..... Next দিয়ে আপনার লগইন নেইম এবং পাসওয়ার্ড সংরক্ষণ করে Finish দিন।

আপনি যে পরিমান ভার্চুয়াল মানি সিলেক্ট করেছেন সেই পরিমান মানি সহ একটি একাউন্ট তৈরি হয়েছে।

এইবার নতুন কোন ট্রেড ওপেন করতে টুলবার থেকে New Order সিলেক্ট করুন ...



দেখবেন নিচের অংশে Order প্যানেল এ আপনার নির্দিষ্ট ট্রেডটি ওপেন হয়েছে , এইবার ট্রেড মডিফাই করতে আপনার ওপেন ট্রেড এর উপর ডাবল ক্লিক করুন .....



এখানে Type অপশন থেকে Modify Order সেলেক্ট করে টেইক প্রফিট, স্টপ লস সেট করে বড় হলুদ বাটনে ক্লিক করার মাধ্যমে সেইভ করুন।

ম্যানুয়ালি ট্রেড ক্লোজ করতে ও ট্রেড এর উপর ডাবল ক্লিক করে বড় হলুদ বাটনে ক্লোজ করার মাধ্যমে ট্রেড ক্লোজ করতে পারবেন।

**লং :**

আপনি যদি মনে করেন যে বেস কারেন্সির বর্তমান দাম থেকে আরো বাঢ়বে তখন আপনি বায় অর্ডার দিতে পারেন অর্থাৎ আপনি কৌণ্ট কারেন্সি বিক্রি করে দিয়ে বেস কারেন্সি ক্রয় করলেন। মানে লং অর্ডার করলেন। আবার দাম বাঢ়ার পর বেশি দামে বিক্রি করে প্রফিট করে নিলেন। বায় এর আরেকটি নাম হল লং। Buy = Long

### শর্টঃ

ঠিক একইভাবে আপনি যদি বোবেন বেস কারেন্সির বর্তমান দাম আরো কমে যেতে পারে তখন আপনি সেল অর্ডার দিবেন। অর্থাৎ আপনি বেস কারেন্সি বিক্রি করে দিয়ে কৌণ্ট কারেন্সি বায় করলেন। এবং কম দামে বেস কারেন্সি ক্রয় করে প্রফিট করে নিলেন। সেল এর আরেকটি নাম হল শর্ট। Sell = Short.

তাহলে ফলাফল হল যে, বায় অর্ডার করে দাম বৃদ্ধিতে আপনি প্রফিট করবেন এবং দাম কমে গেলে আপনি লস করবেন। বিপরীতভাবে সেল অর্ডার করলে দাম কমলে আপনি প্রফিট করবেন এবং দাম বাঢ়লে আপনি লস করবেন।

## অধ্যায় -৩.১

### ফান্ডামেন্টাল এনালাইসিস, ইকোনমিক ডাটা

#### ট্রেডিং এনালাইসিস

##### **ভূমিকাঃ**

ফরেক্স মার্কেটের বেসিক টার্ম শেখা শেষে এখন জানা দরকার যে কিভাবে আপনি বুঝবেন মার্কেট এখন আপ এ যাবে কিংবা ডাউন এ যাবে, আন্দাজ বা ধারণা করে তো আর ট্রেড করা যাবে না। তাই যদি হত তাহলে এত শিখারই বা কি দরকার। অর্থাৎ আমি বোঝাতে চাইছি আপনি কোন ট্রেড ওপেন করার আগে তার একটি ভালো ইফেক্টিভ বিশ্লেষণ করে নিতে হবে যেন আপনার অর্ডারটি পজেটিভ হয়। আর ফরেক্স মার্কেটে আপনি যত ভালো ট্রেন্ড বিশ্লেষক হতে পারবেন ততই ভালো প্রফিট করে নিতে পারবেন বা লসে পড়বেন না। আপনার প্রত্যেকটি অর্ডার আর পেছনে একটি ভালো গবেষণা থাকতে হবে। তখনই আপনি একজন ভালো ট্রেডার হতে পারবেন। যাই হোক আর কথা বাঢ়াচ্ছি না। ফরেক্স মার্কেটে মূলত এনালাইসিস এর জন্য অনেক পদ্ধতি আছে। আমরা একে একে পদ্ধতি গুলো আলোচনা করবো।

ফরেক্স এ ২ ধরণের এনালাইসিস এর মাধ্যমে আপনি ট্রেডিং শুরু করতে পারেন।

- ১। ফান্ডামেন্টাল এনালাইসিস
- ২। টেকনিক্যাল এনালাইসিস

ফান্ডামেন্টাল এবং টেকনিকেল এনালাইসিস এর মধ্যকার পার্থক্যটা খুব সিম্পল। ফান্ডামেন্টাল এনালাইসিসে প্রাইস যদি কোন নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট একটি ডি঱েকশনে যায় তখন টেকনিকেল এনালাইসিস বলতে পারে ঐ প্রাইস এর ফাইনাল বা পরবর্তী মুভ কি হতে পারে। অনেকে প্রশ্ন করে যে কোন এনালাইসিসে ট্রেড করবো? বিষয়টিকে আলাদা না করে বরং দুটি মেথডকে একসাথে অর্থাৎ কম্বিনেশন করে ট্রেড করুন তাহলে আপনার ট্রেড হবে অনেক শক্তিশালী।

#### ফান্ডামেন্টাল এনালাইসিসঃ

##### **ফান্ডামেন্টাল এনালাইসিসঃ**

এককথায় ফান্ডামেন্টাল এনালাইসিস হল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণে ভবিষ্যৎ কারেন্সি প্রাইস ভেলু নির্ধারণ বা অনুধাবন করার একটি পক্রিয়া। আরো সহজ করে বলা যেতে পারে, কোন একটি দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে ঐ দেশের কারেন্সি ভেলুর যে পরিবর্তন ঘটে এবং তা বিশ্লেষণ বা বের করার যে একটি উপায় তা-ই হল ফান্ডামেন্টাল এনালাইসিস।

ফান্ডামেন্টাল এনালাইসিসের মূল মন্ত্র হল ভালো অর্থনীতিতে কারেন্সি ভেলু বাড়বে এবং খারাপ অর্থনীতিতে ভেলু কমবে, যেমনঃ ইন্টারেন্স্ট রেইট, এমপ্লয়মেন্ট সিচুয়েশন, ট্রেড ব্যালেন্স, বাজেট, ট্রেজারি বাজেট এবং গ্রস ডোমেস্টিক প্রডাক্ট ইত্যাদির ভিত্তিতে প্রভাবহীন হল বিভিন্ন ধরনের ফান্ডামেন্টাল ইস্যু। আরো যেসব বিষয় ফান্ডামেন্টাল এনালাইসিসের আওতায় পড়ে সেগুলো হলঃ

- গভর্নেন্ট ক্রাইসিস।
- সরকার বা মন্ত্রী পরিষদের বড় কোন পরিবর্তন।
- দেশের অর্থনৈতিক সূচক প্রকাশনায়।
- আন্তর্জাতিক দম্পত্তি।
- ইলেকশন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়।
- প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা।

ফান্ডামেন্টাল এনালাইসিসের জন্য খুব বেশি সন্ধিহান না থেকে দু-তিনটি বিষয় ব্যাবহার এবং বিবেচনায় আপনি সহজে এই এনালাইসিস করতে পারেন। সেগুলো হলঃ

### ইকোনমিক ডাটাঃ

আসুন এইবার পরিচিত হই কিছু ইকোনমিক ডাটা লিস্ট এর সাথে যেসব ডাটা রিপোর্ট পাবলিশে মার্কেটের উপর বিভিন্ন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এবং রেগুলার নিউজ ট্রেডিং এ এই ধরনের রিপোর্ট এর উপর ভিত্তি করে আপনি মার্কেট অস্থিতিশীলতা বা মার্কেট ভলাটিলিটি বুঝে রিক্ষ ক্রী ট্রেড করতে পারবেন। আরেকবার বলে নেয় ফান্ডামেন্টাল এনালাইসিস হল দেশের বিভিন্ন অবস্থা প্রেক্ষাপটে অর্থনীতিতে এর ইমপ্যাক্ট কেমন হতে পারে তার একটি পক্ষিয়া। তাই আপনার কাছে যত বেশি ইকোনমিক ডাটা থাকবে মার্কেটের গতিবিধি সম্পর্কে আপনি ততই প্রস্তুত থাকবেন। এই মুহূর্তে সবগুলো ডাটা হয়ত অপ্রয়োজনীয় লাগতে পারে তবে রেগুলার বেসিসে যদি সব গুলো মাথায় রাখতে পারেন তাহলে এর উপকারিতা আপনি নিজেয় বুঝতে পারবেন।

### ১। Industrial production (world):

এই রিপোর্টটি প্রকাশে বোঝা যায় একটি দেশে নির্দিষ্ট সময়ে ফ্যাক্টরি প্রোডাকশন, মাইন প্রোডাকশন এবং ইউটিলিটি কেমন হয়েছে। কারন প্রডাকশন এর উপরও ইকোনমিক গ্রোথ নির্ভর করে, আর ইকোনমিক গ্রোথ ভালো হলে বুঝতেই পারছেন তা কারেন্সি কে হিট করে।

### ২। Producer price index(PPI):

এটি একটি ইন্ডিকেটর যা প্রডিউসারদের গুডস স্টক লেভেল নির্দেশ করে। প্রডিউসারদের কাছে গুডস এর প্রাইস উর্ধ্বগতি অর্থাৎ কনসুমারদের চাহিদা বৃদ্ধির কারণে ঐ সব পণ্যের সেলিং ইন্টারেন্স্ট রেইট বৃদ্ধি পাওয়ার একটা আশংকা থাকে যা ফরেক্স মার্কেটে কমোডিটি যেমন, গ্যাস, ওয়েল এবং গোল্ড সহ বিভিন্ন কমোডিটি প্রোডাক্টের রেইট এর পরিবর্তন করে।

### ৩। Productivity (world):

এটি নির্দেশ করে যে ইনপুট এর তুলনায় প্রোডিউসড প্রোডাক্ট বা সার্ভিস রেইট কেমন। যদি প্রোডিউসড ভালো হয় তারমানে ঐ প্রোডাক্ট এর গ্রোথ ভালো এবং তা মার্কেটে বড় কোন তারতম্য তৈরি না করেই মুভ করবে।

### ৪। Business inventories (world):

এই রিপোর্টটির মাধ্যমে বোৰা যায় যে নির্দিষ্ট একটি সময়ে কি পরিমান প্রোডাক্ট প্রোডিউসড হয়েছে, কি পরিমান সেল হয়েছে এবং ভবিষ্যৎ বিক্রির জন্য কি পরিমান আছে। অর্থাৎ মার্কেট চাহিদা বোৰা যায় এবং তার উপর ভিত্তি করে রেইট উঠানামার হার পরিবর্তন হয়।

৫। Durable goods (US): এই রিপোর্টটি মার্কেটে প্রোডাক্টের মেয়াদকাল তথা স্থায়িত্ব নির্দেশ করে, শেষ তিন-বছরের জরিপে মোট বিক্রয় হার কেমন ছিল। অর্থাৎ এটি নির্দিষ্ট একটি সময়ে প্রোডাক্ট প্রুণ্ডি এবং কনসুমার কনফিডেন্স এর রেকর্ড নির্ধারণ করে দেয় যাতে করে পরবর্তী সেল রেইট বা মার্কেট রেসপন্স বোৰা যায়।

৬। Jobless claims (US): এটি সাংগ্রাহিক মোট বেকারত্তের হার নির্ধারণ রিপোর্ট করে। যে নিউজটি অতি বৃহস্পতি রিলিস হয়।

৭। Leading economic indicator index (world): জাপান এর অর্থনীতিতে সেবা খাতের কর্মক্ষমতা পরিমাপ করে।

৮। TIC Data (US): মার্কিন সম্পত্তির পরিমান এবং মার্কিন বিদেশী গোষ্ঠীর পরিমান নির্ধারণ করে।

৯। G7 meeting (world): এটি একটি মিটিং রিপোর্ট যা বিশ্বের ৭ টি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনীতি যেমন কারেন্সি ইস্যু সহ বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন অর্থনীতি সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

১০। Oil prices (world) এই রিপোর্টটিতে ইউ. এস কারেন্সির সাথে নেগেটিভ কো-রিলেটেশন সম্পর্কিত কারেন্সি গুলোর তথ্য প্রকাশ করা হয়। যেমন ফরেক্স মার্কেটে অয়েল প্রাইস মুভমেন্ট আপ হলে ইউ. এস. ডি'র মুভমেন্ট ডাউন হয়।

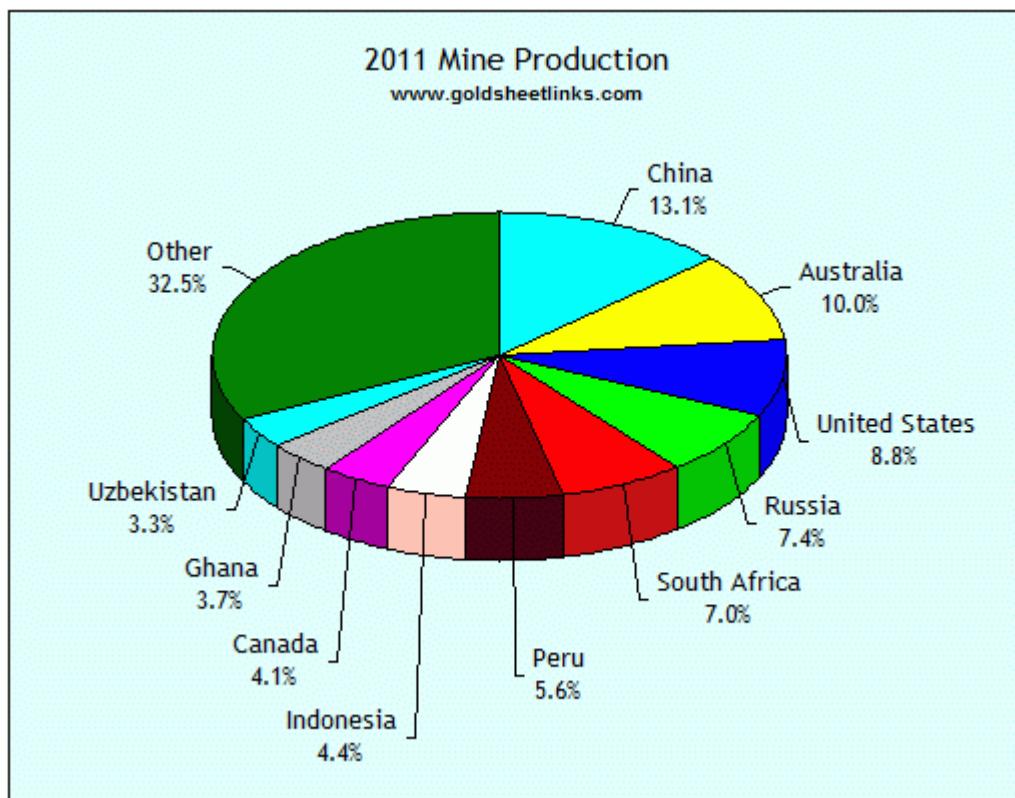
উপরোক্ত ইকোনমিক ডাটা গুলো রিলিসে মার্কেট প্রাইস আর তারতম্য ঘটে কারেন্সি ভেদে, ফরেক্স মার্কেটের সেন্টিমেন্টাল বুঝো ট্রেড করার জন্য এই ডাটা রিপোর্ট গুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

## অধ্যায় -৩.২

### গোল্ড এবং অয়েল ফান্ডামেন্টাল ফেস্টেইন:

ফরেক্স মার্কেটে গোল্ড এবং অয়েল এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। কারণ এই দুটি কমোডিটিস ফরেক্স মার্কেটে ট্রেডিং সিদ্ধান্ত গ্রহণে নেতৃত্বান্বিত নির্দেশক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

গোল্ড: নিচের চিত্রটি দেখুন...



বিভিন্ন দেশের মাইন প্রোডাকশনে ২০১১ সালের জরিপে এককভাবে চীন এগিয়ে আছে এবং দ্বিতীয় স্থান দখল করে আছে অস্ট্রেলিয়া এবং তৃতীয় হচ্ছে ইউ. এস। এভাবে বিভিন্ন বছর বিভিন্ন দেশের প্রোডাকশন সেই দেশের কারেন্সিকে হিট করে। লক্ষ্য করবেন, বেশিরভাগ সময়ে ইউ. এস GOLD এর বৃহৎ উৎপাদনকারী দেশ থাকা সত্ত্বেও GOLD এর সাথে USD এর বিপরীত সম্পর্ক থাকে। এর পেছনে মূল কারণ হচ্ছে GOLD'র প্রাইস সবসময় USD'র বিপক্ষে নির্ধারণ করা হয়। এছাড়া আরো আকর্তি কারণ

হচ্ছে মাঝে মাঝে ইনভেস্টররা তাদের কেপিটেল কে USD থেকে GOLD এ স্থানান্তর করে রাখতে বেশি নিরাপদ মনে করে।

### অয়েলঃ

সাধারণভাবে আমরা জানি অয়েল/তেল এর মূল্য বৃদ্ধিতে বিশেষ করে ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট বেড়ে যায়। সাথে সাথে ফিনিশড প্রোডাক্ট যেমন ইউটিলিটি এবং হিটিং কস্ট ও বাড়ে। যার প্রভাব বিশেষ করে তেল নির্ভর অর্থনীতির দেশ যেমন মার্কিন যুনিয়ন, চীন, ভারত ও অন্যান্য উন্নত দেশের উপর পড়ে। কিন্তু ব্যতিক্রম হল কানাডা যা বিশের দ্বিতীয় বৃহত্তম তেল মজুদকারী দেশ এবং নিট অয়েল রপ্তানিকারক যার কারণে অয়েল প্রাইস এর সাথে কানাডিয়ান ডলারের একটি ইতিবাচক সম্পর্ক দেখা যায় যা অনন্য উন্নত দেশের মধ্যে দেখা যায় না।

এতক্ষণ যে বিষয়গুলো শিখলেন তার একটি টোটাল রূপ হল ইকোনমিক ক্যালেন্ডার, আসুন এইবার ইকোনমিক ক্যালেন্ডার দিয়ে কিভাবে ফান্ডামেন্টাল ইস্যু গুলো বুঝতে পারবেন তা দেখা যাক।

## অধ্যায় -৩.৩

### ইকোনমিক ক্যালেন্ডার এনালাইসিস

হল বিভিন্ন ঘটনা নির্ণয়ে মার্কেট মুভিং এর সম্ভাব্য প্রতিফলন বা ফলাফল তথ্য। এই ক্যালেন্ডারে সময় অনুযায়ী নির্দিষ্ট কোন ইভেন্টের ইফেক্ট কি হয় এবং হতে পারে তার একটি রিপোর্ট প্রদান করে। যা দেখে ট্রেডাররা বুঝতে পারে যে পরবর্তী মার্কেট ট্রেন্ড কি হতে পারে এবং সে অনুযায়ী তারা মার্কেটে প্রবেশ করে। এই ক্যালেন্ডারে সময় সময়ের বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন ইভেন্টের ফোরকাস্ট করা হয়।

ইকোনমিক ক্যালেন্ডার তৈরি করেন অভিজ্ঞ ইকোনমিস্টসরা, এই ডাটায় পূর্ববর্তী মাসের ডাটা নিয়ে ফিউচার মার্কেট মুভমেন্ট এর একটি ফোরকাস্ট প্রদান করা হয়।

ইকোনমিক ক্যালেন্ডারের মূল পয়েন্টগুলো হলঃ

Date — Time — Currency — Data Released — Actual — Forecast — Previous

### কিভাবে ইকোনমিক ক্যালেন্ডার রীড করবেন ?

আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে আপনি যে কারেন্সি নিয়ে ট্রেড শুরু করতে যাচ্ছেন সে সময়ে ঐ কারেন্সি'র কোন হাই ইস্পেক্ট নিউজ আছে কিনা, একচুয়াল নিউজ রিলিসের সময় মার্কেট অনেক বেশি ভলাটাইল

থাকে। আর মার্কেট ভলাটিলিটি স্ট্রেনথ নির্ভর করে রিলিস নিউজটি কতটা চমকপ্রদ তার উপর। ততক্ষণ পর্যন্ত এই নিউজটি চমকপ্রদ থাকে(Factor of Surprised) যেখানে ট্রেডাররা একচুয়াল রিলিস ডাটার সাথে ফোরকাস্ট কমপেয়ার করে। মিডিয়াম ইমপেস্ট ডাটা একটি হাই ইস্পেস্টে যাওয়া পর্যন্ত বিবেচনায় রাখতে পারেন। এবং বেশির ভাগ সময়ে লো ইস্পেস্ট ডাটা ফরেক্স মার্কেটে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন করে না।

**Previous:** ফরেক্স ক্যালেন্ডারের প্রিভিয়াস কলাম লাস্ট রিলিস ডাটা প্রকাশ করে।

**Forecast:** ডাটা নির্দেশ করে ইকোনমিস্টসদের মার্কেট প্রিডিকশনে আজকের মার্কেট মুভমেন্ট বা মার্কেট ইস্পেক্ট রেইট কেমন।

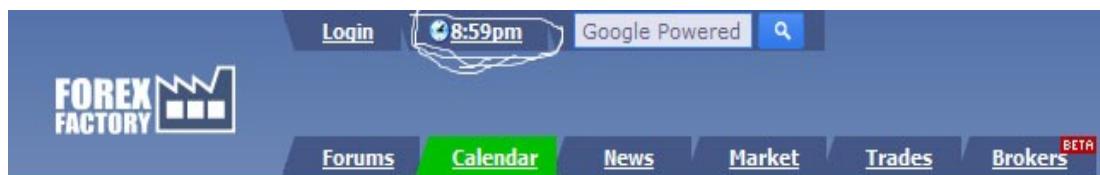
**Actual:** এবং সর্বশেষ একচুয়াল ডাটা আপডেট করা হয়। নিউজ রিলিসের সাথে সাথে মুহূর্তের মধ্যে ফোরকাস্ট ভেলুর সাথে কম্পেয়ার করা হয়। তারপর উক্ত ডাটার পজেটিভনেস এবং নেগেটিভনেস বিচার করে কোন কারেন্সিকে কতটুকু ইস্পেস্ট করছে তা নিশ্চিত করা হয়। এবং ফাইনালি ট্রেডাররা যে যার এনালাইসিস এবং অভিজ্ঞতা দিয়ে সেই ইকোনমিক ডাটা নিয়ে ট্রেডে প্রবেশ করে।

চলুন এইবার একটি ইকোনমিক ক্যালেন্ডার দেখি কিভাবে আপনি এই ক্যালেন্ডার এর মাধ্যমে মার্কেট পাওয়ার বুঝবেন এবং এতক্ষণের আলোচনার বাস্তব প্রমান দেখবেন। উদহারন হিসেবে আমি [www.forexfactory.com](http://www.forexfactory.com) ব্যবহার করছি কারণ এই সাইটটিতে ডাটা প্রেজেন্টেশন খুব সুন্দর ভাবে করা হয়েছে সাথে অনন্য সুবিধাও সাইটটিকে করেছে আরো ইফেক্টিভ।

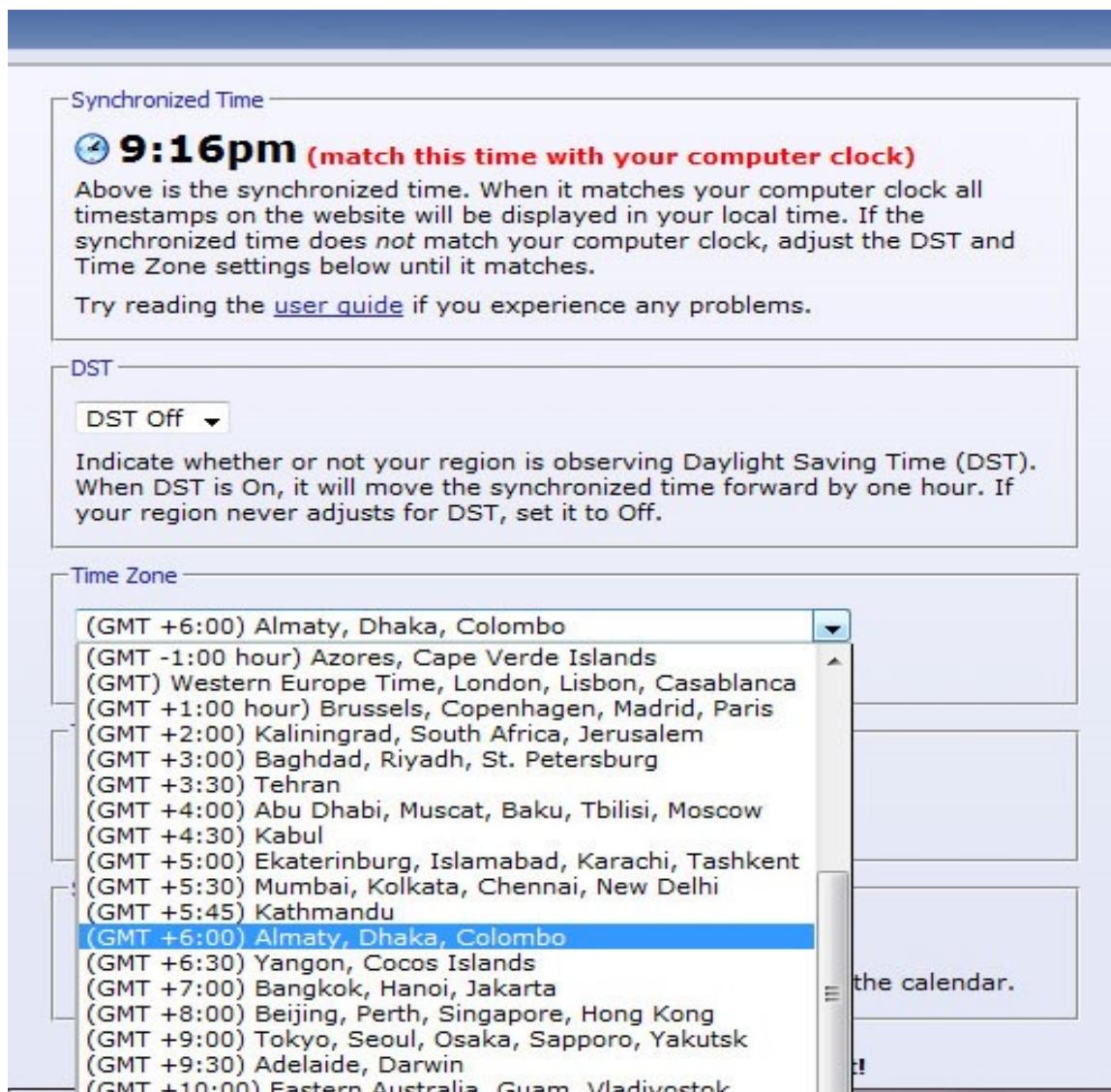
সাইটে প্রবেশ করে ক্যালেন্ডার ট্যাব ক্লিক করলে নিচের চিত্রটি দেখবেন।

This Week: Sep 9 - Sep 15							Up Next	Filter	
	Date	8:59pm	Currency	Impact	Detail	Actual	Forecast	Previous	Graph
Sun Sep 9	7:30am	CNY		CPI y/y		2.0%	2.0%	1.8%	
	7:30am	CNY		PPI y/y		-3.5%	-3.2%	-2.9%	
	11:30am	CNY		Fixed Asset Investment ytd/y		20.2%	20.4%	20.4%	
	11:30am	CNY		Industrial Production y/y		8.9%	9.0%	9.2%	
	11:30am	CNY		Retail Sales y/y		13.2%	13.2%	13.1%	
Mon Sep 10	4:45am	NZD		Manufacturing Sales q/q				-1.8%	
	5:50am	JPY		Current Account			0.39T	0.77T	
	5:50am	JPY		Final GDP q/q			0.3%	0.3%	
	5:50am	JPY		Bank Lending y/y				0.7%	
	5:50am	JPY		Final GDP Price Index y/y			-1.1%	-1.1%	
	7:30am	AUD		Home Loans m/m			0.1%	1.3%	
	Tentative	CNY		Trade Balance			19.7B	25.1B	
	10th-14th	CNY		New Loans			605B	540B	
	10th-14th	CNY		M2 Money Supply y/y			14.1%	13.9%	
	11:00am	JPY		Economy Watchers Sentiment			43.6	44.2	
	11:00am	JPY		Household Confidence			39.6	39.7	
Tue Sep 11	12:45pm	EUR		French Industrial Production m/m			-0.5%	0.0%	
	2:30pm	EUR		Sentix Investor Confidence			-29.6	-30.3	
	1:00am	USD		Consumer Credit m/m			9.1B	6.5B	

ডেইট এবং টাইম অনুসারে এই দিনের কারেণ্সি ইমপ্যাট্চ টাইটেলড করা হয়েছে ডিটেইলস, একচুয়াল, ফোরকাস্ট, প্রিভিয়াস এবং গ্রাফ আর মাধ্যমে। তার আগে আপনাকে আপনার কম্পিউটারের ঘড়ির সাথে এই ওয়েব সাইটের ঘড়ির টাইমটা সেট করে নিতে হবে যাতে করে আপনি যে রিজিওন এ আছেন সেই রিজিওন আর টাইম অনুসারে নিউজগুলো পান, সে জন্য উপরের অংশে টাইমে সিলেক্ট করুন।



এরপর, বাংলাদেশের সাথে সময় মেলানোর জন্য Almaty, Dhaka, Colombo



টাইমজোন থেকে বাংলাদেশ টাইমজোন অর্থাৎ GMT+6 সিলেক্ট করুন এবং DST অফ করে Save Changes এ ক্লিক করে আবার ক্যালেন্ডারে চলে আসুন।

আপনি যখন ক্যালেন্ডারে প্রবেশ করবেন তখনকার সময়ের বা তার পরবর্তী যে কারেণ্সিতে কোন ইমপ্যাক্ট থাকবে তা Impact কলামে ৩টি ভিন্ন কালার আর মাধ্যমে প্রকাশ করবে। যেমনঃ

-  RED Color = High Impact
-  Light Orange Color = Medium Impact
-  Yellow Color = Low Impact

অর্থাৎ এই সময়ে মার্কেট নিউজ প্রকাশের উপর তিনটি ভিন্ন ভিন্ন কালার তিন লেভেলের ইমপ্যাক্ট এর আশা করছে। তাহলে আপনি যে কারেন্সি নিয়ে ট্রেড করার আশা করছেন তার ইমপ্যাক্ট কি তার ডিটেইলস দেখে নিয়ে ট্রেড করতে পারেন। কারেন্সি ইমপ্যাক্ট ডিটেইলস এর জন্য এই কারেন্সির Open Details এ ক্লিক করুন। নিচের চিত্রের মত আসবে...

« This Week: Sep 9 - Sep 15 »					Up Next	Filter																				
Date	9:33pm	Currency	Impact		Detail	Actual	Forecast	Previous	Graph																	
Sun Sep 9	7:30am	CNY		CPI y/y		2.0%	2.0%	1.8%																		
	7:30am	CNY		PPI y/y		-3.5%	-3.2%	-2.9%																		
	11:30am	CNY		Fixed Asset Investment ytd/y		20.2%	20.4%	20.4%																		
	11:30am	CNY		Industrial Production y/y		8.9%	9.0%	9.2%																		
	11:30am	CNY		Retail Sales y/y		13.2%	13.2%	13.1%																		
Mon Sep 10	4:45am	NZD		Manufacturing Sales q/q				-1.8%																		
	5:50am	JPY		Current Account			0.39T	0.77T																		
<b>Specs</b> <small>© Forex Factory</small> <table border="1"> <tr> <td><b>Source</b></td> <td><a href="#">Ministry of Finance (latest release)</a></td> </tr> <tr> <td><b>Measures</b></td> <td>Difference in value between imported and exported goods, services, income flows, and unilateral transfers during the reported month;</td> </tr> <tr> <td><b>Usual Effect</b></td> <td>Actual &gt; Forecast = Good for currency;</td> </tr> <tr> <td><b>Frequency</b></td> <td>Released monthly, about 40 days after the month ends;</td> </tr> <tr> <td><b>Next Release</b></td> <td><a href="#">Oct 9, 2012</a></td> </tr> <tr> <td><b>FF Notes</b></td> <td>The goods portion has no impact because it's a duplicate of the Trade Balance data released about 20 days earlier;</td> </tr> <tr> <td><b>Why Traders Care</b></td> <td>It's directly linked to currency demand - a rising surplus indicates that foreigners are buying more of the domestic currency to execute transactions in the country;</td> </tr> <tr> <td><b>Also Called</b></td> <td>Adjusted Current Account;</td> </tr> </table>					<b>Source</b>	<a href="#">Ministry of Finance (latest release)</a>	<b>Measures</b>	Difference in value between imported and exported goods, services, income flows, and unilateral transfers during the reported month;	<b>Usual Effect</b>	Actual > Forecast = Good for currency;	<b>Frequency</b>	Released monthly, about 40 days after the month ends;	<b>Next Release</b>	<a href="#">Oct 9, 2012</a>	<b>FF Notes</b>	The goods portion has no impact because it's a duplicate of the Trade Balance data released about 20 days earlier;	<b>Why Traders Care</b>	It's directly linked to currency demand - a rising surplus indicates that foreigners are buying more of the domestic currency to execute transactions in the country;	<b>Also Called</b>	Adjusted Current Account;	History	SMQ	Close Detail	Actual	Forecast	Previous
<b>Source</b>	<a href="#">Ministry of Finance (latest release)</a>																									
<b>Measures</b>	Difference in value between imported and exported goods, services, income flows, and unilateral transfers during the reported month;																									
<b>Usual Effect</b>	Actual > Forecast = Good for currency;																									
<b>Frequency</b>	Released monthly, about 40 days after the month ends;																									
<b>Next Release</b>	<a href="#">Oct 9, 2012</a>																									
<b>FF Notes</b>	The goods portion has no impact because it's a duplicate of the Trade Balance data released about 20 days earlier;																									
<b>Why Traders Care</b>	It's directly linked to currency demand - a rising surplus indicates that foreigners are buying more of the domestic currency to execute transactions in the country;																									
<b>Also Called</b>	Adjusted Current Account;																									
					<a href="#">Aug 8, 2012</a>	0.5		0.77T	0.75T	0.28T																
					<a href="#">Jul 9, 2012</a>	0.7		0.28T	0.42T	0.29T																
					<a href="#">Jun 8, 2012</a>	0.8		0.29T	0.62T	0.79T																
					<a href="#">May 10, 2012</a>	0.5		0.79T	0.65T	0.86T																
					<a href="#">Apr 9, 2012</a>	1.2		0.85T	0.66T	0.14T																
					<a href="#">More</a>					<a href="#">Graph</a>																
<b>Related Stories</b>																										
<a href="#">Forex Weekly Outlook September 10-14</a> <small>From forexcrunch.com   29 hr ago   2 comments</small>																										

এখানে এই কারেন্সির বিভিন্ন ফ্লো ডিটেইলস ইনফরমেশন দেখাচ্ছে এবং খেয়াল করুন, Usual Effect কলামে একটি মেজারমেন্ট দেখাচ্ছে, Actual > forecast = Good for Currency; এর মানে হল ফোরকাস্ট ভেঙ্গের চেয়ে যদি Actual বেশি হয় তাহলে তা এই কারেন্সির জন্য ভালো, এইভাবে কিছু কারেন্সি দেখবেন Actual < forecast = Good for Currency; তারমানে হল এই নিউজে যে কারেন্সিকে ইন্ডিকেট করা হয়েছে সেই কারেন্সিটির forecast এর চেয়ে Actual কম হল কারেন্সির জন্য ভালো। আর কারেন্সিটির ভালো বলতে এই কারেন্সিটি এই বায বায পজেটিভ মানে বায ট্রেড করলে প্রফিট হবে। ঠিক বিপরীত ভাবে যখন কন্ডিশন্টি মিথ্যা হয়ে যাবে, যেমন Actual > forecast = Good for Currency; কিন্তু উক্ত নিউজে Actual ভ্যালু forecast চেয়ে কম এসেছে তাহলে উক্ত কন্ডিশন্টি সত্য হয়নি তারমানে এই কারেন্সিটি এখন আর বায ট্রেডের জন্য ভালো নয়, কারেন্সিটি এখন সেল ট্রেডের জন্য ভালো।

এইবার নিচের চিত্রটি খেয়াল করুন।

4:45am	NZD	Trade Balance	X	123M	105M	754M
Specs	© Forex Factory				History	Actual
Source	<a href="#">Statistics New Zealand (latest release)</a>				Forecast	Previous
Measures	Difference in value between imported and exported goods during the reported month;				Apr 29, 2015	631M
Usual Effect	Actual > Forecast = Good for currency;				Mar 25, 2015	315M
Frequency	Released monthly, about 26 days after the month ends;				Feb 26, 2015	83M
					Jan 29, 2015	50M
					Dec 23, 2014	375M
					All More	-162M
						-195M
						-159M
						-48M
						-285M
						-213M
						-550M
						-911M
						Graph

উপরের NZD নিউজটি দেখুন কন্ডিশন দেওয়া আছে, Actual > Forecast = Good for currency; যখন NZD কারেন্সিতে যখন নিউজটি প্রকাশ হয় তখন Forecast করা হয়েছিল 105M এবং নিউজ প্রকাশ এর পর দেখা গেল Actual এসেছে 123M তার মানে এই নিউজে NZD কারেন্সির জন্য যে রূপ আশা করা হয়েছিল তাই হয়েছে। অর্থাৎ Actual ভেলু �Forecast এর চেয়ে বেশি এসেছে, কন্ডিশনটি সত্য হয়েছে তাই তখন NZD/ USD সহ অন্যান্য NZD কারেন্সি গুলো বায় ট্রেড ভালো করেছে।

ফরেক্স ব্রোকার সহ ফরেক্স বিষয়ক ভিবিন্ন ওয়েবসাইটে নানামুখী ফরেক্স ইনফরমেশন পাওয়া যায় সেইজন্য প্রয়োজন নিয়মিত ভাবে ঐ সব সাইট ভিজিট করা এবং বিষয়গুলো ভালোভাবে পড়া। যাহোক এখন তেমন একটি সাইটের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি যেখানে ফান্ডামেন্টাল এবং টেকনিক্যাল বেসিস এনালাইসিসে Dai Iy ফোরকাস্ট সহ Weekly ফোরকাস্ট এর মাধ্যমে আপনাকে সব সময় ফরেক্স মার্কেট এর সাথে আপডেট রাখবে।

[www.forexcrunch.com](http://www.forexcrunch.com) এ গিয়ে Daily মেনু থেকে EUR/USD Daily ক্লিক করুন।

এখানে একনজরে প্রথমে একটি বেসিক ব্রিফিং সহ, আলাদা ভাবে টেকনিক্যাল এবং ফান্ডামেন্টাল এনালাইসিস রিপোর্ট পাবেন। অর্থাৎ টেকনিক্যাল টার্মে ঐ কারেন্সির পরবর্তী মুভমেন্ট লেভেল গুলোর আগাম গতিবিধি নির্ধারণ করে তার ভেলু গুলো দেওয়া হয়েছে চার্ট এর মাধ্যমে।

ফান্ডামেন্টাল এনালাইসিসে টাইম অনুসারে নিউজ Cause সহ এর সম্বন্ধ ইমপ্যাস্ট ভেলু ফোরকাস্ট করা হয়েছে।

এবং সবশেষে ঐ কারেন্সি সম্পর্কে পরবর্তী ভিবিন্ন নিউজ ইস্যু নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যা ঐ কারেন্সির পরবর্তী মার্কেট মুভমেন্ট সম্পর্কে আপনাকে আরো একধাপ এগিয়ে নিবে।

এই ধরণের আরো অনেক সাইট রয়েছে যা বলে শেষ করা যাবে না। মূলত কথা হচ্ছে এ রকম কয়েকটি সাইট এর সাথে রেগুলার টাচ রেখে বিভিন্ন কারেন্সির মুভমেন্ট সম্পর্কে সজাগ থাকলে সফল ভাবে ট্রেড করতে আপনার আর কিছু লাগবে না।

বি. দ্রঃ ইকোনমিক নিউজ ইমপেন্ট → মার্কেট ভলাটিলিটি বৃদ্ধি → ২-৩ মিনিটের মধ্যে হাইস্ট ভলাটিলিটি → এবং পরবর্তী ৫-১০ মিনিটের মধ্যে আন্তে আন্তে কারেকশন।

### অধ্যায় ৪.১

## চার্ট এবং ট্রেন্ড, সাপোর্ট এবং রেসিস্টেন্স

### টেকনিক্যাল এনালাইসিসঃ

হল বিগত দিনের মার্কেট চার্ট পড়ে পরবর্তী মার্কেট মুভমেন্ট কি হতে পারে তা বের করার বা বোঝার একটি পদ্ধতি। ইহা হল বিভিন্ন চার্ট, ট্রেডিং টুল এবং মার্কেট তথ্যের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যৎ মার্কেট মুভমেন্ট কি হবে তার একটি সহজ সার্বজনীন ট্রেডিং পদ্ধতি। এতে করে ট্রেডাররা পূর্বের মার্কেট ডাটা এনালাইসিস করে পরবর্তী ট্রেড করতে পারে। বিশ্বের সব ট্রেডারদের কাছে এই পদ্ধতিটি খুবই জনপ্রিয়। কেউ কেউ এই পদ্ধতিকে ট্রেড উইথ হিস্টরিকেল ডাটা বলে থাকে। বিষয়টা আসলে আমাদের পরীক্ষায় প্রস্তুতি সরূপ, বিগত বছরের প্রশংসনীয় অনুসারে পরবর্তী বছরের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া বা পরীক্ষা দেওয়াটা যেমন ভালো ফলাফলের একটি সহজ পদ্ধতি, টেকনিক্যাল এনালাইসিস ও ট্রেডারদের কাছে এমন একটি ট্রেডিং হাতিয়ার। আশা করি এতক্ষণের আলোচনায় টেকনিক্যাল এনালাইসিস ধারনাটা পেয়ে গেছেন।

টেকনিক্যাল এনালাইসিস ৩ টি বিশেষ নীতির মাধ্যমে কাজ করে থাকে।

- ১। মার্কেট অ্যাকশন
- ২। ট্রেন্ড এ প্রাইস মুভমেন্ট
- ৩। পূর্ববর্তী রেকর্ড

### চার্টঃ

টেকনিক্যাল এনালাইসিস এর ৩ টি জনপ্রিয় চার্ট হলঃ

- ১। লাইন চার্ট
- ২। বার চার্ট
- ৩। ক্যান্ডেলস্টিক চার্ট

তারমধ্যে ক্যান্ডেলস্টিক চার্ট বেশির ভাগ ট্রেডারদের কাছে খুবই জনপ্রিয়। আমরা ক্যান্ডেলস্টিক চার্ট নিয়েই আলোচনা করবো। জাপানিস রাইস ট্রেডার Homma's' কাছ থেকে ক্যান্ডেলস্টিক ধারণাটি ফরেক্স মার্কেটে আসে। যা লম্বালম্বি ভাবে উভয় দিকে একটি রেখা (Stick) সহ বুক এর মাধ্যমে অঙ্কিত একটা ক্যান্ডেল এর মত দেখতে তাই এর নাম করন ক্যান্ডেলস্টিক। এই চার্ট টাইপ এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট

একটি দিনের বা ভিন্ন সময়ের মার্কেট প্রাইস তথা ওপেন, ক্লোজ, হাই এবং লো ইত্যাদি দেখা যায়। এই ক্যান্ডেলিস্টিক চার্ট অনেক রংপের মাধ্যমে অনেক ধরণের মার্কেট মুভমেন্ট ডি঱েকশন দেয়।

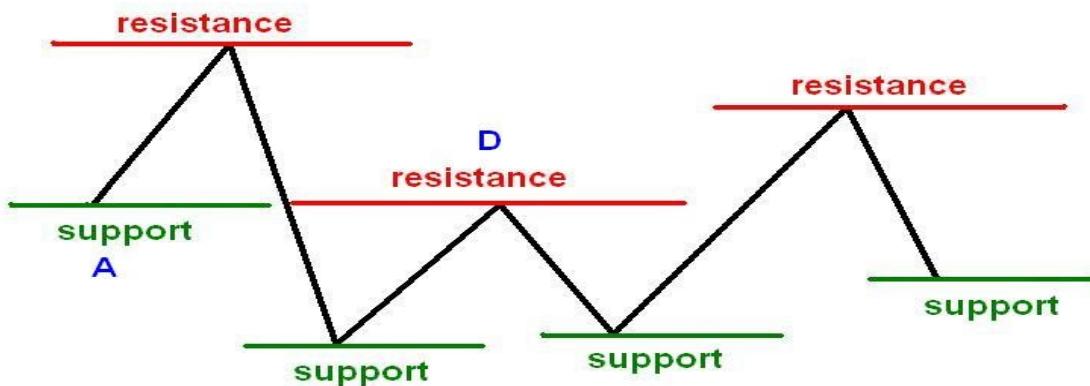
### ট্রেন্ডঃ

হল মার্কেটের একটি স্ব-স্বাভাবিক গতিবিধি (মুভমেন্ট), একটি মার্কেট ট্রেন্ড কখনো স্ট্রেইট (সোজাসুজি) গতিতে চলে না। মার্কেট সব সময় প্রগতিশীল অর্থাৎ কখনো উর্ধ্বমুখী বা কখনো নিম্নমুখী এবং মাঝে মাঝে সমান্তরাল। যদি প্রত্যেক ক্রমানুযায়ী আপ মুভমেন্ট আগের নিম্নমুখী ট্রেন্ডের আরো নিচের দিকে মোড় নিতে শুরু করে তখন মার্কেট এর নিম্নক্রম প্রবন্ধ বলে ধরা যায়। আবার প্রত্যেক ক্রমানুযায়ী ডাউন মুভমেন্ট আগের উর্ধ্বমুখী ট্রেন্ডের আরো উপরের দিকে মোড় নিতে শুরু করে তখন মার্কেট এর উর্ধ্বমুখী প্রবন্ধ বলে ধরে নেওয়া হয়। এটাই আসলে মার্কেটের প্রকৃত চিত্র।

### সাপোর্ট এন্ড রেসিস্টেন্সঃ

টেকনিকেল এনালাইসিস এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি মৌলিক ধারণা হল সাপোর্ট এবং রেসিস্টেন্স। অর্থনৈতির ভাষায় মার্কেটের চাহিদা এবং যোগানের দুটি মিলিত পয়েন্ট হচ্ছে এই সাপোর্ট এবং রেসিস্টেন্স। ফরেক্স মার্কেট যেহেতু অর্থনৈতির একটি মার্কেট তাই এই ধারণাটি এখানে বেশ মূল্যবান। সঠিক সাপোর্ট এবং রেসিস্টেন্স নির্ধারণ এর মাধ্যমে আপনি বুঝতে পারবেন কখন ট্রেডে প্রবেশ করবেন এবং কখন ট্রেড থেকে বের হবেন এবং কি পরিমান লাভ করবেন কিংবা লস হলেও তা কি পরিমান। অর্থাৎ ট্রেন্ড এনালাইসিস এর মাধ্যমে সাপোর্ট এবং রেসিস্টেন্স লেভেল নির্ধারণের মাধ্যমে সঠিক সময়ে ট্রেড ওপেন এবং ট্রেড ক্লোজ করতে পারবেন।

### সাপোর্ট এন্ড রেসিস্টেন্স লেভেল নির্ধারণঃ



\*\*\*Note that support and resistance zones often switch their zones. Note how the level of support at point A became the line of resistance at point D.

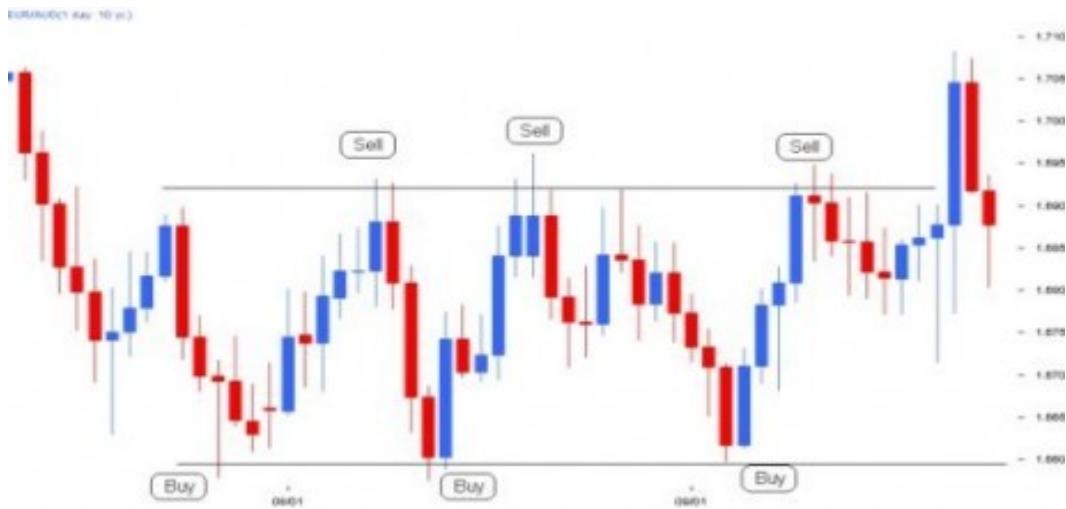
সাপোর্ট এবং রেসিস্টেন্স সবসময় পরিবর্তনশীল কতগুলো লেভেল, যা কখনো একটি লেভেলে স্থির থাকে না। উপরের চিত্রে লক্ষ্য করুন, আপট্রেন্ড মার্কেটের প্রত্যেকটি সর্বোচ্চ চূড়া হচ্ছে এক একটি রেসিস্টেন্স লেভেল এবং ডাউন ট্রেন্ডের সর্বনিম্ন প্রত্যেকটি পয়েন্টই হচ্ছে এক একটি সাপোর্ট লেভেল। আপ মার্কেট ট্রেন্ডে পূর্ববর্তী রেসিস্টেন্স ব্রেক করলে পরবর্তী সাপোর্ট লেভেল রেসিস্টেন্স হিসেবে কাজ করে আবার ডাউন ট্রেন্ড মার্কেটে পূর্ববর্তী সাপোর্ট ব্রেক করলে পরবর্তী রেসিস্টেন্স লেভেল সাপোর্ট হিসেবে কাজ করে।

সাপোর্ট যখন ব্রেক করে প্রাইস তখন আরো কমতে থাকে এই অবস্থায় সেল ট্রেড করে প্রফিট করা যায় আবার রেসিস্টেন্স যখন ব্রেক করে পাইস তখন আরো বাড়তে থাকে ওই অবস্থায় বায় ট্রেড করে প্রফিট করা যায়।

আর সাপোর্ট যখন ব্রেক না করে টাচ করে তখন বায় ট্রেড করে প্রফিট করা যায় এবং রেসিস্টেন্স যখন ব্রেক না করে টাচ করে তখন সেল ট্রেড করা যায়। এই ধরণের ট্রেডকে সুয়িং ট্রেড বলা হয়। অর্থাৎ সুযোগ সন্ধানী ট্রেড।

### রেঞ্জবাউন্ড ট্রেডিং:

যখন একটি নির্দিষ্ট বাউন্ডারি বা এরিয়ার ভেতর মার্কেট মুভমেন্ট তথা ট্রেডিং পরিচালিত হয় তাকে রেঞ্জবাউন্ড টেকনিক বলে। মূলত ৮০% সময়ে এ সিস্টেমে মার্কেট পরিচালিত হতে দেখা যায়। কারণ সবসময় মার্কেট ভলাটিলিটি হাই থাকে না। রেঞ্জবাউন্ড ট্রেডিং অনেক ট্রেডারদের কাছে খুবই জনপ্রিয় একটি মেথড। এই পদ্ধতিতে ট্রেডারকে অবশ্যই ট্রেডিং রেঞ্জ এরিয়া অর্থাৎ দুটি এক্সট্রিম ট্রেডিং লেভেল(সাপোর্ট অ্যান্ড রেসিস্টেন্স) বুঝতে হবে।



উপরের চিত্রটি খেয়াল করুন মার্কেট একটি নির্দিষ্ট এরিয়া অর্থাৎ একটি স্ট্রং সাপোর্ট অ্যান্ড রেসিস্টেন্স এর মধ্যে বাউন্সিং করছে। সাধারণত মার্কেট একটি হাই ভলাটিলিটি শেষে এই ধরণের রেঞ্জে মুভ করতে থাকে। অথবা মার্কেটে যদি কোন স্ট্রং প্রেসার না থাকে তখনও এই ধরণের রেঞ্জিং দেখা যায়।

মার্কেট মুভমেন্ট যখন কোন সাপোর্ট বা রেসিস্টেন্স লেভেল ব্রেক করতে পারে না তখন এই পদ্ধতিতে আপনি বায় অর্ডার করতে পারেন যখন প্রাইস সাপোর্ট লেভেল এর কাছাকাছি এবং সেল করতে পারেন যখন প্রাইস রেসিস্টেন্স লেভেল এর কাছাকাছি। সাপোর্ট লেভেল এর নিচে এবং রেসিস্টেন্স লেভেল এর উপরে ১৫-২০ পিপস স্টপ লস সেট করবেন এবং প্রফিট নিতে পারেন ৩০ পিপস এর মত। অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় ৩-৪টি সাপোর্ট এবং রেসিস্টেন্স বাটনসিং এর পরে তা ব্রেক করে তাই সতর্ক থাকবেন।

## অধ্যায় ৪.২

### ট্রেন্ড লাইন ট্রেডিং

#### ট্রেন্ড লাইন:

ট্রেন্ড সন্তুষ্টকরণ, ট্রেন্ড নিশ্চিত হওয়া এবং ট্রেন্ড ইন্টেন্সিটি পরিমাপের জন্য ট্রেন্ড লাইন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি টুলস। মেটা ট্রেডারের টেক্নিকাল টুল দিয়ে ট্রেন্ডলাইন আঁকতে হয়। সঠিক ট্রেন্ডলাইন ড্র'র মাধ্যমে সঠিক এবং নিখুঁত ট্রেড করতে পারা যায়। ফরেক্স মার্কেটের যেকোন চার্টে আপনি ৩ ধরণের ট্রেন্ড লাইন পাবেন এবং আঁকতে পারবেন।

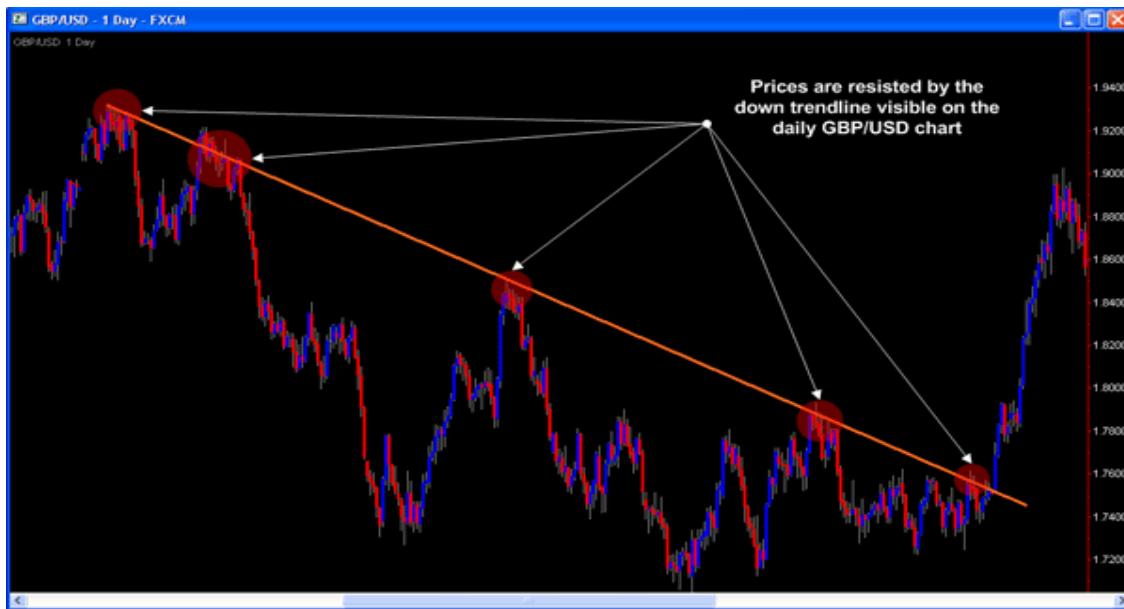
#### ১। আপট্রেন্ড (বুলিশ) লাইন আঁকার নিয়ম:



উর্ধ্বমুখী ট্রেন্ডের দুই বা তার অধিক লো পয়েন্ট গুলোকে একটি লাইন এর মাধ্যমে কানেক্ট করতে হয়। উপরের চিত্রে লক্ষ্য করুন এক দিনের চার্টে উর্ধ্বমুখী ট্রেন্ডে অনেকগুলো Higher Lows কে একটি লাইন এর মাধ্যমে কানেক্ট করা হয়েছে।

## ২। ডাউনট্রেন্ড (বেয়ারিশ) লাইন আঁকার নিয়মঃ

নিম্নমুখী ট্রেন্ডের দুই বা তার অধিক হাই পয়েন্ট গুলোকে একটি লাইন এর মাধ্যমে কানেক্ট করতে হয়। নিচের চিত্রে লক্ষ্য করুন এক দিনের চার্টে নিম্নমুখী ট্রেন্ডে সবগুলো Lower Highs কে একটি লাইন এর মাধ্যমে কানেক্ট করা হয়েছে।



## ৩। সাইডওয়ে ট্রেন্ড (সমান্তরাল)

হল মার্কেটের তেমন কোন মুভমেন্ট ছাড়া সমান্তরাল একটি গতি। ছোট ছোট চেউ এর মত একটি গড় সমান্তরাল মিনি ট্রেন্ড। অনেক ট্রেডাররা সাইডওয়ে ট্রেন্ড এর জন্য অপেক্ষা করে মার্কেটে প্রবেশ করার জন্য, কারণ সাইডওয়ে ট্রেন্ড হচ্ছে পরবর্তী যে কোন লং ট্রেন্ডের টার্ন পয়েন্ট। সাইডওয়ে ট্রেন্ডে সাধারণত ট্রেডিং করে ভালো সুফল পাওয়া যায় না।



### ট্রেন্ড লাইনে কিভাবে ট্রেড করবেনঃ

“The trend is your friend” এই পুরতন কিন্তু অত্যন্ত জরুরী একটি কথা। অর্থাৎ ট্রেন্ড যে দিকের ফলোয়ার আপনি ও সেই দিক ফলো করবেন। ট্রেন্ড লাইন আলাদা কোন টেকনিক নয় বরং আপনি যে সব স্ট্রেটেজি জানেন সেগুলো কার্যত করবেন সঠিক একটি ট্রেন্ড লাইন আঁকার মাধ্যমে। সাপোর্ট এবং রেসিস্টেন্স এ আপট্রেন্ড , ডাউনট্রেন্ড এবং রেঞ্জবাউন্ড সহ সকল অর্ডারকে নিশ্চিত করার জন্য ট্রেন্ডলাইন ব্যবহার খুবই দরকারি।

ট্রেন্ড লাইন আঁকার পর যখন দেখবেন ৩-৪ টি করে টপ-বটম বাউন্সিং করে ফেলেছে তখন অপেক্ষায় থাকবেন ট্রেড রিভার্সেল এর জন্য। অর্থাৎ ট্রেন্ড যখন তার ক্রমাগত গতি থেকে বের হয়ে যায় বা ক্রমাগত গতি পরিবর্তন করে আরেকটি নতুন ট্রেন্ড শুরু করে। আপট্রেন্ড লাইন এরকে সেল করতে পারেন এবং ডাউন ট্রেন্ড লাইন এরকে বায় করতে পারেন। তবে অর্ডার এর আগে নিশ্চিত হয়ে নিন ট্রেন্ড লাইন এক করেছে কিনা।

## অধ্যায় ৪.৩

### চার্ট এনালাইসিস – কন্টিনিউশন চার্ট প্যাটার্ন

#### কিঃ

চার্ট প্যাটার্ন হল ভিত্তি ধরণের চার্ট দেখে তার বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে ট্রেড করা। আরো সহজ করে বললে বলা যেতে পারে, আপনি বার, লাইন বা ক্যান্ডেলস্টিক যে চার্টই ব্যবহার করেন না কেনো মার্কেটের ট্রেন্ড বা প্রাইস মুভমেন্ট এর উপর ভিত্তি করে মার্কেট চার্ট অনেক ধরণের আকৃতিতে (Shape) ধারণ করে এবং প্রতিটি সেইপ এর একটি সন্তাব্য অর্থ থাকে। ফরেক্স মার্কেটে চার্ট এনালিস্টরা এই রকম কিছু স্ট্রেটিজি আবিষ্কার করেছেন যাতে করে একজন ট্রেডার চার্টের আকৃতি বা বিভিন্ন চার্ট ট্রাঙ্কফরমেশন সেইপ দেখে পরবর্তী মার্কেট মুভমেন্ট বা মার্কেট ট্রেন্ড বুঝে ট্রেড করতে পারে। এই পদ্ধতিকেই চার্ট প্যাটার্ন বলা হচ্ছে।

#### বেসিক চার্ট প্যাটার্ন ২ ধরণের

#### কন্টিনিউশন চার্ট প্যাটার্ন:

যে সকল প্যাটার্নে প্রাইস এর ধারাবাহিক মুভমেন্ট থাকে অর্থাৎ বিপরীত না হয়ে একটি ধারাবাহিক পন্থা অবলম্বন করে সেই সব চার্ট প্যাটার্নকে কন্টিনিউশন চার্ট প্যাটার্ন বলা হয়। বিভিন্ন রকমের কন্টিনিউশন চার্ট প্যাটার্ন আছে, কিছু কমন কন্টিনিউশন চার্ট প্যাটার্ন হলঃ

#### ১। অ্যাসেন্ডিং ট্রাইএঙ্গেল (Ascending Triangle):

এই প্রকার প্যাটার্ন সাদৃশ্য হয় যখন একটি রেসিস্টেন্স লেভেলে ত্রিকোণিক বিপরীত দুই বা ততোধিক Higher Lows এর মাধ্যমে একীভূত হয়, এটি টেকনিক্যাল এনালাইসিসের একটি বুলিশ চার্ট প্যাটার্ন। অ্যাসেন্ডিং ট্রাইএঙ্গেল প্যাটার্ন নির্ধারণে ট্রেন্ডলাইনে আঁকতে হয় মিনিমাম দুটি সমান হায়ার প্রাইস লেভেল এর আনভুমিক (হাইজেন্টাল) লাইনে এবং বিপরীত দুয় বা ততোধিক লাওয়ার প্রাইস লেভেল এর মাধ্যমে যা দেখতে একটি ত্রিকোণিক সেইপ এর মত হবে। নিচের চিত্রটি লক্ষ্য করুন...



### কিভাবে ট্রেড করবেন:

অ্যাসেন্ডিং ট্রাইএঙ্গেল প্যাটার্নে ট্রেড করতে আপার হাইজেন্টাল ট্রেন্ড লাইনের ১০ পিপস উপরে বায় অর্ডার করতে পারেন।

### ২। ডিসেন্ডিং ট্রাইএঙ্গেল (Descending Triangle):

অ্যাসেন্ডিং ট্রাইএঙ্গেল এর বিপরীত অর্থাৎ একটি সাপোর্ট লেভেলে ত্রিকোণিক বিপরীত দুই বা ততোধিক Lower Highs এর মাধ্যমে একীভূত হয়। এটি একটি বেয়ারিশ চার্ট প্যাটার্ন। এই প্যাটার্ন লাইন আঁকতে হয় মিনিমাম দুটি সমান লাওয়ার প্রাইস লেভেল এর আনভুমিক (হাইজেন্টাল) লাইনে এবং বিপরীত দুই বা ততোধিক হায়ার প্রাইস লেভেল এর মাধ্যমে যা দেখতে একটি ত্রিকোণিক সেইপ এর মত হবে। নিচের চিত্রটি লক্ষ্য করুন...



### কিভাবে ট্রেড করবেন:

ডিসেন্ডিং ট্রাইএঙ্গেল প্যাটার্নে ট্রেড করতে লাওয়ার হ্রাইজেন্টাল ট্রেন্ড লাইনের ১০ পিপস নিচে সেল অর্ডার করতে পারেন।

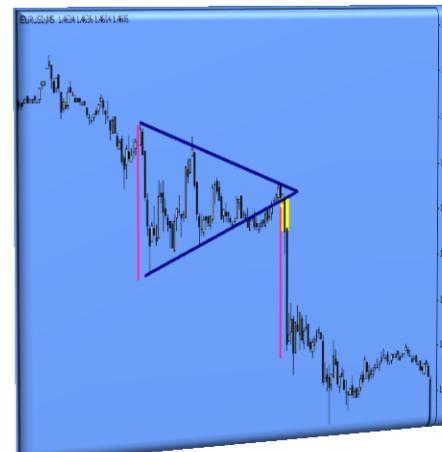
### ৩। সাইমেট্রিক্যাল ট্রাইএঙ্গেল (Symmetrical Triangle)

এই প্যাটার্নটি দেখা যায় দুটি সমকেন্দ্রিক পয়েন্টে অর্থাৎ যেখানে সাপোর্ট লাইন Ascending (উর্ধ্বমুখী) এবং রেসিস্টেন্স লাইন Descending (নিম্নমুখী) বা হ্রাইজেন্টাল না হয়ে একটি ত্রিকোণিক আকৃতি ধারন করে। এই প্যাটার্নটি খুবই সহজে নির্ধারণ করা যায়। এটি বুলিশ কিংবা বেয়ারিশ যেকোন প্যাটার্ন হতে পারে। অর্থাৎ এই ধরণের প্যাটার্নে বুলিশ কিংবা বেয়ারিশ যেকোন ক্ষেত্রে আউট হতে পারে। এটি খুব কমন এবং রিলাইয়াবল একটি প্যাটার্ন।

নিচের চিত্রটি দেখুন



বুলিশ সাইমেট্রিক্যাল ট্রাইএঙ্গেল



বেয়ারিশ সাইমেট্রিক্যাল ট্রাইএঙ্গেল

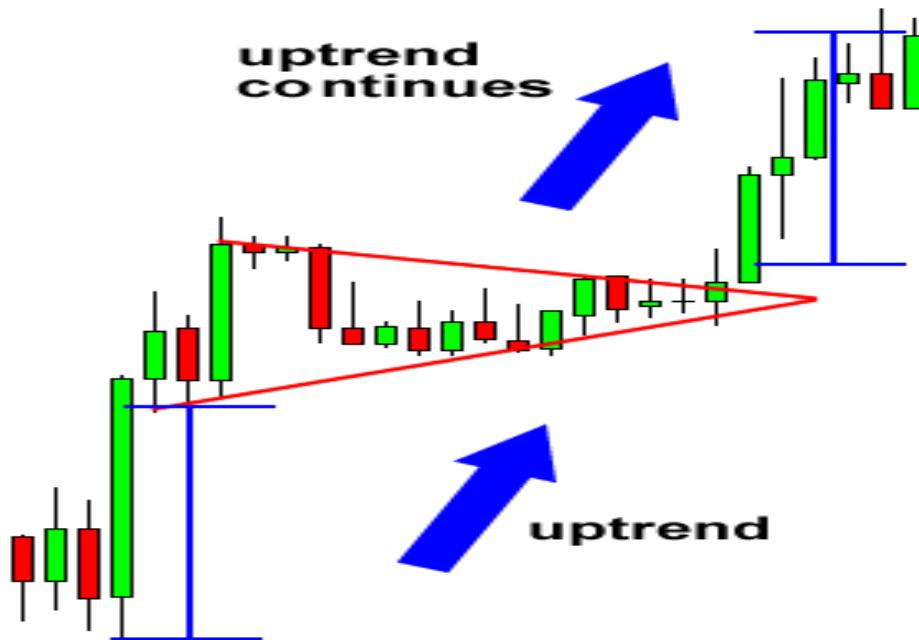
### কিভাবে ট্রেড করবেন:

এই ধরণের প্যাটার্নে স্পট ট্রেড ঝুঁকিপূর্ণ। যেহেতু মার্কেট একটি ইন্ডিসিশন অবস্থায় আছে তাই আপনি কোন স্পট ট্রেডের অর্ডার না দেওয়ায় ভালো। এই অবস্থায় পেন্ডিং ট্রেড এর মাধ্যমে আপনি ব্রেক আউট সুযোগটি নিতে পারেন। অর্থাৎ, আপার লাইন এর কয়েক পিপস উপরে বায় স্টপ অর্ডার দিতে পারেন এবং লওয়ার লাইন এর কয়েক পিপস নিচে সেল স্টপ অর্ডার দিতে পারেন।

### ২। বুলিশ পেনান্ট প্যাটার্ন (Bullish Pennant)

এই প্রকার প্যাটার্ন আপট্রেন্ড মার্কেটে দেখা যায়। ভারটিকেলি আপ রাইজ মার্কেটে এটি প্রাইস আরো বাড়ার ইঙ্গিত প্রদান করে। এটি এর নামের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ অর্থাৎ দেখতে একটি ফ্ল্যাগ(পতাকার) মতো সেইপ হবে। এটি বুলিশ মার্কেটের খুব শক্তিশালী একটি প্যাটার্ন যা একটি লম্বা সিঁড়ির (Step) পর আরেকটি লম্বা সিঁড়ির সূচনা প্রকাশ করে। ভারটিকেলি আপ রাইজ মার্কেটে এই প্যাটার্নটি সাইমেট্রিকেল প্যাটার্ন এর মত আঁকতে পারেন। যা অনেক শক্তিশালী একটি প্যাটার্ন।

নিচের ছবিটি ভালোভাবে লক্ষ্য করুন...।



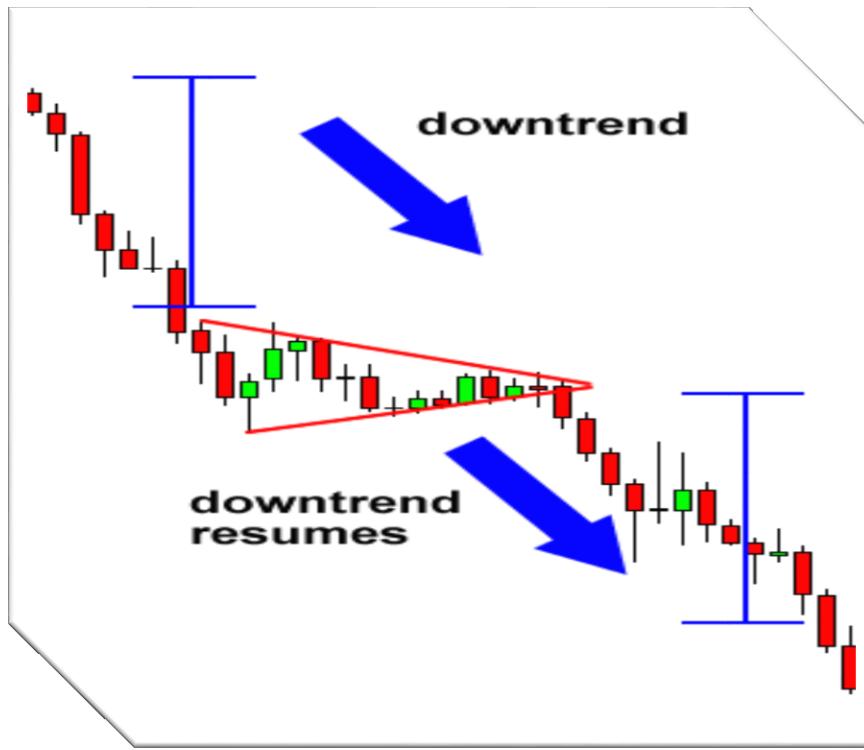
পতাকার মত একটি লম্বা স্টেন্ডে(বায় কেন্দেল) এর পরে মার্কেট আরো বায় এ যাওয়ার একটি স্ট্রিং ট্রেন্ড।

### ৩। বেয়ারিশ পেনান্ট প্যাটার্ন (Bearish Pennant)

এটি একটি বেয়ারিশ কন্টিনিউশন প্যাটার্ন যা বর্তমান ডাউনট্রেন্ড মার্কেটকে আরো ডাউনে যাওয়ার ইঙ্গিত করে বা প্রাইস আরো কমবে। নামের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ অর্থাৎ একটি ফ্ল্যাগ(পতাকার) মতো সেইপ হয় এই

প্যাটার্নটির। এটি ভারটিকেল ডাউনট্রেন্ড মার্কেটে একটি হ্রাইজেন্টাল পেনান্ট অর্থাৎ মার্কেটের একটি বড় ডাউনট্রেন্ড মুভমেন্টের পর আরো একটি বড় ডাউনট্রেন্ড মুভমেন্টের ইঙ্গিত প্রদানকারী এই প্যাটার্নকে বেয়ারিশ পানান্ট প্যাটার্ন বলা হয়। ভারটিকেল ডাউনট্রেন্ড মার্কেটে এই প্যাটার্নটি সাইমেট্রিকেল প্যাটার্ন এর মত আঁকতে পারেন।

নিচের ছবিটি ভালোভাবে লক্ষ্য করুন...।



আরেকটি কথা বুলিশ বা বেয়ারিশ পেনান্ট প্যাটার্নগুলো এভাবে দীর্ঘ একটা ট্রেন্ড এর পরে পেনান্ট সেইপ এর উপস্থিতিতে আরো দীর্ঘ একটা ট্রেন্ডে যাওয়ার মূল বিষয় হল, মার্কেট যখন কোন একটি ট্রেন্ডে কিছুদুর গিয়ে স্টপ হয়, প্রকৃতপক্ষে এটা আসলে স্টপ নয় এটা হল বিরতি(Pause) যার কিছুক্ষণ পরেই আবার রিসিউম করে। তাই এই প্যাটার্নগুলোতে কন্টিনিউশন অর্ডার করা হয়।

**কিভাবে ট্রেড করবেন:** বুলিশ বা বেয়ারিশ যে প্যাটার্নে মার্কেটে তুকতে চান একটি এনালাইসিসের প্রয়োজন আছে। বুলিশ পেনান্টটে যদি মার্কেটে তুকতে হলে পেনান্ট ড্র লাইনের কয়েক পিপস উপরে বায় অর্ডার করবেন এবং বেয়ারিশ পেনান্টটে মার্কেটে তুকতে হলে পেনান্ট ড্র লাইনের কয়েক পিপস নিচে সেল অর্ডার করবেন। একটি কথা না বললেই নয় যে, ট্রেন্ড প্যাটার্ন গুলো অনেক ইফেক্টিভ কাজ দেয় তবে শর্ত

হল প্যাটার্ন গুলোর বিহেবিয়ার বুরো আগে ভালোভাবে প্র্যাকটিস করে একটি পার্সোনাল অভিজ্ঞতা নিয়ে নিবেন তারপর লাইভ মার্কেটে ব্যাবহার করবেন।

## অধ্যায় 8.8

### চার্ট প্যাটার্ন এনালাইসিস(রিভার্সেল প্যাটার্ন)

**রিভার্সেল চার্ট প্যাটার্ন:** যে সকল চার্ট প্যাটার্নে মার্কেট বিপরীত দিকে মোড় নেয় অর্থাৎ ট্রেন্ড চেঙ্গ করে সে সকল প্যাটার্নকে রিভার্সেল চার্ট প্যাটার্ন বলে। কয়েকটি কমন রিভার্সেল চার্ট প্যাটার্ন হলঃ

#### ১। ডাবল টপঃ

এটি ফরেক্স মার্কেটের বহুল জনপ্রিয় একটি প্যাটার্ন যা প্রায় সময় দেখা যায়। এটি খুব কমন এবং রিলাইএবল একটি ট্রেন্ড রিভার্স প্যাটার্ন যা খুব সহজে চিহ্নিত করা যায়। এই প্রকার প্যাটার্নটি ইংরেজি M সেইপ এর সাথে তুলনা করে ট্রেন্ড নিশ্চিত করতে পারা যায়। অর্থাৎ যখন আপট্রেন্ড মার্কেটে পাইস বাউন্সিং এর মাধ্যমে মুভ করে একটি রেসিস্টেন্স লেভেল কে আরেকটি সাপোর্ট (নেক) লেভেল এর মাধ্যমে পুল ব্যাক করে দ্বিতীয় বার ওই রেসিস্টেন্স লেভেল কে সমানভাবে বা মোটামুটি সমান ভাবে হিট করে তখন ডাবল টপ শেইপ তৈরি হয়।

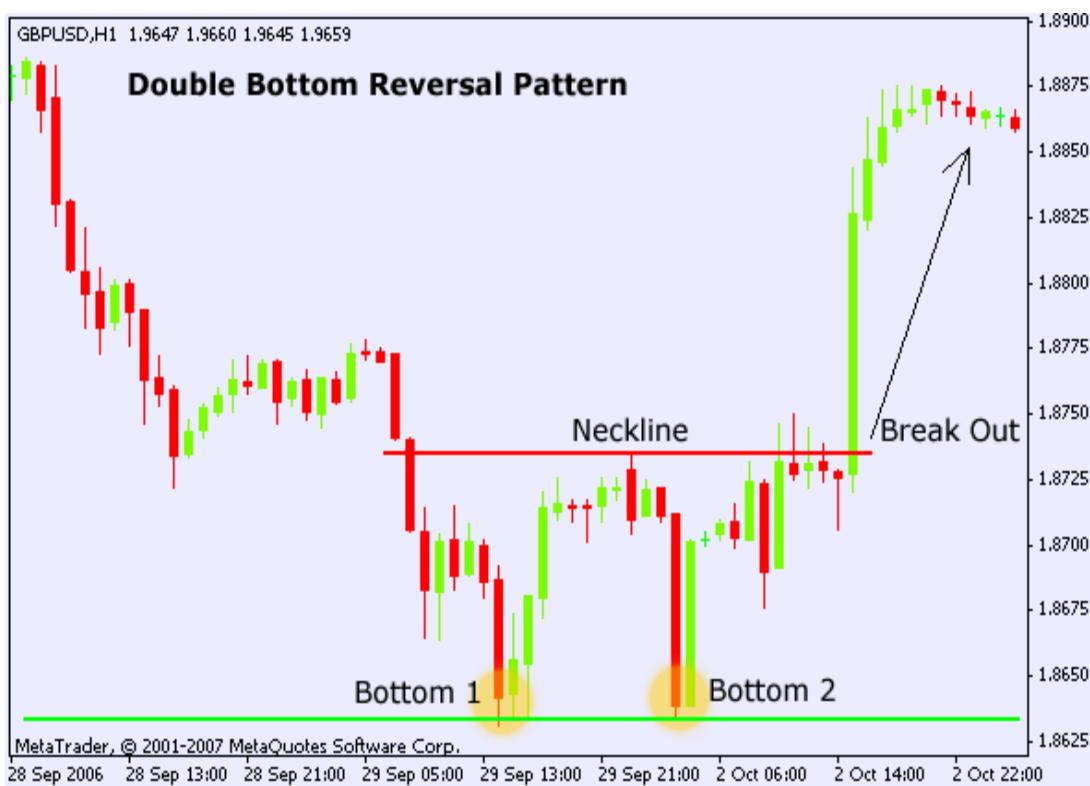
নিচের ছবিটি দেখুন...।



কিভাবে ট্রেড করবেনঃ ডাবল টপ পিক করে প্রাইস যখন কমে গিয়ে নেক (Neckline) লেভেলকে ক্রস করে তখন সেল অর্ডার করতে পারেন। তবে খেয়াল রাখবেন নেক লেভেলকে ক্রস না করলে কিন্তু বটম বাউন্স করে উপরে উঠে যেতে পারে।

১। ডাবল বটমঃ প্যাটার্ন হল ডাবল টপ প্যাটার্ন এর বিপরীত একটি রিভার্সেল প্যাটার্ন। লম্বা বা বিস্তৃত ডাউন ট্রেন্ডে এটি সাধারণ হয়। এটিকে ইংরেজি W শেইপ এর মত তুলনা করতে পারেন। যখন ডাউনট্রেন্ড মার্কেটে প্রাইস বাউন্সিং এর মাধ্যমে মুভ করে একটি সাপোর্ট লেভেল কে আরেকটি রেসিস্টেন্স (নেক) লেভেল এর মাধ্যমে পুল ব্যাক করে দ্বিতীয় বার ওই সাপোর্ট লেভেল কে সমানভাবে বা মোটামুটি সমান ভাবে হিট করে তখন ডাবল বটম শেইপ তৈরি হয়।

নিচের চিত্রে দেখুন...



কিভাবে ট্রেড করবেনঃ ডাবল বটম পয়েন্ট টাচ করে প্রাইস যখন বেড়ে গিয়ে নেক (Neckline) লেভেলকে ক্রস করে তখন বায় অর্ডার করতে পারেন। তবে খেয়াল রাখবেন নেক লেভেলকে ক্রস না করলে বাউন্স করে আবার নিচে নেমে যেতে পারে।

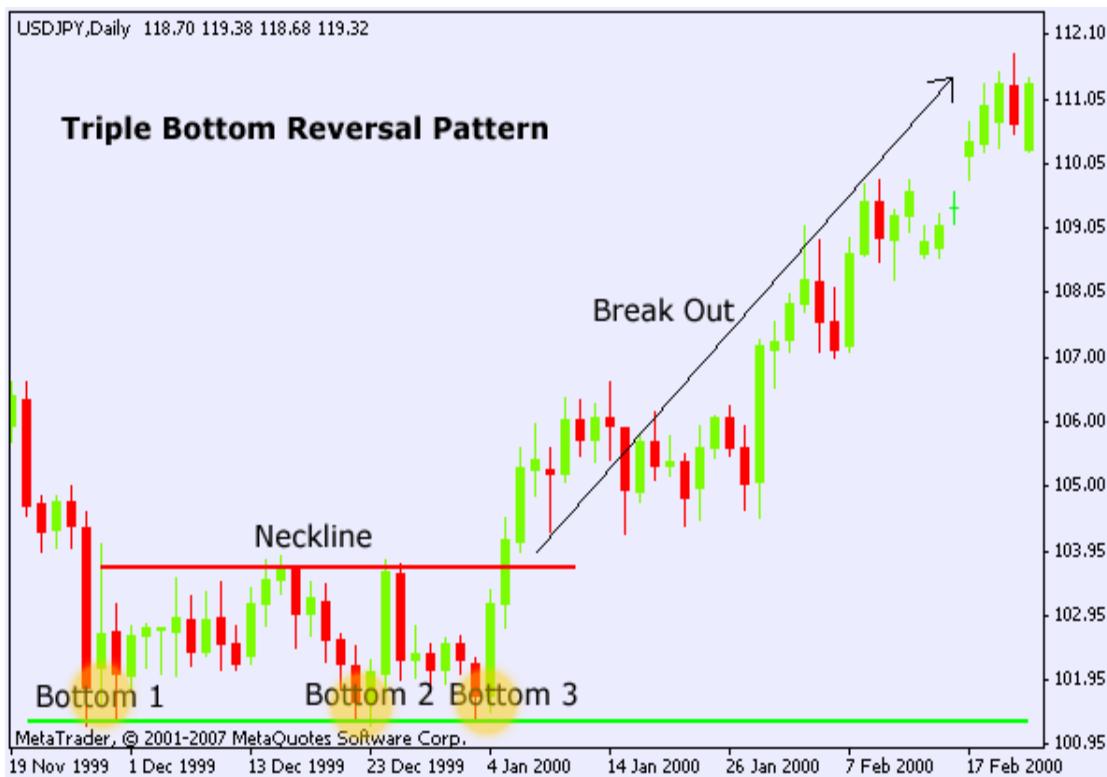
২। ট্রিপল টপ (Triple Top) : ডাবল টপ মত পার্থক্য হল তৃতীয় বারের মত রেসিসটেন্স লেভেল  
কে পিক করলে এই শেইপ তৈরি হয়।

চিত্রে দেখুন...



একইভাবে তৃতীয় বারের মত সাপোর্ট লেভেল টাচ করে ক্রস করলে সেল অর্ডার করতে পারেন। এই সকল  
প্যাটার্নে ট্রেড করতে পারলে ১০০ পিপস এর বেশি প্রফিট বের করা যায়।

২। ট্রিপল বটম (Triple Bottom): ডাবল এবং ট্রিপল বটম প্যাটার্ন বুঝতে পারলে এই প্যাটার্নে আর  
বিস্তারিত কিছু বলার নাই আশা করি এতক্ষণে আপনি বুঝে গিয়েছেন। ডাবল বটম প্যাটার্নের আর একটু  
বিস্তৃত অর্থাৎ পরপর তিনটি সমান বা কাছাকাছি সাপোর্ট লেভেল টাচ করে যখন রেসিসটেন্স  
(Neckline) লেভেল ক্রস করবে তখন এই প্যাটার্নে বায় অর্ডার করে ভাল একটা প্রফিট নিতে পারেন।



৩। হেড অ্যান্ড শোল্ডার টপ (Top Head & Shoulder): এটি একটি আপট্রেন্ড রিভার্সেল প্যাটার্ন। এই প্যাটার্ন নামটি ভালোভাবে পড়লে এর ধরন সম্পর্কে ৫০% বেশি ধারণা চলে আসবে। কথা না বাড়িয়ে মূল পয়েন্টে যাই। এই প্যাটার্নটি

২টি শোল্ডার(shoulder),  
১টি হেড(Head)  
নেক লাইন(Support)

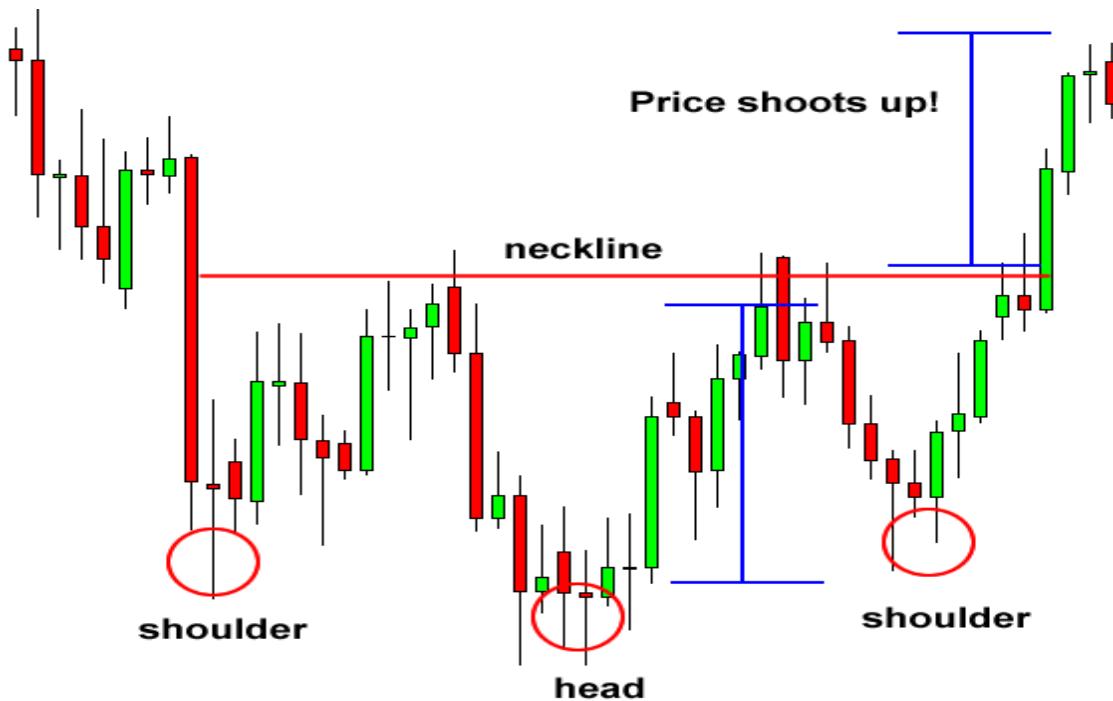
- Second high peak
- First high peak
- Third high balance peak. ধারা গঠিত।



অর্থাৎ আপট্রেন্ড মার্কেটে যখন একটি সর্বোচ্চ হাই পিক এর মাধ্যমে দুপাশে দুটি মিডিয়াম হাই পিক এর সর্বনিম্ন পয়েন্টে (সাপোর্ট) নেক লাইন তৈরি করে তখন এই আকৃতিকে হেড অ্যান্ড শোল্ডার প্যাটার্ন বলে। হিউম্যান বডির সাথে চিন্তা করে আরো সহজ করে নিতে পারেন অর্থাৎ মাথা হচ্ছে হাই পিক এবং দুটি কাঁধ হল মিডিয়াম বা সেকেন্ড হাই পিক এবং দুই কাঁধের সর্বনিম্ন পয়েন্ট হল নেক লাইন(সাপোর্ট)। আশা করছি প্যাটার্নটি আয়ত্ত করতে পেরেছেন। চার্ট প্যাটার্নের এই প্যাটার্নটিকে অনেক নির্ভরযোগ্য একটি প্যাটার্ন হিসেবে ট্রেডাররা ট্রেড করে থাকে কারণ এই প্যাটার্নটির Accuracy অনেক ভালো।

**কিভাবে ট্রেড করবেন:** অন্য সব প্যাটার্নের মত নেক লাইন ব্রেক করলে শর্ট অর্ডার অর্থাৎ টপ রিভার্সেল অর্ডার করবেন।

**হেড অ্যান্ড শোল্ডার বটম রিভার্সেল (Bottom Head & Shoulder):** টপ হেড অ্যান্ড শোল্ডার এর ঠিক বিপরীত এটি একটি বটম রিভার্সেল প্যাটার্ন। ডাউনট্রেন্ড মার্কেটে একটি হায়েস্ট লাওয়ার (Head) এর দুপাশে দুটি সেকেন্ড হায়েস্ট লাওয়ার (Shoulders) এর সর্বোচ্চ পয়েন্টে রেসিস্টেন্স বা নেক লাইন তৈরি করে তখন তাকে বটম হেড অ্যান্ড শোল্ডার বলে।  
 চিত্রে খেয়াল করুন...



কিভাবে ট্রেড করবেনঃ নেক লাইন ব্রেক করলে লং অর্ডার অর্থাৎ বটম রিভার্সেল অর্ডার করবেন।

## অধ্যায় -৪.৫ ইন্ডিকেটর, সিম্পল/ এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ)

### ইন্ডিকেটরঃ

কিং সহজ কথায় ইন্ডিকেটর হল প্রাইস অ্যাকশন এর একটি চিত্রিভূতিক নির্দেশনা। অর্থাৎ বর্তমান পাইস থেকে পরবর্তী পাইস ডাউন করবে কি আপ এ যাবে এই ধরণের নির্দেশনা ইন্ডিকেটরের মাধ্যমে পাওয়া যায়। টেকনিক্যাল এনালাইসিসে ইন্ডিকেটর অনেক জনপ্রিয় একটি সিস্টেম যা প্রায় সকল ট্রেডারকে ব্যবহার করতে দেখা যায়।

ইন্ডিকেটর হল প্রোগ্রামিং কোডের সমন্বয়ে কিছু লজিক নিয়ে গঠিত একটি ডি঱েকশন পদ্ধতি, তাই যদি কখনো মার্কেট ট্রেন্ড ওই পদ্ধতির বাইরে রিয়াষ্ট করে তখন আর ঐ ইন্ডিকেটরের সুফল পাওয়া যায় না, তবে কিছু শক্তিশালী ইন্ডিকেটর আছে যেগুলো আপনার ট্রেডিংকে অনেক সহজ এবং রিলাইএবল করে।

ভিন্ন রকম ইন্ডিকেটর ভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকে। তবে টেকনিক্যাল এনালাইসিস এর জন্য ইন্ডিকেটর একটি বড় এবং মৌলিক হাতিয়ার। মোটামুটি সব ট্রেডাররাই ইন্ডিকেটরের মাধ্যমে ট্রেড করতে পছন্দ করে।

ফরেক্স মার্কেট এ ডিফল্ট(ফ্রী) সহ অনেক কমার্শিয়াল ইন্ডিকেটর পাওয়া যায়। কখনো পুরোপুরি ইন্ডিকেটর নির্ভর হয়ে ট্রেড করবেন না। ইন্ডিকেটর কে ব্যবহার করবেন ট্রেড বা অর্ডারের সফলতা বাঢ়াতে অর্থাৎ আপনি যে সব স্ট্রেটিজি জানেন সেই অনুসারে অর্ডার করতে ইন্ডিকেটর আপনাকে সাহায্য করবে এবং আপনার সিদ্ধান্ত তৈরিতে সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করবে। যে ইন্ডিকেটরই ব্যবহার করবেন প্রথমে অবশ্যই তার বিহেবিয়ার বুঝে ভালোভাবে ডেমোতে প্র্যাকটিস করে ইন্ডিকেটর এর সাক্ষেত্সে রেইট বুঝে তারপর লাইভ মার্কেটে এপ্লাই করবেন। যেহেতু ইন্ডিকেটর টেকনিক্যাল এনালাইসিস বেস একটি ইল্সট্রুমেন্ট তাই ফান্ডামেন্টাল নিউজ এর কারণে ইন্ডিকেটর কখনো তার স্বাভাবিক নির্দেশনার ব্যাতিক্রম করতে পারে। তাই সাবধান থাকুন। কিছু কমন এবং ভালো ফলাফল প্রদান করে এমন ইন্ডিকেটর শিখে ট্রেড করুন।

যেহেতু ফরেক্স মার্কেটে আমাদের সব শিক্ষার শেষ টার্গেট হল ট্রেডে এন্টার করে এবং সফলভাবে ট্রেড থেকে বের হওয়া তাই আমরা কিছু ইন্ডিকেটর ব্যবহার ট্রেড ওপেন করতে আর কিছু ইন্ডিকেটর ব্যবহার করব ট্রেড ক্লোজ ডিসিশন নিতে।

আমাদের অনেক ট্রেডারের বড় একটি সমস্যা হল এলোমেলো ইন্ডিকেটর ব্যবহার করে নিজেই মিসগাইড হয়ে যাওয়া। তাই আপনার স্ট্রেটিজি অনুসারে ট্রেড ওপেন এর জন্য ২-৩টি ইন্ডিকেটর আর ট্রেড ক্লোজ আর জন্য ২টি ইন্ডিকেটর দিয়ে নিজেই একটি সেট বা ইন্ডিকেটর প্যাকেজ তৈরি করুন। এতে করে আপনার ট্রেডিং মিসগাইড হবেন না এবং শৃঙ্খলার সাথে ট্রেড করতে পারবেন। অনেক গুলো ইন্ডিকেটর একসাথে ব্যবহার করাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাই আমি এখানে মূলত একটি ট্রেডিং ইন্ডিকেটর প্যাকেজ নিয়ে আলোচনা করবো আশা করছি পরবর্তীতে আপনি ও নিজে একটি সেট করে ভালো ট্রেড করবেন।

### ট্রেড ওপেন করার জন্যঃ

### ট্রেড ক্লোজ করার জন্যঃ

- মুভিং এভারেজ (Moving Average)
- বলিংগার বেন্ড (Bollinger Band)
- জিগজাগ (Zigzag)
- আর. এস. আই-RSI (Relative Strength Index)
- এ. ডি. এক্স- ADX(Average Directional Moving Index)

### মুভিং এভারেজঃ

একটি নির্দিষ্ট সময়ের পরিধিতে মার্কেটের এভারেজ পাইস ভেলু কি ছিল তা বোঝার জন্য মুভিং এভারেজ খুবই জনপ্রিয় এবং সচরাচর ব্যবহারিত একটি টুল। মুভিং এভারেজ সাধারণভাবে সন্তোষ্য সাপোর্ট এবং রেসিস্টেন্স এর এরিয়া এবং গতি পরিমাপক একটি টুল হিসেবে ব্যবহারিত হয়। এই টুলটিকে রোলিং

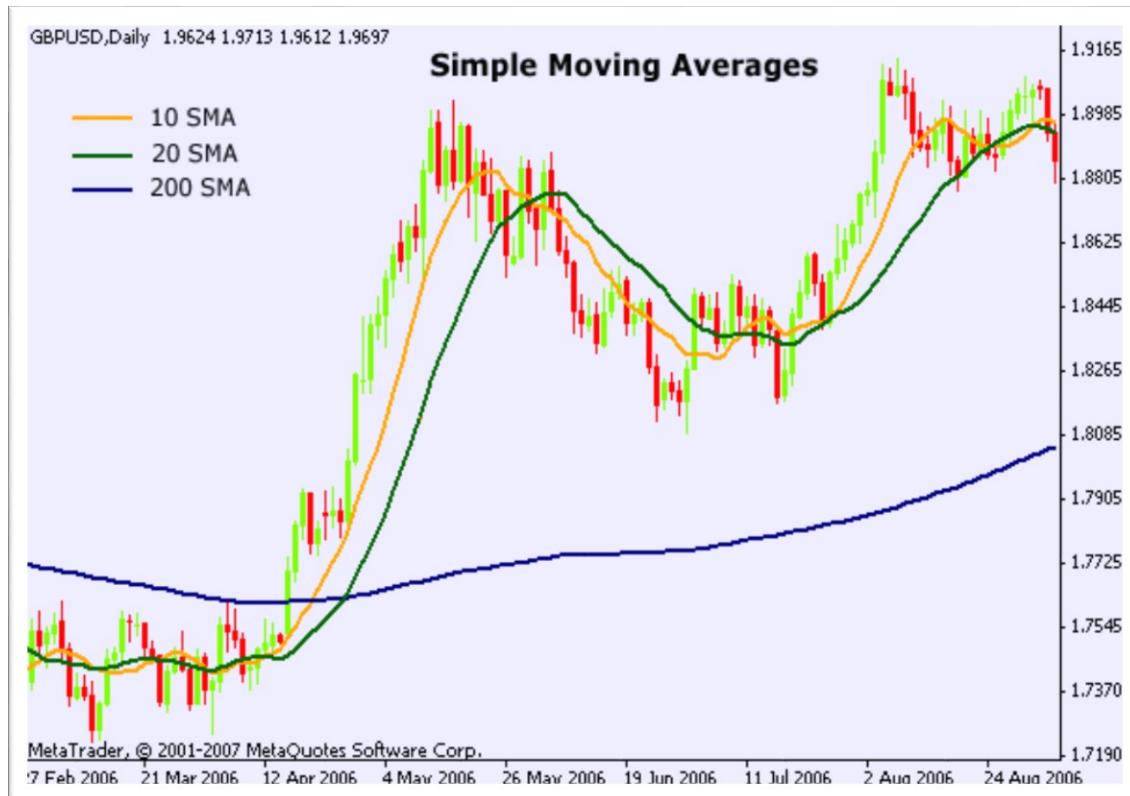
(Rolling) বা রানিং (Running) এভারেজ টুল ও বলা হয়ে থাকে এবং এই মুভিং আভারেজকে টেকনিক্যাল এনালাইসিসের প্রাণ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। নতুন ট্রেডার থেকে শুরু করে প্রফেশনাল ট্রেডার সবাই মুভি এভারেজ টুলটি ব্যবহার করে। ফরেক্স মার্কেটে মোটামুটি ২ ধরণের মুভিং এভারেজ ট্রেডাররা বেশি ব্যবহার করে থাকে।

- ১। SMA – সিম্পল মুভিং এভারেজ (Simple Moving Average)
- ২। EMA – এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (Exponential Moving Average)

### সিম্পল মুভিং এভারেজ (Simple Moving Average):

এই ইডিকেটরটি দিয়ে পিরিয়ড এবং প্রাইস এর ভিত্তিতে একটি গাণিতিক হিসাব এর মাধ্যমে আপনি ট্রেন্ড ডিরেকশন সহ বায় এবং সেল সংকেত বা সিগনাল দিতে পারবেন। এই ক্ষেত্রে আপনি কত দীর্ঘ মেয়াদী বা স্বল্প মেয়াদী ট্রেড করবেন তা নির্ভর করবে আপনি কত সময়ের মুভিং এভারেজ পছন্দ করছেন। তবে অভিজ্ঞ ট্রেডাররা ৩টি সময়ের মুভিং এভারেজ এর উপর ট্রেড করে থাকে। সেগুলো হলঃ

- ১। স্বল্পমেয়াদী (Short term) – ১০ দিনের মুভিং এভারেজ
- ২। মধ্যম মেয়াদী (Intermediate Term) – ৫০ দিনের মুভিং এভারেজ
- ৩। দীর্ঘ মেয়াদী (Long Term) – ২০০ দিনের মুভিং এভারেজ



কিভাবে মুভিং এভারেজ বের করবেনঃ

**SMA = Adding the closing price of a number of time periods / number of periods**

উদহারন ১# ৫ দিনের মার্কেট ক্লোজিং প্রাইস যথাক্রমে ১.২১৬৬, ১.২৩৪১, ১.২৩৯৮, ১.২৩৬৪, ১.২৩০৫ এর যোগফলকে ঐ সময় পিরিয়ড দিয়ে ভাগ ;

$$\frac{1.2166 + 1.2341 + 1.2398 + 1.2364 + 1.2305}{5} = 1.2318$$

উদহারন ২# ১০ ঘন্টার মার্কেট ক্লোজিং প্রাইস যথাক্রমে ১.২২৮১, ১.২২৭৬, ১.২২৭১, ১.২২৬৫, ১.২২৭১, ১.২২৬১, ১.২৩১৩, ১.২২৯৬, ১.২২৯৩, ১.২২৯৫ এর যোগফলকে ঐ সময় পিরিয়ড দিয়ে ভাগ;

$$\frac{1.2281, 1.2276, 1.2271, 1.2265, 1.2271, 1.2261, 1.2313, 1.2296, 1.2293, 1.2295}{10} = 1.2282$$

কিভাবে ট্রেড করবেনঃ মুভিং এভারেজ প্রাইস যদি বর্তমান মার্কেট প্রাইস এর উপরে হয় তাহলে বায় ট্রেড করবেন। এবং প্রাইস যদি বর্তমান মার্কেট প্রাইস এর নিচে হয় তাহলে সেল ট্রেড করবেন।

**এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ( Exponential Moving Average) :** সিম্পল মুভিং এভারেজ এর মত এই প্রকার মুভিং এভারেজ ও মার্কেট ডিরেকশন দেয় তবে পার্থক্য এটাই যে এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজে তুলনামূলক পূর্ব পিরিয়ড প্রাইস থেকে সবচেয়ে রিসেন্ট পিরিয়ড প্রাইস কে অধিক গুরুত্বের সাথে দেখা হয়। বিষয়টি আরো পরিষ্কার করছি..... মনে করুন, আপনি ৫ দিনের সিম্পল মুভিং এভারেজ বের করবেন,

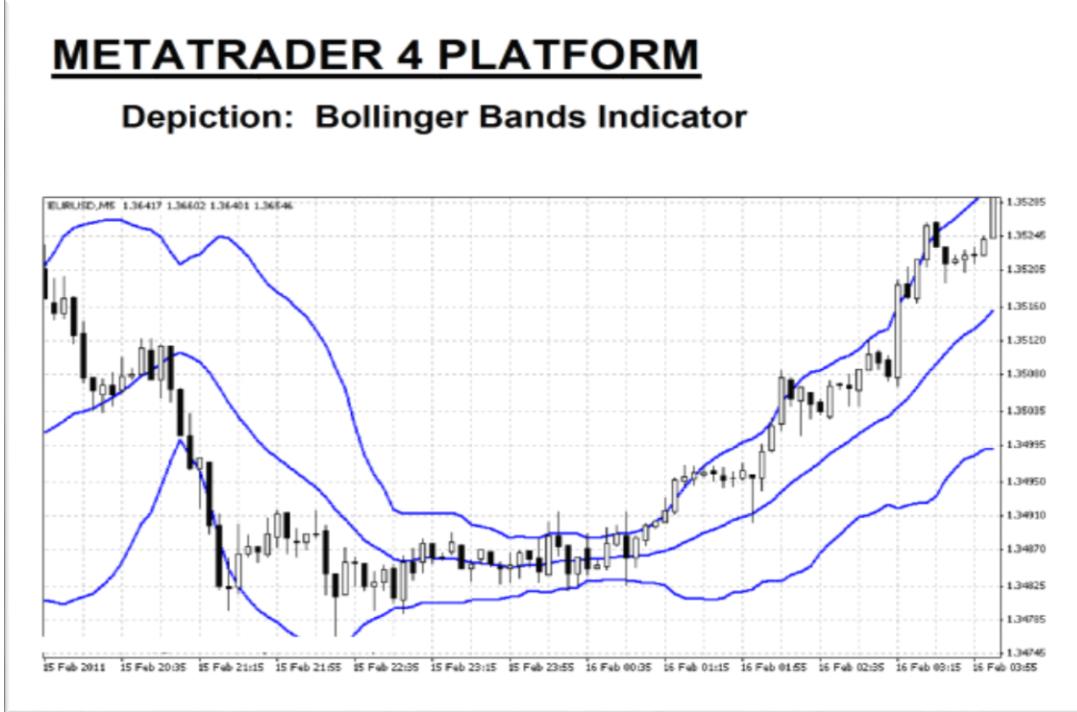
প্রথম দিন ক্লোজিং প্রাইস - ১.২১৬৬,  
 দ্বিতীয় দিন ক্লোজিং প্রাইস - ১.২৩৪১,  
 তৃতীয় দিন ক্লোজিং প্রাইস - ১.২৩৯৮,  
 চতুর্থ দিন ক্লোজিং প্রাইস - ১.২৩৬৪,

## পঞ্চম দিন ক্লোজিং প্রাইস - ১.৩৩০৫

তাহলে ৫ দিনের ক্লোজিং প্রাইস কে ৫ দিয়ে ভাগ করলে সিম্পল মুভিং এভারেজ বের হবে যা আমরা পূর্বে শিখেছি। এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করুন যে ১ম দিনের ক্লোজিং প্রাইস এর সাথে ২য় দিনের ক্লোজিং প্রাইস এর একটা বড় ডিস্টেন্স দেখা যাচ্ছে যা পরবর্তী ৩দিনের এভারেজ ক্লোজিং প্রাইস থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অর্থাৎ স্বাভাবিক নয়। কারণ ঐ দিন (২য় দিন) ভালো ইকোনমিক নিউজ এর কারনে প্রাইস অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। যা সাধারণ টেকনিক্যাল এনালাইসিসের মধ্যে পড়ে না। সিম্পল মুভিং এভারেজে নির্দিষ্ট কোন দিনকে অধিক কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। আর এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজের পার্থক্যটা এখানেই। এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজে প্রথম দুদিনের প্রাইস থেকে সবচেয়ে রিসেন্ট অর্থাৎ লাস্ট ৩দিনের প্রাইসকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে মুভিং এভারেজ বের করা হয়।

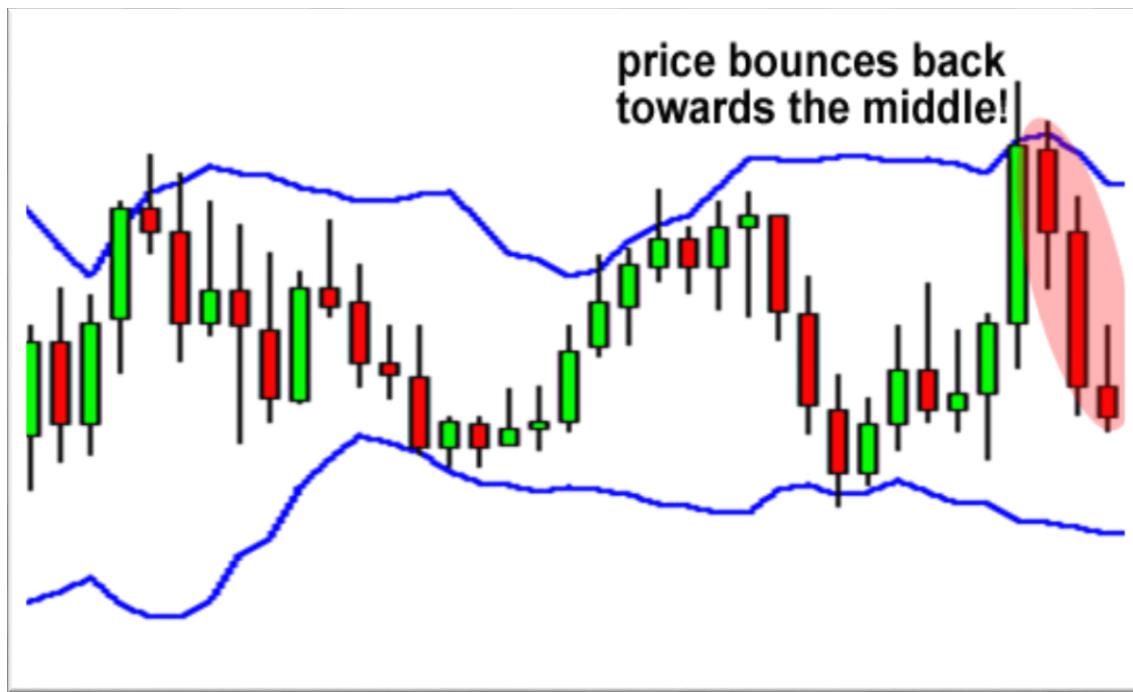
## অধ্যায় ৪.৬ বলিঙ্গার বেন্ড, RSI ট্রেডিং

**বলিঙ্গার বেন্ড (Bollinger Band):** এটি ও টেকনিক্যাল এনালাইসিসের জনপ্রিয় একটি ট্রেডিং টুল। এই টুলটির মূল উদ্দেশ্য হল মার্কেট হাই এবং লো প্রাইস এর একটি তুলনামূলক পরিধি পরিমাপ করা। যা তিনটি বক্ররেখা (Curve) এর মাধ্যমে অঙ্কিত। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট ডিবিয়েশন পরিমাপের মাধ্যমে তিনটি বক্ররেখা দিয়ে অঙ্গিত একটি সিকিউর প্রাইস বাট্টারি।



চিতে লক্ষ্য করুন... মাঝখানের রেখাটিকে মিডল বলিঙ্গার বলা হয় যা সোজাসুজি সিম্পল মুভিং এভারেজ এর কাজ করে থাকে এবং ডিফল্ট ২০-ডে পিরিয়ডে সেট থাকে আপনি চাইলে কাস্টোমাইজ করতে পারেন। দুটি স্ট্যান্ডার্ড ডিবিয়েশনে উপরের রেখাটিকে আপার বলিঙ্গার বলা হয় এবং নিচের রেখাটিকে লাওয়ার বলিঙ্গার বলা হয়। মার্কেট vol at i l i t y যখন বাড়ে তখন Bands গুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে চওড়া হতে থাকে আবার যখন vol at i l i t y কমে তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে Bands গুলো সঞ্চুচিত হতে থাকে। বলিঙ্গার বেন্ড ট্রেডিং এ সাধারণত দু-ধরনের ফরমেশন দেখা যায়। বলিঙ্গার বেন্ড বাউন্স এবং স্কুয়িজ।

**বলিঙ্গার বেন্ড বাউন্সঃ** মার্কেট প্রাইস আপার বা লাওয়ার যে লাইনেই থাকুক না কেনো তা যখন ফিরে এসে মিডল বলিঙ্গারকে টাচ করে তাকেই বলিঙ্গার বাউন্স বলে। ঠিক এভাবে আপার বা লাওয়ার বলিঙ্গার এর মাধ্যমে পাইস যখন বার বার মিডল বলিঙ্গারকে টাচ করে তখন ছোট ছোট কিছু সাপোর্ট এবং রেসিস্টেন্স তৈরি হয় আর এই সকল মিনি সাপোর্ট এন্ড রেসিস্টেন্সকে ডায়নামিক সাপোর্ট এবং রেসিস্টেন্স বলা হয়। বলিঙ্গার বেন্ড বাউন্স এর মাধ্যমে আপনি সহজে রেঞ্জবাউন্ড ট্রেডিং করতে পারেন।

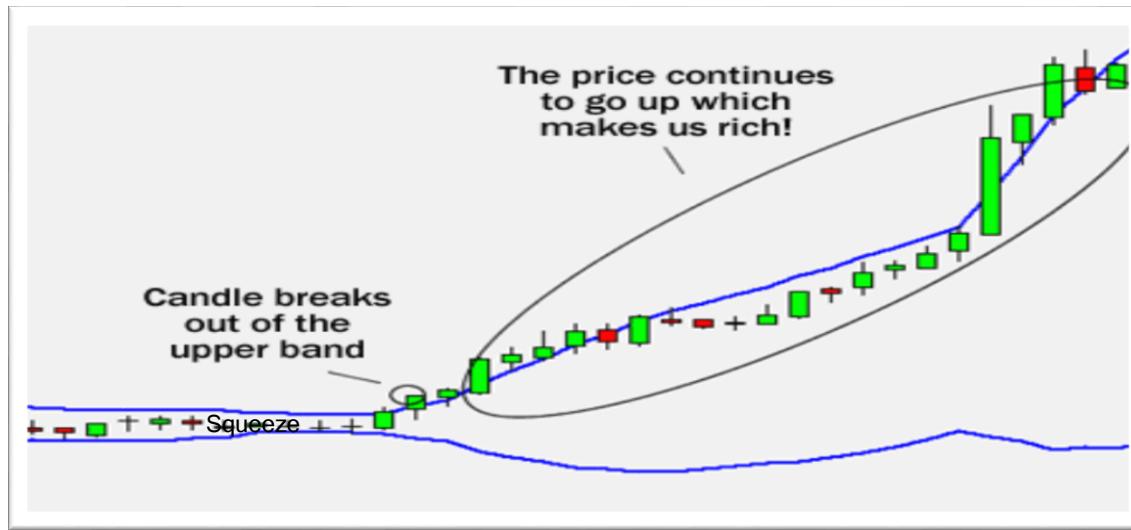


উপরের চিত্রে দেখুন... প্রাইস আপ বলিঙ্গার থেকে মিডল বলিঙ্গার আবার মিডল বলিঙ্গার থেকে আপ বলিঙ্গার এর মধোই বাউন্স করছে।

### বলিঙ্গার বেন্ড স্কুয়িজঃ

হল এই ইন্ডিকেটরের আরেকটি রেগুলার আকৃতি যা মার্কেটের অবস্থাসংকট মুহূর্ত নির্দেশ করে। যখন দেখবেন আপার এবং লাওয়ার বলিঙ্গার লাইন দুটি একসঙ্গে ক্লোজ হয় তখনই এই অবস্থার সূচনা হয়। আর এই ধরণের পজিশন এর পরে মার্কেট যে কোন একটি ডি঱েকশনে ব্রেকআউট করে, এবং অনেক লম্বা

একটি মুভিং এর পরে প্রাইস আবার ব্যাক করে। বেশিরভাগ ট্রেডাররা এই সুযোগটির অপেক্ষায় থাকে। সাধারণত ক্যান্ডেল যখন আপার বেন্ড হয়ে স্কুয়িজ থেকে বের হয় তখন পরবর্তী মার্কেট ট্রেন্ড আপ হয় এবং ক্যান্ডেল যখন লাওয়ার বেন্ড হয়ে স্কুয়িজ থেকে বের হয় তখন পরবর্তী মার্কেট ট্রেন্ড ডাউন হয়।



উপরের চিত্রে দেখা যাচ্ছে আপার এবং লাওয়ার প্রাইস একসঙ্গে ক্লোজ হওয়ার কারণে দুটি বেন্ড (রেখা) একই অবস্থায় অনেকক্ষণ মুভ এর পরে আপার বেন্ডের মাধ্যমে বায় ব্রেক আউট হল।

### বিশেষ নোটঃ

প্রাইস যখন বলিঙ্গার বেন্ড লাইন এর বাইরে ক্লোজ হয় তখন মার্কেট আরো কন্টিনিউশন বোঝায়।

**R.S.I –Relative Strength Index:** এটি একটি মোমেন্টাম ইন্ডিকেটর যা মার্কেটের প্রাইস ওভারবট এবং ওভারসল্ড অবস্থা বোঝায় এবং নির্দিষ্ট একটি সময়ের এভারেজ বায় এবং সেল এর সীমানা নির্দেশ করা পূর্বক ট্রেডিং এ সহায়তা করে থাকে। এই ইন্ডিকেটরটি 0 থেকে 100 রেঞ্জের মধ্যে এক একটি স্কেলে মার্কেটের এক একটি অবস্থার নির্দেশনা প্রদান করে থাকে।

### স্কেল লেভেল অনুসারে সিগনালঃ

- ৫০ স্কেল লেভেলের উপরে
  - মার্কেট আপট্রেন্ডে আছে বলে নিশ্চিত করা হচ্ছে।
  - মার্কেট ডাউনট্রেন্ডে আছে বলে নিশ্চিত করা হচ্ছে।
- ৫০ স্কেল লেভেলের নিচে
  - মার্কেটে অতিরিক্ত বায় হয়েছে।
  - মার্কেটে অতিরিক্ত সেল হয়েছে।
- ৭০ স্কেল লেভেলের শীর্ষে
- ৩০ স্কেল লেভেলের নিম্নে



বায় ট্রেডঃ যখন RSI ওভারসল্ড লাইন ৩০ লেভেলের উপরের দিকে আড়াআড়ি (Cross) কেটে যাবে তখন বায় অর্ডার করতে পারেন।

সেল ট্রেডঃ যখন RSI ওভারবট লাইন ৭০ লেভেলের নিচের দিকে আড়াআড়ি (Cross) কেটে যাবে তখন সেল অর্ডার করতে পারেন।

### RSI দিয়ে কিভাবে ট্রেড ক্লোজ করবেনঃ

RSI যেমন খুব ভালো একটি ইন্ডিকেটর ট্রেডে এন্টার করার জন্য আবার তেমনি ট্রেড থেকে বের হওয়ার জন্যও ভালো একটি ইন্ডিকেটর। অর্থাৎ এই ইন্ডিকেটরটি আপনাকে ট্রেডে ঢুকতে এবং বের হওয়ার সিগনাল দিবে। লক্ষ্য করবেন প্রাইস মুভমেন্টের উপর RSI প্রতিনিয়ত উপডেট হয় অর্থাৎ প্রাইস ট্রেন্ড আপ হলে RSI লাইন আপ ইন্ডিকেট করে আবার ডাউনট্রেন্ড হলে ডাউন ইন্ডিকেট করে, আপনি যখন বায় ট্রেড করবেন তখন আপনার লক্ষ্য থাকবে যে RSI ৭০ লেভেল ক্রস বা টাচ করেছে কি না সেই ক্ষেত্রে বেশি লাভের আশায় না থেকে ট্রেডটি ক্লোজ করে দিতে পারেন আবার যখন সেল ট্রেড করবেন তখন লক্ষ্য রাখবেন RSI ৩০ লেভেল টাচ করছে কি না সেই ক্ষেত্রেও আর বেশি লাভের রিক্ষ না নিয়ে সেল ট্রেডটি ক্লোজ করে দিতে পারেন।

বাউন্স ট্রেডিং আর ক্ষেত্রে ট্রেড ক্লোজ করতে ৭০ বা ৩০ লেভেল পর্যন্ত অপেক্ষা করলে নেগেটিভ সুফল আসতে পারে সেই ক্ষেত্রে ৫০ লেভেল ট্রেড ক্লোজ করে দিবেন। অর্থাৎ আপনার বায় ট্রেড হবে ৩০ লেভেল থেকে ৫০ লেভেল এবং সেল ট্রেড হবে ৭০ লেভেল থেকে ৫০ লেভেল।

এছাড়া RSI দিয়ে Divergence এবং Swing ট্রেড সহ অনেক স্ট্রেটিজিকেল ট্রেড করা যায় যা আমরা পরবর্তী এডভান্সড লেসনে শিখব।

## অধ্যায় ৪.৭

### ADX এবং Pivot Point ট্রেডিং

**ADX-Average Directional Index:** এই ইন্ডিকেটর দিয়ে একটি ট্রেন্ডের Strength (শক্তি) নির্ধারণ করতে পারবেন যে ট্রেন্ডটি কত শক্তিশালী বা কত দুর্বল। এই ক্ষেত্রে হাই রিডিং (High Reading) ট্রেন্ড একটি শক্তিশালী এবং লো রিডিং (Low Reading) ট্রেন্ড একটি দুর্বল ট্রেন্ডের ইঙ্গিত করে। এই ইন্ডিকেটরটি একটি এভারেজ ডিরেকশনাল লাইন সহ একটি প্লাস (+) ডিরেকশন এবং একটি মাইনাস (-) ডিরেকশন লাইনে তিনটি লেভেলের মাধ্যমে ট্রেডিং সিগনাল প্রদান করে।

## ଲାଇସ ପରିଚିତିଃ

ADX ଲାଇଁନ = Generally White

+DI ଲାଇଁନ = Green

-DI ଲାଇନ = Red

ଲେବେଲ ଅନୁସାରେ ADX ଟ୍ରେଡିଂ ସିଗନାଲ୍ସ

- ✓ ADX লাইন ০-২৫ লেভেলের নিচে অবস্থান করলে - বর্তমান ট্রেন্ডটি খুবই দুর্বল বা ট্রেন্ড নাই।
  - ✓ ADX লাইন ২৫-৫০ লেভেলের মধ্যে মুভ করলে - বর্তমান ট্রেন্ডটি শক্তিশালী।
  - ✓ ADX লাইন ৫০-৭৫ লেভেলের মধ্যে মুভ করলে - ট্রেন্ড খুব শক্তিশালী।
  - ✓ ADX লাইন ৭৫-১০০ লেভেলের মধ্যে মুভ করলে - ট্রেন্ড সর্বোচ্চপরিমাণে।
  - ✓ +DI লাইন যদি -DI লাইন এর উপরে থাকে - আপট্রেন্ড পজিশন।
  - ✓ -DI লাইন যদি +DI লাইন এর উপরে থাকে - ডাউনট্রেন্ড পজিশন।

ଆର ଯখନ ଦୁଟି DI ଲାଇନ କ୍ରସିଂ ହୟ ତଥନ ଟ୍ରେନ୍ଡ ଚେଷ୍ଟ ହଚେ ବୁଝାତେ ହବେ ଏବଂ ତାରପରେଇ ନିଶ୍ଚିତ ହତେ ପାରବେନ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟ୍ରେନ୍ଡଟି କି ହବେ ।



উপরের চিত্রমতে, - DI লাইন +DI লাইনকে ক্রস করে উপরে উঠছে যা ডাউনট্রেন্ড সিগনাল দিচ্ছে কিন্তু অন্যদিকে ADX লাইন ২০ লেভেলের নিচে চলে যাচ্ছে অর্থাৎ ট্রেন্ড সেল হলেও তা দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, তাই এই অবস্থায় ট্রেড না করে ADX ভেলু ২০ লেভেলের উপরে উঠার জন্য অপেক্ষা করুন।

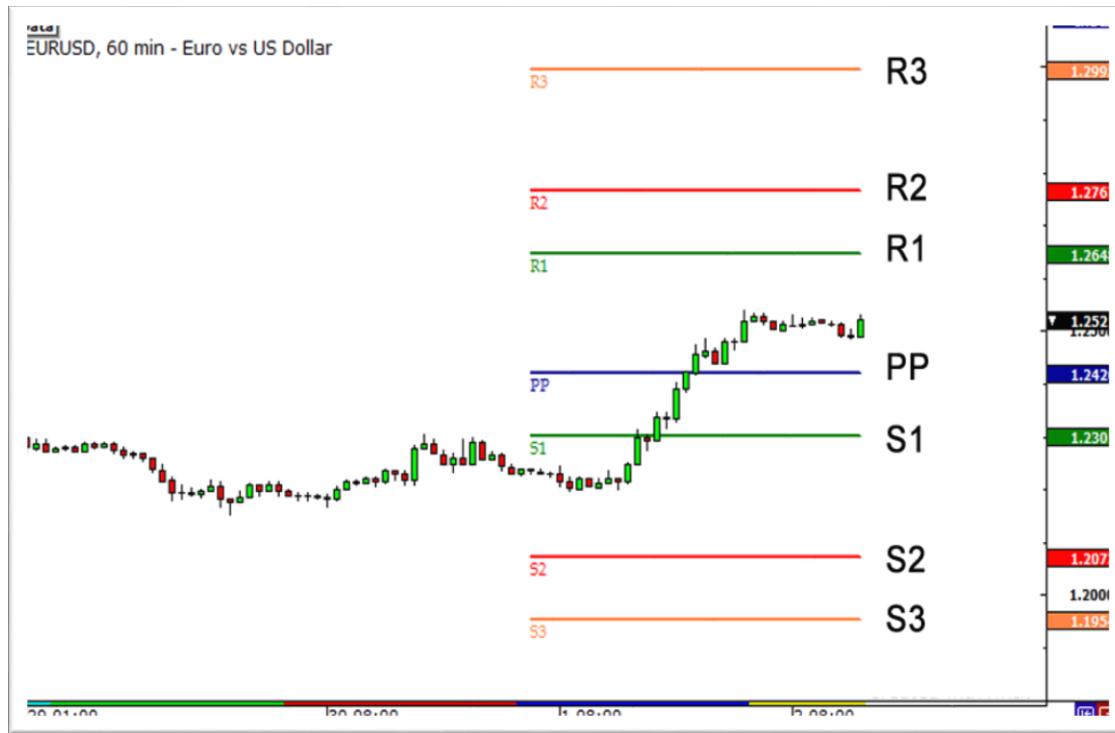
কখন ট্রেড করবেনঃ ADX -/+ লাইনের স্থান নির্ণয় এর মাধ্যমেই আপনাকে ট্রেডে চুকতে হবে। যখন ADX লাইন ২৫ লেভেল ক্রস করে এবং +DI লাইন -DI লাইন এর উপরে থাকে তখন বায় ট্রেড করবেন। বিপরীতভাবে ADX লাইন ২৫ লেভেল ক্রস করলে -DI লাইন যখন +DI লাইন এর উপরে থাকবে তখন সেল ট্রেড করবেন।

#### পিভট-পয়েন্ট (Pivot Point):

হল গাণিতিক ভাবে হিসেবকৃত এক ধরণের সংখ্যা বা মান যা দিয়ে ভবিষ্যৎ মার্কেট প্রাইস লেভেল বা সাপোর্ট এবং রেসিসটেন্স নির্ধারণ পূর্বক বায় এবং সেল সিগনাল দেয় বা পাওয়া যায়। এক দিনের মার্কেট High , Low এবং Closing Price এর মাধ্যমে পিভট-পয়েন্ট হিসেব করে একটি pivot-point (PP) ভেলু সহ তিনটি সাপোর্ট লেভেল ভেলু এবং তিনটি রেসিসটেন্স লেভেল ভেলু নির্ণয় করা হয়।

যদি মার্কেট প্রাইস PP ভেলুর উপরে থাকে তখন বুঝতে হয় মার্কেট আপট্রেন্ড এবং প্রাইস PP ভেলুর নিচে

থাকে তখন বুঝতে হয় মার্কেট ডাউনট্রেন্ড।



উপরের ছবিটি খেয়াল করুন...

**R1** = Resistance level one

**R2** = Resistance level two

**R3** = Resistance level three

**PP** = Pivot Point

**S1** = Support level one

**S2** = Support level tow

**S3** = Support level three

কিভাবে Pivot Point বের করবেনঃ

$$\text{Pivot Point} = \frac{\text{Previous Day high} + \text{Previous Day low} + \text{Previous Day closing}}{3}$$

কিভাবে Support & Resistance লেভেল বের করবেনঃ

$$R1 = (2 \times \text{Pivot Point}) - \text{Low} (\text{previous period})$$

$$S1 = (2 \times \text{Pivot Point}) - \text{High} (\text{previous period})$$

$$R2 = (\text{Pivot Point} - \text{Support 1}) + \text{Resistance 1}$$

$$S2 = \text{Pivot Point} - (\text{Resistance 1} - \text{Support 1})$$

$$R3 = (\text{Pivot Point} - \text{Support 2}) + \text{Resistance 2}$$

$$S3 = (\text{Pivot Point} - (\text{Resistance 2} - \text{Support 2}))$$

তবে এই কেলকুলেশন নিয়ে চিন্তার কোন কারণ নাই, অনলাইনে পিভট পয়েন্ট বের করার অনেক টুল পাওয়া যায় যা দিয়ে এক নিমিষে সবগুলো পয়েন্ট পেয়ে যাবেন।

আমি একটি পিভট পয়েন্ট কেলকুলেটর লিঙ্ক দিলাম, এখান থেকে বের করতে পারেন।

পিভট পয়েন্ট, সাপোর্ট এবং রেসিস্টেন্স ভেলু তো বের করলেন, এইবার চুলন কিভাবে এই পিভট পয়েন্টে ট্রেড করা হয়।

কঠিন কোন বাক্যালাপে না গিয়ে সহজ ভাবে বলছি, পিভট পয়েন্ট ভেলু থেকে রেসিস্টেন্স তিনটিকে উপরের তিনটি সিঁড়ি এবং সাপোর্ট তিনটিকে নিচের তিনটি সিঁড়ির মত চিন্তা করুন, প্রাইস যখন বেড়ে উপরের প্রথম () সিঁড়িতে পৌঁছায় তখন পরবর্তীতে আরো বেড়ে ২য় এবং ৩য় সিঁড়িতে পৌঁছানোর একটি ট্রেন্ড থাকে। আবার প্রাইস যখন কমে নিচের প্রথম () সিঁড়িতে পৌঁছায় তখন পরবর্তীতে প্রাইস আরো কমে ২য় এবং ৩য় সিঁড়িতে পৌঁছানোর একটি ট্রেন্ড থাকে। এটি ঘটে যখন মার্কেট ভলাটিলিটি হাই থাকে, লো মার্কেট ভলাটিলিটিতে তিনিটি লেভেল সব সময় পূরণ করে না।



উপরের ছবিতে দেখুন, প্রাইস সাধারণত যখন pivot point ভেলুকে যে দিকে ক্রস করে ক্লোজ হয় পরবর্তীতে প্রাইস সেদিকেই মুভ করতে থাকে। উপরের চিত্র অনুসারে প্রাইস pivot point ক্রস করার পর আপনি যখন বায় অর্ডার করবেন তখন R1 হবে আপনার জন্য টেকপ্রফিট লেভেল, আবার যখন R1 ক্রস করবে R2 হবে আপনার জন্য টেক প্রফিট এবং R1 হবে স্টপ লস। এই পদ্ধতিতে ট্রেড করে অনেক

ভালো ফলাফল পাওয়া যায়, তবে মনে রাখবেন মাঝে মাঝে এইসব সিস্টেম ব্রেক করে তাই ভালো অনুশীলন না করে লাইভ মার্কেটে ট্রেড করতে যাবেন না।

## অধ্যায় ৫.১

### ট্রেডিং সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট

#### শর্ট টাইম ট্রেডিং

##### **ট্রেডিং স্টাইল:**

এ অধ্যায় আমরা শিখব কিভাবে মূলত আপনি ভালো একটি ট্রেডিং সিস্টেমে ট্রেড করবেন, ফরেক্স মার্কেটে ট্রেডিং অনেক কঠিন আপনার জন্য যদি আপনার শক্তিশালী কোন ট্রেডিং ফর্মুলা বা ডিসিপ্লিন না থাকে, তাই স্ট্রেটিজি বা টেকনিক যত্যন আপনি ভালো জানেন না কেন, একটি প্রপার ট্রেডিং সিস্টেম না জেনে ট্রেড করলে কখনো একজন সফল ট্রেডার হতে পারবেন না। মনে রাখবেন ফরেক্স থেকে আনলিমিটেড ইনকাম করা যায় এটা সত্যি কিন্তু আপনার কাছে যদি সঠিক রসায়ন না থাকে তাহলে এই কথা আপনার জন্য মিথ্যা। অনেক ট্রেডার আছে যারা কয়েকটি টেকনিক শিখে বা না শিখে অন্ধকারে কয়েকটি চিল কারেন্ট করে আর মনে করে সে বুঝি ফরেক্স বুঝে গিয়েছে। কিন্তু একজন ভালো ট্রেডার কখনো এমন মন্ত্র চলে না, একজন ভালো ট্রেডার শিখতে অনেক সময় নেয় এবং তার ফলাফল লাভ করে সারাজীবন। তাই আপনাদেরকে বলছি, তাড়াহুড়ো না করে আগে সব গুলো বিষয় একটু সময় নিয়ে ভালো ভাবে আয়ত্ত করুন তারপর দেখুন আপনি সবচেয়ে ভালো করছেন।

যাহোক কথা অনেক হল এখন আসি মূল আলোচনায়। আপনি কিভাবে বুঝবেন যে সিস্টেমে আপনি ট্রেড করছেন সেটি সঠিক ? নিচে কিছু পয়েন্ট দিলাম সেগুলোর সাথে আপনার ট্রেডিং সিস্টেম মিলিয়ে নিন। এবং আপনার ট্রেডিং স্টাইলটি নির্বাচন করুন।

##### **ফরেক্স টাইম ফ্রেম ট্রেডিং:**

অনেক ট্রেডাররা ট্রেডিং টাইমফ্রেম না বুঝে ট্রেড করার কারণে ট্রেডে লস করে। নতুন ট্রেডাররা অনেক বেশি উত্তেজিত হয়ে কম সময়ে লাভ করতে গিয়ে ভুল টাইম ফ্রেমে ট্রেড করে যা তাদের ট্রেডিং স্টেটিজির সাথে সামঞ্জস্য নয়। এবং শেষে বিপল হয়ে আস্থা হারিয়ে ফেলে। কারন ভিন্ন ভিন্ন টাইমফ্রেমে মার্কেট চার্ট ভিন্ন ভিন্ন ট্রেন্ড নির্দেশ করে, যেমন আপনি যদি ৫ মিনিটের চার্ট দেখেন হয়ত মার্কেট তখন আপ ট্রেন্ড নির্দেশ করছে আবার একই চার্ট যদি ১ ঘন্টার ফ্রেমে দেখেন তখন হয়ত এভারেজ ট্রেন্ড সেল ও হতে পারে, তাই অর্ডার এর পূর্বে আপনাকে অবশ্যই আপনার সাথে সামঞ্জস্য টাইমফ্রেমে ট্রেডে ঢুকতে হবে। তবে ফরেক্স মার্কেটে নিশ্চিতভাবে সময় কখনও মেলাতে পারবেন না। আপনাকে টাইম সিলেন্ট করতে হবে

আপনার স্ট্রেটিজি এবং টার্গেট এর উপর ভিত্তি করে। মোটামুটি ৩ ধরণের টাইমফ্রেমে আপনার টার্গেট সেট করতে পারেন।

- ✚ ইন্ট্রাডে টাইমফ্রেম – ১-১৫ মিনিট
- ✚ শর্ট টাইমফ্রেম - ১-৪ ঘন্টা
- ✚ লং টাইমফ্রেম – ১ দিন বা তার বেশি

**১। শর্ট টাইম ট্রেডিং:** এই পদ্ধতিতে আপনি দু'ধরনের ট্রেড করতে পারেন

- ক্ষেলপিং
- ডে-ট্রেডিং

**২। লং টাইম ট্রেডিং:** এই পদ্ধতিতেও আপনি দু'ধরনের ট্রেড করতে পারেন

- সুয়িং ট্রেডিং
- পজিশন ট্রেডিং

**শর্ট টাইম ট্রেডিং- ক্ষেলপিং:** এই ধরণের ট্রেডিং এ খুব সংক্ষিপ্ত সময়ে আপনাকে ট্রেডে চুক্তে হবে এবং ট্রেড থেকে বের হতে হবে যা কয়েক সেকেন্ড ও হতে পারে। যেহেতু খুব স্বল্প সময়ের ট্রেড তাই আপনাকে প্রচুর ট্রেড করতে হবে যার পরিমাণ দৈনিক ১০০ হতে পারে। প্রতি ট্রেডে খুব সিমিত প্রফিট করবেন যেমন ৩-৫ পিপস। ১ মিনিটের চার্টের উপর ভিত্তি করে একটি গতিশীল মার্কেট ট্রেন্ডে এই ট্রেড করবেন।

#### ক্ষেলপিং ট্রেডের সুবিধাঃ

- সামান্য রিস্কে ট্রেড।
- হাই সিস্টেম একুরিসি।
- ফান্ডামেন্টাল এনালাইসিসের প্রয়োজন নাই।
- হঠাত মার্কেটে পরিবর্তনেও রিস্ক থাকে না।
- প্রতিদিন অনেক বার এই সুবিধা পাওয়া যায়।

#### ক্ষেলপিং ট্রেডের অসুবিধাঃ

- এই ট্রেডে প্রচন্ড মানসিক অস্থিরতা কাজ করবে
- ফাস্ট অর্ডার এক্সিকিউশন ব্রোকার হতে হবে।
- ট্রান্সজেশন কস্ট অনেক বেশি দিতে হবে। (যদি দৈনিক ২০টা ট্রেড করেন ৬০পিপস স্প্রেড দিতে হবে)।

**শর্ট টাইম ডে-ট্রেডিং:** এই ধরণের ট্রেড কয়েক মিনিট থেকে শুরু করে সারাদিন ব্যাপী হতে পারে। ট্রেডারদের এই সকল ট্রেডে চুক্তে খুবই ডিসিপ্লিন এবং ধর্য্যের সাথে মার্কেট ট্রেন্ডের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এই ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ট্রেডাররা টেকনিক্যাল স্ট্রেটিজি ফলো করেন। এই সিস্টেমে দৈনিক ট্রেডের সংখ্যা ১-৫ টি হয়। ডে-ট্রেডিং ট্রেডের জন্য ৫-৩০ মিনিটের চার্টে ট্রেড করা উত্তম।

### ডে-ট্রেডের সুবিধাঃ

- অতি মাত্রায় ইনকাম করা যায়।
- স্বল্পমেয়াদী ট্রেডে ট্রেড করতে পারা যায়।
- মার্কেটে পরিবর্তনেও রিস্ক থাকে না।
- সব সময় বিকল্প একটি পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়।

### ডে-ট্রেডের অসুবিধাঃ

- একটি সঠিক নিয়ম তান্ত্রিক পদ্ধতিতে ট্রেড করতে হয়।
- ট্রেডিং আউটপুট পেতে অতিমাত্রায় ধর্ঘ্যে লাগে।
- ভিন্ন ভিন্ন মার্কেটে ভিন্ন ভিন্ন স্ট্রেটিজি এপ্লাই করতে হয়।
- প্রতিনিয়ত মার্কেট নিউজ এর সাথে আপডেট থাকতে হয়।

## অধ্যায় ৫.২

### ট্রেডিং সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট - লং টাইম ট্রেডিং

**লং টাইম - সুয়িং ট্রেডিং:** এই প্রকার ট্রেডিং এর মেয়াদ ৩-৫ দিন এর মত হয়। মিডিয়াম টার্ম ট্রেডে এই ট্রেড করার সুবিধা পাওয়া যায় এবং যে কোন সময়ে ট্রেডে প্রবেশ করা যায়। দিনে কয়েকবার ট্রেড মনিটর করতে হয় এবং ১-৪ ঘন্টার চার্টে এই ট্রেড করতে হয়। এই ট্রেডের জন্য স্ট্রেটিজি হিসেবে টেকনিক্যাল এনালাইসিসের ডাবল টপ/বটম , ট্রাইয়াঙ্গেল চার্ট প্যাটার্ন বেশি ব্যাবহার হয়।

### সুয়িং ট্রেডের সুবিধাঃ

- এক ট্রেডে অনেক আয়ের সম্ভাবনা থাকে।
- ডে-ট্রেডিং এর চেয়ে এই ট্রেডে রিটার্ন বেশি থাকে।
- ট্রেডারদের লম্বা সময় থাকে বলে মার্কেট ফলিং এ অস্থিরতা থাকে না।
- ট্রানজেকশন কস্ট কম।
- মানসিক চাপ কম থাকে।

### সুয়িং ট্রেডের অসুবিধাঃ

- লো ইনভেস্টমেন্ট করা যায় না।
- দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হায় রিটার্ন এর জন্য।
- এই ধরণের ট্রেডিং সিস্টেম একুরিসি ভাল নয়।

- সেশন ব্রেকে রিস্ক থাকে।

**পজিশন ট্রেডিং:** এটি হচ্ছে ফরেক্স মার্কেটের সবচেয়ে দীর্ঘ মেয়াদী ট্রেডিং যা কয়েকদিন থেকে শুরু করে কয়েক মাস পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। এই পদ্ধতিতে ট্রেডারদের সব সময় লং টাইম ফোরকাস্ট আর উপর ট্রেড করতে হয়। ৪ ঘন্টা – ডে-চার্ট এর উপর ভিত্তি করে এই ট্রেডে অর্ডার করতে হয়। এই ট্রেডে ডেইলি ২-১ বার মনিটরিং করলে চলে। দীর্ঘ সময়ের পিভট পয়েন্ট ব্রেকে এই ট্রেড করা যায়।

### পজিশন ট্রেডের সুবিধাঃ

- ৫০০ পিপস এর বেশি রিটার্ন পাওয়া যায়।
- মার্কেট নেগেটিভ মুভে ট্রেডার অঙ্গীরতা থাকে না।
- ট্রানজেকশন কস্ট কম।
- মানসিক চাপ কম থাকে।

### পজিশন ট্রেডের অসুবিধাঃ

- লো ইনভেস্টমেন্ট করা যায় না।
- রিটার্ন এর জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়।
- এই ধরণের ট্রেডিং সিস্টেম একুরিসি ৫০%।
- সেশন ব্রেকে রিস্ক থাকে।

কোন স্টাইলে ট্রেড করবেনঃ প্রত্যেক ট্রেডার এর একটি স্বাধীন চেতনা, ট্রেডিং স্ট্রেটিজি , উদ্দেশ্য এবং সময় এর অভিগ্রহণ থাকে, তাই কে কোন স্টাইলে ট্রেড করবেন তা একান্তই নির্ভর করছে আপনার টার্গেট এবং চাওয়ার উপর। যেমন আপনি যদি একজন চাকুরীজীবী হউন তাহলে আপনার জন্য সুয়িং বা ডে-ট্রেডিং উভয় হতে পারে। অথবা আপনি যদি প্রতিনিয়ত চার্টে চোখ রাখতে পারেন তাহলে ক্লিপিং ভালো হতে পারে।

কিংবা আপনি যদি ফান্ডামেন্টাল এনালাইসিসে ট্রেড করতে চান তাহলে আপনার জন্য লং টাইম বা পজিশন ট্রেড ভালো হতে পারে। তাই আপনার চাহিদা কি এবং কি ধরনের সময় ব্যায় করতে পারবেন ট্রেডিং এর জন্য সব হিসাব কষে তারপর সিদ্ধান্ত নিন কোন ট্রেডিং স্টাইলে আপনি ট্রেড শুরু করবেন। তবে সিদ্ধান্ত আপনার যা-ই হোক না কেন রিয়েল ট্রেডে যাওয়ার আগে অবশ্যই ডেমোতে আপনার স্টাইল পারফেক্ট কিনা তা যাচাই করে নিবেন।

## অধ্যায় ৫.৩

### ট্রেডিং ফেইজ এবং কী-পয়েন্টস

#### ট্রেডিং ফেইজ:

আপনার ট্রেডকে আরো নিপুনভাবে পরিচালনা করার জন্য আপনাকে আরো কিছু বিষয় এর উপর জোর দিতে হবে। যা আপনার ট্রেডকে আরো বেশি ইফেক্টিভ এবং ফলক্রস করবে। এবং ফাইনালি স্ট্রং একটি ট্রেডিং সিস্টেমে ট্রেড করতে সাহায্য করবে।

**১। হিস্টোরিকেল মুভসঃ** ট্রেড ওপেন করার আগে পূর্বের চার্ট প্যাটার্ন বা চার্ট মুভমেন্ট ভালোভাবে দেখে কয়েকটি মুভমেন্ট নির্দিষ্ট করুন যেগুলো আপনার স্ট্রেচিজির সাথে মানানসই। অর্থাৎ কয়েকটি চার্ট মুভমেন্ট সেম্পল নির্দিষ্ট করুন।

**২। সেট আপঃ** যেসব চার্ট মুভমেন্ট গুলো পছন্দ করলেন এইবার খুজে বের করুন ঐ সকল চার্ট মুভমেন্টে কমন প্যাটার্নগুলো কি। যেমনঃ আপনি লক্ষ্য করলেন সবগুলো মুভমেন্ট তৈরি হয়েছে এক একটি *consolidation pattern* এর পরে অথবা দেখলেন মার্কেট মুভমেন্ট সব সময় একটি নির্দিষ্ট লেভেলের উপরে বা নিচে ঘোরাঘুরি করছে। এভাবে আপনি আইডিয়া পেয়ে যাবেন মার্কেট মুভমেন্ট কি পরবর্তী মুভমেন্ট কি হবে।

**৩। ট্রেডিং এন্ট্রি রুলঃ** এইবার ট্রিগ করার পালা, অর্থাৎ চার্ট মুভমেন্ট ঠিক করলেন এবং মুভমেন্ট গুলো কখন কোন পর্যায় এসে অবস্থান নিয়েছে জেনে গোলেন হিস্টোরিকেল মুভস এবং সেট আপ ফেইজ এর মাধ্যমে। তাই এখন অর্ডার করা খুব সহজ হয়ে গেল আপনার জন্য, বর্তমান মার্কেট মুভস কি তা পূর্বের আপনার পছন্দ করা সেট আপ প্যাটার্ন এর সাথে মিলান এবং পরবর্তী অর্ডার করুন। যেমন ধরুন মার্কেট এখন এমন একটা পর্যায় আছে যার পূর্বের মুভ ছিল রিভারসেল তাই এখনো আপনি রিভারসেল অর্ডার এর জন্য রেডি হতে পারেন যদি ফান্ডামেন্টাল কোন ইফেক্টিভ নিউজ না থাকে। তবে পুরোপুরি হিস্টোরিকেল চার্ট নির্ভর না হয়ে স্ট্রেচিজি মোতাবেক অর্ডার করুন।

**৪। রিস্ক ম্যানেজমেন্টঃ** এই ফেইজে আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে আপনি যদি ট্রেড লস করেন বা ট্রেড যদি আপনার প্রতিকূলে যায় তাহলে কত পয়েন্ট পর্যন্ত ত্যাগ করবেন।

**৫। এক্সিট এবং টেকপ্রফিট লেভেলঃ** মাঝে মাঝে এমন হয় আপনার ট্রেডটি টেক প্রফিট ও হিট করে না আবার স্টপ লস ও ট্রিগ করে না। এই অবস্থায় আপনাকে স্ট্রেচিজি একটু চেঞ্জ করতে হবে অর্থাৎ আপনি যেরকম একটি ক্রস অভাবে মার্কেটে ঢুকেছেন ঠিক আরেকটি নেগেটিভ ক্রসওভারে মার্কেট থেকে বের হয়ে জেতে হবে। অর্থাৎ যদি আপনি একটি রিভার্সেল প্যাটার্নে মার্কেটে ঢুকেন তাহলে পরবর্তী আপনার বিপরীত রিভার্সেল প্যাটার্নে আপনাকে মার্কেট থেকে বের হয়ে যেতে হবে। অথবা আপনি RR Ratio ২:১ তে ট্রেড সেট করতে পারেন।

- ৬। **ট্রেড ম্যানেজমেন্ট:** এই ফেইজে আপনাকে ঠিক করতে হবে আপনি কি একাধিক ট্রেড করবেন নাকি ক্ষেলপিং করবেন।
- ৭। **মানি ম্যানেজমেন্ট:** আপনার ট্রেডিং ব্যালেন্স কিভাবে ব্যবহার করবেন।
- ৮। **সিস্টেম টেস্টিং:** (বিস্তারিত আলোচনা এডভান্সড কোর্সে পাবেন);

## Key Point of Developing Trade:

ভালো ট্রেডিং সিস্টেম সাজাতে বা তৈরি করতে নিচের পয়েন্ট গুলো জেনে নিয়ে ট্রেড করুন।

- ১। ট্রেডের ক্ষেত্রে নিজের করা একটি সুন্দর ট্রেডিং প্ল্যান তৈরি করুন।
- ২। ট্রেডিং এর ক্ষেত্রে ২-৩ টি ইন্ডিকেটর এর সাহায্য নিন, অনেকগুলো ইন্ডিকেটর ব্যবহার এর দরকার নেই।
- ৩। মানি ম্যানেজমেন্ট এর মাধ্যমে ট্রেড শুরু করুন।
- ৪। প্রতি ট্রেডে টেক প্রফিট সহ স্টপ লস সেট করে ট্রেড করুন।
- ৫। ট্রেডিং এর সময়ব্যাপ্তি অনুসারে প্রফিট নিন। প্রফিটেবল ট্রেড তাড়াতাড়ি ক্লোজ এবং লস ট্রেডকে দীর্ঘায়িত করা থেকে বিরত থাকুন।
- ৬। কয়েকটি ট্রেডে সাকসেস এর সাথে সাথে রিস্ক বাড়াবেন না। অতিরিক্ত ট্রেড করবেন না।
- ৭। ট্রেডের মাঝামাঝি সময়ে ট্রেডিং প্ল্যান চেঙ্গ করবেন না।
- ৮। নতুন স্ট্রেটিজিতে সরাসরি রিয়েল একাউন্টে ট্রেড করবেন না, আগে ডেমোতে সাকসেস রেইট দেখে নিন।
- ৯ সফল এবং ব্যর্থ উভয় ট্রেডের এর রেকর্ড রাখুন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে।
- ১০। রোবট সহ বিভিন্ন রেডিমেইট অটো ট্রেডিং টুল এর উপর নির্ভর করে ট্রেড করবেন না।
- ১১। ট্রেন্ডের বিপরিতে ট্রেড করবেন না। মনে রাখবেন ট্রেন্ড ইজ ইউর ফ্রেন্ড।
- ১২। দু-একটা ট্রেডে লস করে রেগে গিয়ে টোটাল রিস্ক নিবেন না।
- ১৩। ফ্রেশ মাইন্ড না নিয়ে ট্রেড শুরু করবেন না।
- ১৪। আপনার ট্রেডিং অভিজ্ঞতা শেয়ার করুন এবং স্ট্রেটিজি ডেভেলপ করুন সব সময়।
- ১৫। প্রতিদিন নির্দিষ্ট পরিমাণে বা নির্দিষ্ট প্রফিট টার্গেটে ট্রেড করুন। টার্গেট ফিলাপ হয়ে গেলে ঐ দিনের জন্য ট্রেড সমাপ্ত করুন। মার্কেট ভলাটিলিটি ভালো না থাকলে টার্গেট ফিল করতে যাবেন না।
- ১৬। ইমোশনাল ট্রেড করবেন না লোভ করবেন না।
- ১৭। একাধিক ট্রেডের ক্ষেত্রে কো-রিলেটেড কারেন্সি পেয়ারে ট্রেড করবেন না। যেমনঃ যদি EUR এবং GPB উভয়কে বায় বা সেল অর্ডারে ট্রেড করেন তাহলে প্রফিট বা লস রেসাল্ট প্রায় সমান আসবে এবং মার্কেট আপনার বিপরিতে গেলে রিস্ক বেড়ে যাবে।
- ১৮। ট্রেডিং পসিবিলিটি নিয়ে ট্রেড করুন, কখনো দেখবেন লস ট্রেডে আপনার অনভিজ্ঞতার কোন কারণ নেই।

- ১৯। ট্রেডের ক্ষেত্রে প্রতি ট্রেডে প্রফিট আশা করবেন না।
- ২০। শর্ট টাইম ট্রেডের ক্ষেত্রে একটিভ টাইম সেশন বুরো ট্রেড করুন।

## অধ্যায় ৬.১

### ট্রেডিং প্ল্যান

লক্ষ্য → টার্গেট কারেন্সি → প্রিপারেশন → টাইমফ্রেম → স্ট্রেচিজি → মেজর ইভেন্ট এবং সতর্কতা।

প্রত্যেক কাজের সফলতার মূল হল একটি ভালো প্ল্যানিং। ফরেক্স মার্কেটে ও ভালো ট্রেডার যারা তাদের সফলতার মূলে রয়েছে একটা প্রপার ট্রেডিং প্ল্যান। আপনি অনেক কিছুই জানেন এবং ভালো ট্রেড করেন কিন্তু আপনার ট্রেডগুলো যদি কোন পরিকল্পনা মাপিক না হয় তাহলে অনেক ক্ষেত্রেই আপনাকে বেগ পেতে হয়। একটি সঠিক ট্রেডিং প্ল্যান আপনাকে আপনার লক্ষ্য পৌছাতে একটি সুন্দর ও সুশঙ্খল নির্দেশনা প্রদান করে। এবং আপনার ট্রেডগুলো এলোমেলো হয় না। আমাদের অনেক ট্রেডারদের একটি বড় সমস্যা হল ইচ্ছেমত ট্রেড করা, আমরা যখন মার্কেটে প্রবেশ করি তখন অনেকেই ভুলে যাই মিনিমাম এনালাইসিসের কথা, চিন্তা করি না বর্তমান মার্কেট অনুযায়ী এখন কোন স্ট্রেচিজি এপ্লাই করা উচিত এবং পরিশেষে ট্রেডিং লস করি। কিন্তু আপনি যদি প্ল্যান মোতাবেক ট্রেড শুরু করেন তাহলে আপনার ট্রেডিং এ এইসব এলোমেলো ভাব থাকবে না এবং লস ট্রেডিং এর সুযোগ থাকবে না।

যাই হোক, চুলুন একটি ট্রেডিং প্ল্যান তৈরি করি।

লক্ষ্যঃ ট্রেডে প্রবেশ করার আগে আপনাকে ডিসিশন নিতে হবে আপনি দৈনিক কত পিপ এভারেজ প্রফিট করতে চান। যেমন আপনি ঠিক করলেন আপনি দৈনিক ১৫ পিপস প্রফিট করবেন। তাহলে আপনার লক্ষ্য হল আপনি দৈনিক ৫০ পিপস প্রফিট করবেন।

**টার্গেট কারেন্সি:** আপনি যখন স্থির করলেন যে আপনি দৈনিক ১৫ পিপস প্রফিট চান, এখন আপনার দ্বিতীয় কাজ হল, আপনি কোন কারেন্সিতে ট্রেড করবেন তা ঠিক করা। কারেন্সি সিলেকশন করার ক্ষেত্রে কো-রিলেটেড কারেন্সি বাদ দিয়ে কারেন্সি সিলেক্ট করুন। যেমনঃ আপনি ঠিক করলেন আপনি আপনার লক্ষ্য পুরনের জন্য তিনিটি কারেন্সিতে ট্রেড করবেন। EUR/USD, GBP/CHF, AUD/JPY।

**মার্কেটিং কারেন্সি:** সিলেক্ট করার পর আপনি ঘুরে আসুন কোন কারেন্সি মার্কেটটি আপনার ট্রেডিং উপযোগী। অর্থাৎ আপনাকে আপনার পছন্দ করা কারেন্সি চার্ট ঘুরে আসতে হবে এবং দেখতে হবে ঐ নির্দিষ্ট কারেন্সি মার্কেট সেশন কতক্ষণ একটিভ এবং ঐ সময়ের মধ্যে আপনি ট্রেডে প্রবেশ করে আপনার ট্রেড শেষ করতে পারবেন কিনা।

**প্রিপারেশন:** আপনি লক্ষ্য এবং টার্গেট কারেন্সি ঠিক করলেন এখন আপনার কাজ হল ট্রেডিং এ প্রবেশ করার জন্য প্রিপারেশন নেওয়া। ফাইনালি ট্রেডে প্রবেশ করার ইকোনমিক ক্যালেন্ডার দেখুন আপনার পছন্দ করা কারেন্সিতে আজকে কোন নিউজ আছে কিনা যা ঐ কারেন্সিকে ইফেক্ট করতে পারে। এবং সাপোর্ট অ্যান্ড রেসিস্টেন্স লেভেল নির্ধারণ করে নিন।

**টাইমফ্রেম:** এই স্টেজে আপনি কোন ধরনের ট্রেড করবেন তার উপর ভিত্তি করে টাইম সিলেক্ট করতে হবে। যেমন আপনি যদি শট ট্রেড করেন তাহলে ১৫ মিনিট এবং ১ ঘন্টার চার্ট ট্রেন্ড মোতাবেক মুভ করুন। দৈনিক ১৫ পিপস এর টার্গেটে আপনি প্রতি ট্রেড থেকে ৫ পিপস আশা করে শট ট্রেড করতে পারেন। আবারো বলছি টাইমফ্রেম সিলেকশন হবে আপনার টার্গেট পিপস এর উপরে।

**স্ট্রেটিজি:** এইবার ট্রেডে প্রবেশ করার পালা। সব কিছুই মোটামুটি ঠিক করে নিলেন, এইবার একটু এনালাইসিস করতে হবে। মার্কেট ট্রেন্ড ডিরেকশন যদি আপনার কাছে স্পষ্ট না হয় তাহলে অপেক্ষা করুন মার্কেট নতুন একটি ফরমেশন তৈরি করা পর্যন্ত এবং মার্কেট মুভিং এভারেজ সহ সাপোর্ট অ্যান্ড রেসিস্টেন্স লেভেল ভালোভাবে দেখে ট্রেডে প্রবেশ করুন। এরপর পূর্বে যা যা শিখলেন যেমন, টেক প্রফিট, স্টপ লস সহ আনুষঙ্গিক সব কিছু করুন।

**মেজর ইভেন্ট এবং সতর্কতাঃ** কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরদের বক্তৃতার সময় ট্রেড করবেন না। যেমনঃ ব্যাংক অব ইংল্যান্ড, ফেডারাল রিসার্ভ, সাঙ্গো ব্যাংক ব্রোকার রিভিউ রিলিসে ট্রেড করার দরকার নেই। কারন ঐসব সময়ে মার্কেট ভলাটিলিটি খুব বেশি থাকে তাই আপনি যদি ট্রেন্ডের বিপরীতে থাকেন তাহলে বিশাল ক্ষতির সন্তান আছে। কোনদিন যদি আপনার টার্গেট কারেন্সিতে মার্কেট মুভমেন্ট ভালো না দেখেন জোর করে ট্রেড করতে যাবেন না, ঐ দিনের মত ট্রেড সমাপ্তি ঘোষণা করুন। জোর করে টার্গেট পূরণ করতে যাবেন না।

## অধ্যায় ৭.১

### ব্রোকার রেগুলেশন

#### ফরেক্স ব্রোকারঃ

ট্রেড শুরু করতে একাউন্ট ওপেন করার জন্য প্রয়োজন হয় একটি ব্রোকারের। ফরেক্স মার্কেটের অসংখ্য ব্রোকারের মধ্য থেকে কোন ব্রোকারটি কেমন, কার সুবিধা কেমন, কিংবা কার কি অসুবিধা, কোন ব্রোকার লেনদেন এর দিক দিয়ে কতটা স্বচ্ছ বা কোন ব্রোকারটি রেগুলেটেড ইত্যাদি নানা বিষয় জেনে শুনে ব্রোকার সিলেক্ট করতে হয়। আপনি নতুন কিংবা পুরাতন যেমন ট্রেডার হোন না কেন, বিষয়টির উপর নির্ভর করছে আপনার ট্রেডিং স্বচ্ছতা।

তাই এখন আমরা দেখব একটি ব্রোকার এর কি কি সুবিধা এবং স্বচ্ছতা থাকলে তাকে রিয়েল ব্রোকার বলা যায়।

কোন ব্রোকার কে রিয়েল প্রমাণিত করতে চাইলে সেই ব্রোকার এর নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর স্বচ্ছতা অনুধাবন একান্ত প্রয়োজন।

**১। ব্রোকারটি রেগুলেটেড (Regulated):** ব্রোকার নির্বাচনে আপনার প্রথম প্রশ্নটি হল আপনি যে ব্রোকারটি সিলেক্ট করতে যাচ্ছেন তা ব্রোকার নিয়ন্ত্রক অর্গানাইজেশন বা অথোরিটি থেকে রেগুলেটেড কিনা। কারণ প্রত্যেকটি রেগুলেটেড ব্রোকার কে তার ফাইনেনশিয়াল রিপোর্ট সাবমিট করতে হয় রেগুলেটরি অথোরিটির কাছে। আর যখন কোন ব্রোকার তা সাবমিট করতে অপারগ হয় বা সাবমিট করে না তখন রেগুলেটরি অথোরিটি ঐ ব্রোকার চার্জ করে বা তার মেম্বারশীপ বাতিল করে। দেশ ভিত্তিক ব্রোকার রেগুলেটরি অথোরিটি ভিন্ন হতে পারে। যেমনঃ আমেরিকান (U.S. based) ব্রোকার হলে তাকে লোকাল অথোরিটি NFA (National Futures Association) এবং CFTC (Commodity futures Trading Commission) দ্বারা অথোরাইজড হতে হবে। আবার সুইস বেসড(Swiss Based) ব্রোকার হলে তাকে অবশ্যই FDF (Federal Department of Finance) এবং U.K. বেসড ব্রোকার হলে তাকে FSA দ্বারা অথোরাইজড হতে হবে। তাই আপনি যে ব্রোকারকে সিলেক্ট করছেন তার এই স্বচ্ছতা গুলো দেখে নিশ্চিত হতে পারেন।

**২। ট্রেডিং কন্ডিশন(Trading Conditions):** আপনি দ্বিতীয় যে বিষয় গুলো দেখবেন তা হল ঐ ব্রোকার এর ট্রেডিং সুবিধাগুলো।

যেসব বিষয় আপনি দেখবেন সেগুলো হলঃ

- ক) **Spread:** অবশ্যই দেখবেন কারেন্সি পেয়ারে অন্যদের তুলনায় স্প্রেড কত কম, স্প্রেড যত কম হবে আপনার ট্রেডিং ক্যাপাবিলিটি তত ভালো হবে।
- খ) **Platform Execution:** অর্থাৎ আপনি দেখবেন এই ব্রোকারের ট্রেডিং এক্সিকিউশন কত ফাস্ট। অর্থাৎ আপনি যখন কোন অর্ডার মেইক করেন তখন কত দ্রুত আপনার অর্ডারটি মেইক হচ্ছে।
- গ) **Fractional Trading:** আপনি যদি মিনি লট বা মাইক্রো লট ট্রেডিং ট্রেডার হোন তাহলে দেখতে হবে এই ব্রোকারের Fractional Trading সুবিধাটা আছে কিনা। কারণ সব ব্রোকার মাইক্রো লট বা Fractional Trading সাপোর্ট করে না।
- ঘ) **Safety of Funds:** আপনাকে আরো নিশ্চিত হতে হবে আপনার ইনভেস্টিং এমাউন্টটি কতটুকু নিরাপদ। ব্রোকাররা তাদের একটি Segregated Account সুবিধার মাধ্যমে তা নিশ্চিত করে।
- ঙ) **Trading Platform:** সহজভাবে ব্যবহার সুবিধা দেখবেন, এটি সব ব্রোকারের ক্ষেত্রে ডিফল্ট হয়ে থাকে তাই চিন্তার তেমন কোন কারন নাই।
- চ) **Minimum Investment:** এই বিষয়টি ও খুব গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ এই ব্রোকার সর্বনিম্ন কত এমাউন্ট ডেপোজিটে ট্রেডিং সুবিধা প্রদান করছে।
- ছ) **Margin(Leverage):** এই ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হল আপনার চাহিদা অনুসারে ব্রোকার এই পরিমান মার্জিন সুবিধা দিচ্ছে কিনা তবে মোটামুটি এখন প্রায় ব্রোকার ১-৬০০ লিভারেজ দিচ্ছে।
- জ) **One Click Dealing:** যদি আপনার ট্রেডিং স্টাইল হয় খুব স্লল্প সময়ের এবং আপনি যদি দ্রুততার সাথে মার্কেটে প্রবেশ করতে চান এই অপশনটি আপনার জন্য।
- ঝ) **Advanced type of orders:** কখনো আপনি আপনার ট্রেডিং স্ট্রেটিজিতে দুটি অর্ডার করতে পারেন শর্ত হলে একটি যেকোন একটি অর্ডার এক্সিকিউট হলে অপর অর্ডারটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কেনসেল (OCO) হয়ে যাবে। তাই আপনার ট্রেডিং স্ট্রেটিজি অনুসারে ব্রোকারের এই সুবিধাটি দেখতে পারেন। এছাড়া GTC(Good till Canceled), GFD(Good for the Day) নামক কিছু অর্ডার সুবিধা ব্রোকাররা দিয়ে থাকে।
- ঝঃ) **Support for Handheld, Mobile and other device:** এই সুবিধাটি না উল্লেখ করলেও আপনি অনুভব করতে পারতেন, আপনার পকেট ডিভাইস সাপোর্ট প্লাটফর্ম হলে কতখানি সুবিধা তা আশা করছি আর বিজ্ঞারিত বলেতে হবে না।
- ঠ) **Trade Directly from the chart:** অনেক ট্রেডার আছে যারা সরাসরি চার্ট থেকে ট্রেড করতে চায়। তাই চার্ট থেকে ট্রেডিং কৌট পেনেল সুবিধাটি আপনার প্রয়োজন হতে পারে।
- ঠঃ) **Trailing Stop:** এটি ফরেক্স মার্কেটের খুবই সুন্দর একটি সুবিধা যা ব্যাবহার এর মাধ্যমে মার্কেট আপনার অনুকূলে আপনি আপনার প্রফিটকে লক করার মাধ্যমে বাড়াতে পারেন।

এছাড়া ও ট্রেড শুরু করলে আপনি আরো বিভিন্ন ধরনের সুবিধা অনুভব করবেন এবং ব্রোকার ওভারভিউ বা পর্যবেক্ষণ এর মাধ্যমে আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত ব্রোকারকে সিলেক্ট করে নিবেন।

৩। অধ্যাবসায় (Diligence): আশা করছি ইতিমধ্যে আপনি ২-৩টি ব্রোকারকে প্রাথমিক ভাবে সিলেক্ট করে ফেলেছেন। এবং ট্রেড করার জন্য তাদেরকে ফাইনাল লিস্টে নিয়েছেন। আপনি সঠিক এবং স্বচ্ছ ব্রোকার সিলেক্ট করেছেন কিনা তা নিশ্চিত হতে ভিবিন্ন রকম ফরেক্স ফোরামে (যেমন forexfactory, forexnews, babypips, bdforexpro ইত্যাদি) একটি পোস্ট দিন আপনার প্রশ্নের উত্তর দেয়ে, দেখবেন অনেক এক্সপার্ট ট্রেডার এবং অভিজ্ঞ যারা আছে তারা আপনার পোস্টের সঠিক রিপ্লাই দিবে এতে করে আপনি নিশ্চিত হতে পারবেন যে আপনার সিদ্ধান্ত কর্তৃক সঠিক ছিল।

এছাড়াও আপনি যেসব বিষয়গুলো নিশ্চিত হয়ে ব্রোকার সিলেক্ট করতে পারেন তা হলঃ

- ১। **Customer Service:** এই বিষয়টি একজন ট্রেডারের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ব্রোকারটি কি কাস্টোমারের প্রতি সদয়? তারা কি কাস্টোমারকে প্রতিনিয়ত সাহায্য করতে ইচ্ছুক?
  - ২। **Slippage:** এটি এমন একটি বিষয় যা নির্দেশ করে যে, আপনার অর্ডার করা একচুয়েল ভেলুতে কি অর্ডারটি সম্পূর্ণ হয়েছে? এবং আপনার টেক প্রফিট এবং স্টপ লস মোতাবেক অর্ডারটি সম্পূর্ণ হয়েছে কিনা ইত্যাদি।
  - ৩। **Manual Execution:** কিছু ব্রোকার আছে যারা স্কেল্পিং বা অটোট্রেডিং পছন্দ করে না। আর এসব ব্রোকারে যখন কোন ট্রেডার তা করতে যায় তখন ব্রোকার থেকে ম্যানুয়াল ট্রেডিং করতে ফোরস করা হয়। অর্থাৎ এই ব্রোকারে হিটম্যান ট্রেড ছাড়া অন্য কোন রোবটিক ট্রেড এক্সিকিউট করবে না।
  - ৪। **Re-Quotes:** এটা ঘটে যখন আপনি বায় অথবা সেল বাটন ক্লিক করছেন কিন্তু ফ্লাটফর্ম বা মেটা ট্রেডার আপনার অর্ডারটি এক্সিকিউট করছে না।
- ৮। **Testing:** এইবার ব্রোকার কনফার্ম করার পালা, অর্থাৎ এতক্ষণের আলোচনায় আপনি যে ব্রোকারকে আপনার ট্রেডিং এর জন্য সঠিক মনে করছেন প্রথমে তাকে ডেমো একাউন্টের মাধ্যমে আপনার সবগুলো ট্রেডিং স্টাইল টেস্ট করুন এবং যদি সেটিসফের্টিরি রেজাল্ট পান তাহলে ঐ নির্দিষ্ট ব্রোকারকে ফাইনাল করুন।

তাই উপরোক্ত বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ এর মাধ্যমে আপনি একটি সঠিক ব্রোকার সিলেক্ট করে আপনার ট্রেডিং পরিচালনা করতে পারেন সাফল্যমণ্ডিতভাবে।

বিভিন্ন ব্রোকার রেগুলেটরি অথোরিটি এবং রিভিউ সাইট ডিসকাশন লিঙ্ক:

**Regulatory Agencies website and link : - U.S. Regulatory Agency**

**NFA** – National Futures Association - [www.nfa.futures.org/](http://www.nfa.futures.org/)

**CFTC** – Commodity Futures Trading Commission - [www.cftc.gov/](http://www.cftc.gov/)

**FSA** – Financial Services Authority - [www.fsa.gov.uk/](http://www.fsa.gov.uk/)

**Regulatory Agencies website and link : - Foreign. Regulatory Agency**

FCA website: <http://www.fca.org.uk>

PRA website: <http://www.bankofengland.co.uk/pru>

Finanstilsynet's website: <http://www.dfsa.dk/en.aspx>

FDF's website: <http://www.efd.admin.ch/index.html?lang=en>

FINMA's website: <http://www.finma.ch/e/Pages/default.aspx>

SFC's website: <http://www.sfc.hk/sfc/html/EN/index.html>

ASIC's website: <http://www.asic.gov.au/asic/asic.nsf>

**Review Sites**

**ForexAnonymous** – <http://www.forexanonymous.com>

**TheForexReviewer** – <http://www.theforexreviewer.com>

**Forex4Noobs** - <http://www.forex4noobs.com>

**ForexBastards** – <http://www.forexpeacearmy.com>

**Forums with Broker Discussions**

Forex Broker Discussion at **ForexFactory** <http://www.forexfactory.com>

Rate my Broker at **BabyPips** <http://forums.babypips.com>

Forex Brokers at **Trade2Win** Forums <http://www.trade2win.com>

Forex Brokers at **bdforexpro** <http://www.bdforexpro.com>



## Bangladesh Forex Professional Community



<http://www.bdforexpro.com>



bdforexpro



admin@bdforexpro.com



<https://www.facebook.com/bdforexpro>

আপনার ফরেক্স ট্রেডিং অভিজ্ঞতা শেয়ার করুন, শিখুন এবং শেখান।  
বাংলাদেশের বড় ফরেক্স প্রোফেশনাল কমিউনিটি

[www.bdforexpro.com](http://www.bdforexpro.com)

সবার ফরেক্স ট্রেডিং হটক শুভ এবং লাভজনক সেই কামনায়

**জয়™**

নতুন নতুন ফরেক্স ট্রেডিং স্ট্রেটিজি, নিউজ, ফরেক্স অফার, ফরেক্স বই, ফরেক্স ইন্ডিকেটর সহ সকল প্রকার ট্রেডিং সাহায্যর জন্য।

**বিডিফরেক্সপ্রো.কম**

**সমাপ্ত**